১১-২০তম গ্রেড লেকচার শিট

লেকচার ৫

Lecture Contents

- ☑ বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ
- ❖ কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান
- ❖ কৃষি শুমারি
- ❖ অর্থকরি ফসল
- ❖ ধানের বিভিন্ন জাত
- ☑ মৎস্য সম্পদ
- ☑ বাংলাদেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ
- ☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি
- ☑ বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য
- ❖ উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পঞ্চবার্ষিক
- ❖ শিল্প উৎপাদন
- ❖ জাতীয় আয়-ব্যয়/বাজেট
- ❖ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি
- ❖ আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ❖ বাংলাদেশের ব্যাংক বিমা

Content Discussion

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

কৃষিপ্রধান এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ৪০.৬% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২) কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট দেশীয় আয়ের ১১.৫০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.১৪ একর (১৫ শতাংশ)। খাস জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৫৭ হেক্টর। চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার একর। ফসল তোলার ঋতু ৩টি যথা- ভাদোই, হৈমন্তিক ও রবি। দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬৫.৮৩ লাখ মেট্রিক টন (২০২১-২২) বাংলাদেশে আবাদি জমির মধ্যে সেচ দেয়া হয় প্রায় ২০ ভাগ জমিতে(অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২)।

কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন শব্দ ও পূর্ণরূপ:

SAIC	Saarc Agricultural Information Centre
BINA	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture.
BSRI	Bangladesh Sugarcane Research Institute.
BJRI	Bangladesh Jute Research Institute.
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation. (1976)
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute. (1970)
BRRI	Bangladesh Rice Research Institute. (1960)
IRRI	International Rice Research Institute.
BARC	International Agricultural Research Institute.
BMDA	Barind Multipurpose Development Authority.
HYV	High Yield Variety.
IJSG	International Jute Study Group
BTRI	Bangladesh Tea Research Institute.

কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে দেশের শীর্ষ জেলা

পণ্য উৎপাদন	শীর্ষ জেলা
ধান	ময়মনসিংহ
মাছ	ময়মনসিংহ
পাট	ফরিদপুর
গম	ঠাকুরগাঁও
তুলা	ঝিনাইদহ
তামাক	কুষ্টিয়া
কাঁঠাল	কুষ্টিয়া
চা	মৌলভীবাজার

পণ্য উৎপাদন	শীর্ষ জেলা
আলু	মুন্সিগঞ্জ
কলা	টাঙ্গাইল
আম	নওগাঁ
আখ	নাটোর
সয়াবিন	লক্ষীপুর
পেয়াজ	পাবনা
চিংড়ি	সাতক্ষীরা
রেণু ও পোনা	যশোর

রবি শস্য

রবি শস্য বলতে শীতকালীন শস্যকে বুঝায়। শীতকালীন সবজি-মূলা, শালগম, টমেটো, শীম, কপি ইত্যাদি; ডালজাতীয় শস্য-মুগ, মশুরী, খেসারী, ছোলা ইত্যাদি; তৈলবীজ শস্য-সরিষা, সয়াবিন, বাদাম প্রভৃতি রবি শস্য।

কৃষিশুমারি

পাকিস্তান আমলে একবার এবং বাংলাদেশ আমলে পাঁচবার-মোট ছয়বার এ ভূখন্ডে কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। সালগুলো হলো- ১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ এবং ২০০৮। এর মধ্যে ১৯৯৭ সালে কেবল পল্লী এলাকায় কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রথম অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় ১১-১৫ মে ২০০৮। ৯-২০ জুন ২০১৯ সারাদেশে ষষ্ঠবারের মত অনুষ্ঠিত হয় কৃষিশুমারি যার স্লোগান "কৃষিশুমারি সফল করি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি।"

জুম চাষ

পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতি সম্প্রদায়ের ফসল উৎপাদনের এক বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে জুম চাষ। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে এক সাথে কয়েক প্রকার ফসলের বীজ বপন করা হয়। সাধারণত পাহাড়ের ঢালে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে তাতে একই সাথে কয়েক প্রকারের বীজ বপন করে এবং ফসল পরিপক্ব হলে পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করে। তাদের চাষকৃত ফসলের মধ্যে ধান, তুলা ও তিল প্রধান। উপজাতিরা বছরে দু'বার জুম চাষ করে থাকে।

- বাংলাদেশের মোট চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ- ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর।
- বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.১৪ একর।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল- ৮০ ভাগ মানুষ।
- 'খরিপ শস্য' বলতে বোঝায়- গ্রীষ্মকালীন শস্যকে।
- 'রবিশস্য' বলতে বোঝায়- শীতকালীন শস্যকে।
- জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত – গাজীপুর।
- বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত- ঈশ্বরদী, পাবনা।
- দেশের বৃহত্তম 'দত্তনগর কৃষি খামার' অবস্থিত- ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর।
- 'দত্তনগর কৃষি খামার' কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৬২ সালে (আয়তন ২৩৩৭)।
- স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম- ফাইটো হরমোন ইনডিউসার।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়- ৫ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- প্রথম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেয়া হয়- ১৯৭৬ সালে।
- সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) অবস্থিত- ফার্মগেট, ঢাকা।
- 'শস্যভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত জেলা- বরিশাল।
- স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেন- বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. আব্দুল খালেক।
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর- ফার্মগেট, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BSRTI) অবস্থিত- রাজশাহীতে।
- বাংলাদেশের ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- ঈশ্বরদীতে।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) প্রতিষ্ঠিত হয়- পাবনার ঈশ্বরদীতে ১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান নাম- বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট।
- ২০১২ সালে বাংলাদেশ আফ্রিকার যে দেশে প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে- সেনেগাল।
- BARI-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে- Bangladesh Agricultural Research Institute.

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি কৃষি খাতের অন্তর্ভক্ত?
ক) মৎস খ) কৃষি ও বনজ
গ) দুটোই (ক+খ) ঘ) কোনটিই নয় **গ**

২. ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি খাতের ভর্তুকির পরিমাণ কত?
ক) ৯৫০০ কোটি টাকা খ) ৯০০০ কোটি টাকা
গ) ৮০০০ কোটি টাকা ঘ) ৮৫০০ কোটি টাকা **খ**

৩. বাংলাদেশের মোট ফসলি জমি কত?
ক) ৮৫.৭৭ লাখ হেক্টর খ) ১৬০.৫৭ লাখ হেক্টর
গ) ৭৪.৪৮ লাখ হেক্টর ঘ) ৭৯.৪৭ লাখ হেক্টর **খ**

৪. বাংলাদেশের নিট ফসলি জমি কত লক্ষ হেক্টর?
ক) ৮৫.৭৭ খ) ১৫৪.৩৮
গ) ৭৪.৪৮ ঘ) ৮১.২৬ **ঘ**

অর্থকরী ফসল

বাংলাদেশের অর্থকরী কৃষিজ সম্পদ

ফসল	গবেষণা কেন্দ্র
পাট	ঢাকার শেরে বাংলা নগর
চা	শ্রীমঙ্গল
রেশমগুটি/রেশম	রাজশাহী
ইক্ষু	ঈশ্বরদী, পাবনা
তুলা	ফার্মগেট, ঢাকা
রাবার	ঢাকা
তামাক	রংপুর
ধান	জয়দেবপুর, গাজীপুর

ফসল	গবেষণা কেন্দ্র
গম	নশিপুর, দিনাজপুর
কলা	ঢাকা
আম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মশলা	বগুড়া
ভুট্টা	দিনাজপুর
ডাল	ঈশ্বরদী, পাবনা
তৈলবীজ	খামারবাড়ি, ঢাকা
আলু	রংপুর

পাট

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল, দ্বিতীয় আলু এবং তৃতীয় চা। পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৬টি পণ্য এবং পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ১৭টি পণ্য পরিবহনে। বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির ৫ শতাংশে পাট চাষ করা হয়।

- 'সোনালী আঁশ' বলা হয়- পাটকে।
- একটি কাঁচা পাটের গাঁইটের ওজন- সাড়ে চার মণ।
- বাংলাদেশের যে জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়- ফরিদপুর জেলায়।
- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৪ সালে।
- পাট উৎপাদনের বিশ্বের প্রথম দেশ- বাংলাদেশ (৫৮%)।
- পাট রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম দেশ বাংলাদেশ।
- জুটন আবিষ্কার করেন- ড. মোহাম্মদ সিদিকুল্লাহ।
- এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল ছিল- আদমজী পাটকল, বাংলাদেশ।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৪ সালে।
- IJO- এর বর্তমান নাম- আন্তর্জাতিক জুট স্টাডি গ্রুপ (IJSG).
- IJSG (Internatinal Jute Study Group)-এর সদর দপ্তর- মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

চা

১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয়। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সিলেটের মালনীছড়ায় দেশের প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে। বর্তমানে দেশে ১৬৬ টি চা বাগান রয়েছে। সর্বশেষ চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চগড়। চা চাষের জন্য প্রয়োজন অধিক বৃষ্টিপাতসমৃদ্ধ পাহাড়ি ঢালু অঞ্চল।

বাংলাদেশের চা বাগানের সংখ্যা- ১৬৭টি।

স্থানের নাম	সংখ্যা	স্থানের নাম	সংখ্যা
সিলেট	১৯টি	মৌলভীবাজার	৯০টি
হবিগঞ্জ	২৫টি	চট্টগ্রাম	২২টি
রাঙ্গামাটি	১টি	ঠাকুরগাঁও	১টি
পঞ্চগড়	৮টি		

[সূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড]

পঞ্চগড়ে চা বাগান প্রতিষ্ঠা

২ এপ্রিল, ২০০০ আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চগড় জেলায় চা চাষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তেঁতুলিয়া থানার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের মাদুলপাড়া এলাকায় চা গাছ রোপণের মধ্য দিয়ে পঞ্চগড় জেলায় চা চাষ শুরু হয়।

- বাংলাদেশের প্রথম চা জাদুঘর যাত্রা শুরু করে- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৭ সালে, চট্টগ্রাম।
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান – নবম।
- বিশ্ব চা রপ্তানিতে বাংলাদেশ – ৭৭তম।
- বাংলাদেশের চা সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়– পাকিস্তানে।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় – ১৮৪০ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় – সিলেটের মালনিছড়ায়।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) স্থাপিত হয় – ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলায়।
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী জেলা – হবিগঞ্জ।
- দেশের প্রথম অর্গানিক চা বাগান স্থাপিত হয় – ২০০০ সালে, পঞ্চগড় জেলায়।
- দেশে চা বাজারজাতকরণের প্রথম নিলাম বাজার অবস্থিত – চট্টগ্রাম। ২য় চা নিলাম বাজার শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশী চা কোম্পানির মধ্যে বৃহত্তর কোম্পানি – ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত চা – দুই প্রকার।

তামাক

বাংলাদেশে তামাক উৎপন্ন হয় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলায়। সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয় রংপুর জেলায়। সুমাত্রা, ম্যানিলা হল উন্নতজাতের তামাক।

রেশম

বাংলাদেশে রেশম গুঁটির চাষ হয় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে। সবচেয়ে বেশি রেশম গুঁটির চাষ হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জে। রেশম চাষকে ইংরেজিতে বলা হয় সেরিকালচার। দেশে রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহীতে ১৯৭৭ সালে।

রাবার

অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে রাবার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সন্নিকটে রামু নামক স্থানে রাবার চাষ করা হয়। দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয় কক্সবাজারের রামুতে, ১৯৬১ সালে। এখানে দেশের সর্বাধিক রাবার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতাধীন রাবার বাগান ১৭টি।

তুলা

বাংলাদেশে যশোর জেলা তুলা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বর্তমানে বেশি উৎপাদন হয় ঝিনাইদহ জেলায়। এছাড়া বগুড়া, রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে তুলা উৎপাদন হয়। তুলা শস্যের দু'টি উন্নত জাত 'রূপালী' ও 'ডেলফোজ'। তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে ফার্মগেট, ঢাকায় গঠন করা হয়।

- তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী- যশোর জেলা।
- 'রূপালী' ও 'ডেলফোজ'- দুটি উন্নতজাতের তুলা শস্য।
- বেশি তামাক উৎপন্ন হয়- বৃহত্তর রংপুর জেলায়।
- রেশম চাষকে বলা হয়- সেরিকালচার।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল- চা।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয়- মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
- যে ব্রিটিশ গভর্নরের উদ্যোগে বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর আওতাধীন রাবার বাগান- ১৭টি।
- দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয়- কক্সবাজারের রামুতে।
- বাংলাদেশে আম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়- ১৯৫৮ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- বাংলাদেশের যে জেলায় বর্তমান আম উৎপাদন বেশি হয়- নওগাঁ জেলায় (২০২১)।
- আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- অষ্টম (মার্চ-২০২২)।

ধান

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। বাংলাদেশে আবাদি জমির ৮০ ভাগেই ধানের চাষ করা হয়। বর্তমানে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে তৃতীয়। সমগ্র দেশে কম-বেশি ধান উৎপন্ন হয়, তবে সবেচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলাদেশে ধানের শ্রেণীভেদ হলো ৪টি- আমন, আউশ, বোরো ও ইরি। ধান উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম, রপ্তানিতে থাইল্যান্ড বিশ্বে প্রথম।

❒ নতুন জাতের ধান ইরাটম-২৪

বাংলাদশ পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট (বিনা) নতুন জাতের ধান ইরাটম-২৪ উদ্ভাবন করেছে। বিনা'র বিজ্ঞানীরা ইরি-৮ ধানের ওপর গামা রশ্মি প্রয়োগ করে স্থানীয়ভাবে এর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন জাতের এই ধান উদ্ভাবন করেন।

- BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধান – ব্রি-৮।
- ব্রি-৩৪; ব্রি-৩৭ BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত দুটি উন্নতজাতের ধান।
- বাংলাদেশে হাইব্রিড ধানের চাষ শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে। এ সময় আলোক-৬২১০ জাতের ধানের চাষ করা হয়।
- নতুন জাতের উচ্চফলনশীল উফশী ধান ইরাটম-২৪ উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট। ইরি-৮ ধানের উপর গামা রশ্মির প্রয়োগের মাধ্যমে এধান উদ্ভাবন করা হয়।
- মঙ্গা এলাকার জন্য উপযোগী ধান হলো- বিআর-৩৩।
- পূর্বাচী ধান আনা হয় গণচীন থেকে।
- আউশ ধান রোপন করা হয় জুলাই- আগস্টে।
- রোপা আমন কাটা হয় অগ্রহায়ন- পৌষে।
- সুপার রাইস হল উচ্চ ফলনশীল ধান।
- আলোক ৬২১০ ধান আনে ব্র্যাক (ভারত থেকে)।
- পাখি ছাড়া 'ময়না' একটি উচ্চ ফলনশীল ধান।
- লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত হলো-ব্রি-৪৭।
- জলমগ্ন এলাকায় সহনশীল ধান-বি আর ১১, আর ১।
- বন্যা পরবর্তী এলাকার জন্য উপযুক্ত ধান-ব্রিধান-৪৬।
- জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত ধান – ব্রি-৪৪, ব্রি-৩৩, ব্রি-১১।
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান-বিনা-৮ ও বিনা-৯।
- জাতীয় বীজ বোর্ড কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য মোট আটটি নতুন ধানের জাত অবমুক্ত করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BRRI) বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ব্রি-৫৯, ব্রি-৬০, ব্রি-৬১, ব্রি-৬২ নামের ৪টি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) উদ্ভাবিত বিনা-১১, বিনা-১২, বিনা-১৩, বিনা-১৪ নামের ৪টি ধানের জাত।***

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি বাংলাদেশের অর্থকারী ফসল নয়?
ক) ধান খ) পাট
গ) চা ঘ) তুলা **ক**

২. ধানের বিজ্ঞানসম্মত নাম?
ক) Oryza glaberima খ) Camellia sinensis linn
গ) Oryza Sativa ঘ) Triticem aestivum linn **গ**

৩. FAO এর মতে, ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত তম?
ক) ৩য় খ) ২য়
গ) ১ম ঘ) ১০ম **ক**

৪. ১৯৭৫ সালে কোন প্রতিষ্ঠান 'ইরাটম-২৪' ধান উদ্ভাবন করে?
ক) বিনা খ) ব্রি
গ) কৃষি তথ্য সেবা ঘ) বীজ বোর্ড **ক**

৫. চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ–
ক) ভিয়েতনাম খ) থাইল্যান্ড
গ) ভারত ঘ) চীন **গ**

❒ গম

বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয় রংপুর বিভাগে। তবে গম গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দিনাজপুর জেলার নশিপুরে। দেশে উৎপন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের কয়েকটি গম হলো আঘ্রানি, আকবর, বরকত, ইনিয়া-৬৬, পাভন-৭৬ আনন্দ, কাঞ্চন, বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী সৌরভ প্রভৃতি। দেশে ২০২১-২২ অর্থ বছরে উৎপন্ন গমের পরিমাণ প্রায় ১২.২৬ লাখ মেট্রিক টন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।

- বাংলাদেশে উৎপন্ন কিছু উন্নত জাতের গম– অগ্রণী, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, দোয়েল, বরকত, বলাকা।
- দেশে বছরে গমের উৎপাদন– ১২.২৬ লাখ মে.টন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয় – নাটোর জেলায়।
- বাংলাদেশে গম চাষ হয় – শীত মৌসুমে।
- গম গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত – নশিপুর, দিনাজপুর।
- বর্ণালী ও শুভ্র – উন্নত জাতের ভুট্টা।
- ব্র্যাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টার নাম – উত্তরণ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. পাখি ছাড়া দোয়েল কী?
ক) ধান খ) গম
গ) পাট ঘ) ভুট্টা **খ**

২. উন্নত জাতের ভুট্টা নয় কোনটি?
ক) শুভ্রা খ) বর্ণালী
গ) মোহর ঘ) সুফলা **ঘ**

৩. গমের উন্নত জাত কোনটি?
ক) বিনা খ) হিরা
গ) আনন্দ ঘ) প্রগতি **গ**

৪. গম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
ক) দিনাজপুর খ) ফরিদপুর
গ) ঠাকুরগাঁও ঘ) ময়মনসিংহ **গ**

৫. ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক) ফরিদপুর খ) ময়মনসিংহ
গ) দিনাজপুর ঘ) রাজশাহী **গ**

❒ তৈলবীজ

বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রধান প্রধান তৈলবীজ হচ্ছে সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিসি প্রভৃতি। দেশে তৈলবীজের উৎপাদন একর প্রতি গড়ে ৩৭০ কেজি। আমাদের দেশে তৈলবীজের মধ্যে সরিষার চাষ সর্বাধিক। 'সফল' ও 'অগ্রণী' হলো উন্নতজাতের সরিষা। বাংলাদেশে সাড়ে ৫ লাখ একর জমিতে সরিষা জন্মে।

- দেশের প্রধান প্রধান তেলবীজ হলো- সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিসি, নারিকেল, বাজনা, পীতরাজ প্রভৃতি।
- বাংলাদেশে সরিষার জন্মে- সাড়ে ৫ লাখ একর জমিতে।

❒ বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ

গাজীপুরের জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠকাল ৪ আগস্ট, ১৯৭৬। এটি আমাদের খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ৬টি শস্য গবেষণা কেন্দ্র, ৬টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং ২৩টি উপকেন্দ্র রয়েছে।

❒ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর জেলার জয়বেদপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১ অক্টোবর, ১৯৭০। সারা দেশে এর আরও ৫টি শাখা কার্যালয় রয়েছে।

'স্বর্ণা' সারের উদ্ভাবক : আবদুল খালেক (১৯৮৭ সাল)।
কৃষি উদ্যান : কাশিমপুর, গাজীপুর।
কৃষিনীতি প্রণীত হয় : ১৯৯১ সালে।
বিনা প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৭২ সালে।
কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৭৫ সালে।
IRDP হল : সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী।
দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প : তিস্তা বাঁধ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতাক্ষেত্র বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর জেলা।
দেশে কৃষিশুমারি হয়েছে : ছয়টি; এগুলো ১৯৭৭, ৮৬, ৯৭, ২০০২, ২০০৮ ও ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র অবস্থিত ফার্মগেট, ঢাকা (১৯৮৯) বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে।

কৃষি বিষয়ক কিছু সংস্থার অবস্থান

নাম	অবস্থান
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ সুপারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট)	ঈশ্বরদী, পাবনা
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
বাংলদেশ মৌমাছি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঢাকা
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট	রাজশাহী
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাভার, ঢাকা
বাংলাদেশ আম গবেষণা কেন্দ্র	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র	নশিপুর, দিনাজপুর

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ডাল গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক) কুষ্টিয়া খ) বগুড়া
গ) পাবনা ঘ) রাজবাড়ী **গ**

২. উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক) গাজীপুর খ) বগুড়া
গ) পাবনা ঘ) রাজবাড়ী **ক**

৩. মসলা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক) গাজীপুর খ) বগুড়া
গ) পাবনা ঘ) রাজবাড়ী **খ**

৪. BRRI প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৭৬ খ) ১৯৭৫
গ) ১৯৭০ ঘ) ১৯৬১ **গ**

৫. নিচের কোন জাতের ধান জোয়ার ভাটা এলাকায়ন চাষ হয়?
ক) ব্রি-২৮ খ) ব্রি-২৭
খ. ব্রি-৩৩ ঘ) বি-আর-২ **খ**

৬. মঙ্গা এলাকায় চাষ উপযোগী ধান–
ক) বি-আর-৪ খ) বিনা-৬
গ) ব্রি-৩৩ ঘ) ব্রি-২৭ **গ**

৭. BINA কোথায় অবস্থিত?
ক) গাজীপুর খ) ফরিদপুর
গ) ময়মনসিংহ ঘ) কুষ্টিয়া **গ**

৮. BINA- Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৬১ খ) ১৯৬৪
গ) ১৯৬৭ ঘ) ১৯৬৫ **ক**

৯. BADC এর সদর দপ্তর কোথায়?
ক) ম্যানিলা খ) ঢাকা
গ) ময়মনসিংহ ঘ) গাজীপুর **খ**

১০. প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান-
ক) BARI খ) BARRI
গ) BADC ঘ) BINA **গ**

১১. দেশের বৃহত্তম বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক) BARI খ. BARRI
গ) BADC ঘ. BINA **ক**

❒ বৃহত্তম কৃষি খামার

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার দত্তনগর কৃষি খামার বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি খামার। ১৯৬২ সালে এ খামারের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে জমির পরিমাণ ২৩৩৭ একর।

❒ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত

ধান : হীরা, ময়না, চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, দুলাভোগ, ইরাটম, আশা, প্রগতি, মুক্তা, ব্রি হাইব্রিড ধান- ১, বাউ-১৬, আলোক-৬২১০, সোনার বাংলা-১, সুপার রাইস প্রভৃতি।

গম : বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী, অগ্রণী, সোনালিকা, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন।

তামাক : সুমাত্রা ও ম্যানিলা।

আলু : ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী ও সিন্দুরী।

আম : মহানন্দা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, হিমসাগর, আম্রোপালি, হাড়িয়াভাঙ্গা, লক্ষণভোগ, ফজলি।

মরিচ : যমুনা।

টমেটো : বাহার, মানিক, রতন, অপূর্ব, মিন্টো, ঝুমকা, সিন্দুর, ও শ্রাবণী।

বেগুন : ইওরা, শুকতারা ও তারাপুরী।

কলা : অমৃতসাগর, মেহেরসাগর, সবরি, সিঙ্গাপুরী, অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, বীটজবা।

তরমুজ : পদ্মা, মধুমতী, টপইন্ত, ডব্লিউএম-০০২, ডব্লিউএম-০০৩।

পাট : ধবধবে, ডি-১৫৪, সিলি-৪৫, সিভিই-৩, অ্যাটম পাট-৩৮, সবুজ পাট (সিভিএল ১), ফাল্গুনী তোষা ও ৯৮৯৭ ও ৪।

তুলা : রুপালি, ডেলফোজ, ডেল্টা পাইন ১৬, বিএসি ৭।

ভুট্টা : বর্ণালী, শুভ্রা, খই ভুট্টা, মোহর, সুপার সুইট কর্ণ সোয়ান-২, বারিভুট্টা-৫, বারিভুট্টা-৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১।

সয়াবিন : ব্রাগ, ডেভিস, সোহাগ, বাংলাদেশ সয়াবিন-৪।

তিসি : নীলা।

সূর্যমুখী : কিরণী (ডিএস-১১)

ফুলকপি : আর্লি স্নোবল, হোয়াইট ব্যারন, ট্রপিক্যাল, রাক্ষুসী, বারী ফুলকপি-১।

কচু : বিলাসী, লতিরাজ।

গোলমরিচ : জৈন্তা।

বাঁধাকপি : প্রভাতী, এ্যাটলাস-৭০, গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়া ক্রস, গ্রিণ এক্সপ্রেস, ডামহেড, বারি বাঁধাকপি-১, বারি বাঁধাকপি।

মূলা : তাসাকি সান মূলা-১, মিনু আর্লি, বারি মূলা-১, বারি মূলা-২, বারি মূলা-৩।

হলুদ : ডিমলা, সুন্দরী।

পেয়ারা : কাজী পেয়ারা, স্বরূপকাঠি, কাঞ্চন নগর, মুকুন্দপুরী।

- প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য– ধান, পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, গম, তেলবীজ, যব আলু ও তুলা।
- সবচেয়ে বেশি গোল আলু উৎপন্ন হয়– বৃহত্তর ঢাকা জেলায়। ঢাকার মুন্সীগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক আলু উৎপন্ন হয়।
- একটি উন্নত জাতের ইক্ষুর নাম– ইশ্বরদী-২৫৪।
- তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়– ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর, ঢাকার ফার্মগেট। এটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- সর্বাধিক আখ উৎপন্ন হয় – রংপুরে।
- সর্বাধিক কলা উৎপন্ন হয় – টাঙ্গাইল (বর্তমান)।
- ভূট্টার উন্নতজাতের জাত– বর্ণালি, শুভ্র।
- উত্তরা হলো– উন্নত জাতের বেগুন।
- সবচেয়ে বেশি আনারস উৎপন্ন হয় – পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে।
- একটি উন্নতজাতের ইক্ষুর নাম– ঈশ্বরদী-২৫৪।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নদী ছাড়া পদ্মা কী?
ক. বেগুন খ. তরমুজ
খ. বাঁধাকপি ঘ. টমেটো
খ

২. হীরা ও ডায়মন্ড কিসের নাম?
ক. গম খ. ভুট্টা
গ. আলু ঘ. পাট
গ

৩. নদী ছাড়া যমুনা কিসের নাম?
ক. তরমুজ খ. মরিচ
গ. বেগুন ঘ. ভুট্টা
খ

৪. বর্ণালি ও শুভ্রা কী?
ক. উন্নত জাতের গম খ. উন্নত জাতের ভুট্টা
গ. উন্নত জাতের পাট ঘ. উন্নত জাতের আম
খ

❒ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

চিংড়ি রপ্তানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হওয়ায় ইতোমধ্যে চিংড়িসম্পদ বাংলাদেশ 'হোয়াইট গোল্ড' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এর পাশাপাশি দেশীয় বাজারে মাছের বর্ধিত চাহিদা ও মূল্য মৎস্য সম্পদের বাণিজ্যিক দিককে জনগণের সামনে উচ্চাকাঙ্খী করেছে।

❒ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৪৮ সালে।
- BFRI এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Fisheries Research Institute.
- একে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে অভিহিত করা হয়- ১৯৯৬ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকাল সদর দপ্তর করা হয়- চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে।
- এর সদর দপ্তর ময়মনসিংহ স্বাদুপানি কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়- ১৯৮৬ সালে।

মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	সদর দপ্তর
১. স্বাদু পানি কেন্দ্র	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	ময়মনসিংহ
২. নদী কেন্দ্র	নদীর মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের গবেষণা	চাঁদপুর
৩. লোনা পানি কেন্দ্র	লোনা পানির মাছ গবেষণা	পাইকগাছা, খুলনা
৪. সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র	সমুদ্রের মাছ চাষ ও সংগ্রহ, উৎপন্ন পণ্য উন্নয়ন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা	কক্সবাজার
৫. চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র	চিংড়ি গবেষণা	বাগেরহাট

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **মোট ইলিশের কত শতাংশ বাংলাদেশের উৎপাদিত হয়?**
ক) ৩৫% খ) ৮৬%
গ) ৫০% ঘ) ৭০% **খ**

২. **২০২২ অনুযায়ী জিডিপিতে ইলিশের অবদান–**
ক) ১% খ) ১০%
গ) ১২% ঘ) ৫০% **ক**

৩. **বর্তমানে বাংলাদেশে ইলিশে অভয়াশ্রমের সংখ্যা কয়টি?**
ক) ৪ খ) ৬
গ) ৮ ঘ) ১০ **খ**

৪. **স্বাদু পানির মাছ বৃদ্ধি হারে বাংলাদেশে এখন বিশ্বে কত তম?**
ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩ য় ঘ) ৪র্থ **গ**

৫. **মাছ চাষে টানা ৭ বার পঞ্চম হয়েছে নিচের কোন দেশ?**
ক) বাংলাদেশ খ) মালয়েশিয়া
গ) থাইল্যান্ড ঘ) ভিয়েতনাম **ক**

৬. **বাংলাদেশের কোন বিভাগে সবচেয়ে বেশি ইলিশ আহরিত হয়?**
ক) চট্রগ্রাম খ) ঢাকা
গ) খুলনা ঘ) বরিশাল **ঘ**

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী, মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।
- খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮৪ সালে
- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ কার্যকর হয়– ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিভিন্ন কালচার

মৌমাছি চাষ	এপিকালচার (Apiculture)
রেশম চাষ	সেরিকালচার (Sericulture)
মৎস্য চাষ	পিসিকালচার (Piciculture)
উদ্যানতত্ত্ব	হর্টিকালচার (Horticulture)
পাখি চাষ	এভিকালচার (Aveculture)
চিংড়ি চাষ	প্রনকালচার (Prawnculture)

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের গবাদি পশুর ভ্রুণ প্রথম বদল করা হয়	৫ মে, ১৯৯৫ সালে
বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট অবস্থিত	পাবনায়
গোচারণের জন্য বাথান আছে	পাবনা ও সিরাজগঞ্জে
মহিষ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	বাগেরহাটে
ছাগল প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	সিলেটের টিলাগড়ে
ছাগল উন্নয়ন ও পাঠা কেন্দ্র অবস্থিত	রাজবাড়ি হাট
বন্য প্রাণি প্রজনন কেন্দ্র (সরকারি) অবস্তিত	করমজল, সুন্দরবন
হরিণ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরায়
কুমির প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	ময়মনসিংহের ভালুকায়
গাঁধা প্রতিপালন কেন্দ্র অবস্থিত	রাঙামাটি জেলায়
উন্নত জাতের গাভী	হরিয়ানা, সিন্ধী, ফ্রিসিয়ান, হিসাব, জারসি, শাহীওয়াল, আয়ের শায়ের ইত্যাদি।
সবচেয়ে বেশি দুগ্ধপ্রদানকারী গাভীর জাত-	ফ্রিসিয়ান।
ব্রয়লার	যে সকল মুরগী কেবল মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাদের ব্রয়লার বলে।
উন্নত জাতের ব্রয়লার মুরগী	হাইব্রো, স্টার ব্রো, ইন্ডিয়ান রোভার, মিনিব্রো
লেয়ার–	ডিমপাড়া মুরগীকে লেয়ার বলে।
সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়	লেগহর্ণ
মাংস ও ডিম উভয়টি পাওয়া যায়	রোড আইল্যান্ড রেড এবং অস্টরলক জাতের মুরগী থেকে
যমুনাপাড়ী ছাগলের অপর নাম	রামছাগল
ব্লাক বেঙ্গল	এক ধরনের ছাগল
বনরুই	এক ধরনের বিড়াল
ঘড়িয়াল দেখা যায়	পদ্মা নদীতে
মুরগীর রোগ	রাণীক্ষেত, বসন্ত, রক্ত আমাশয়, কলোর, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি
হাঁসের রোগ	ডাক প্লেগ, রোপা
গবাদি পশুর রোগ	গো-বসন্ত, যক্ষ্মা, ব্লাককোয়াটার, অ্যানথ্রাক্স

- যে জাতের ছাগল বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় – ব্লাক বেঙ্গল বা কালো জাতের ছাগল।
- বাংলাদেশের হরিণ প্রজনন কেন্দ্রটি অবস্থিত– কক্সবাজার জেলার চকোরিয়াতে।
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার অবস্থিত – ফকিরহাট, বাগেরহাট।
- মৎস্য অধিদপ্তর-এর ইংরেজি নাম – Department of Fisheries.
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর ইংরেজি নাম– Department of Livestock Services (DLS).
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কোথায় অবস্থিত – ফার্মগেট, ঢাকা।
- পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমান নাম – প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
- বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রুণ বদল করা হয় – ৫ মে ১৯৯৫।
- পৃথিবীর যে অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে– সাইবেরিয়া থেকে।
- বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ওয়াইল্ড লাইফ রেসকিউ সেন্টার – জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার স্থাপিত হয় – ১৯৮৪ সালে (আয়তন ৮০ একর)।

বিশ্ব ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ

বাংলাদশের ৩টি স্থান ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ষাটগম্বুজ মসজিদ ও নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর, ১৯৯৭ সালে সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হয়।

- বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে – ইউনেস্কো (UNESCO)
- প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় – ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য– ৩টি।
  ক) পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার,
  খ) ষাট গম্বুজ মসজিদ,
  গ) সুন্দরবন।
- পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় – ১৯৮৫ সালে (৩২২তম)।
- ষাট গম্বুজ মসজিদকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় – ১৯৮৫ সলে (৩২১ তম)।
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় – ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে।
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় – ৭৯৮ তম।
  [সূত্র : Whc. Unesco.org/en/list/798]
- বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তির জন্য অপেক্ষমান বাংলাদেশের ৫টি ঐতিহ্য – হলুদ বিহার, জগদ্দল বিহার, মহাস্থানগড় (রাজশাহী), লালবাগ কেল্লা (ঢাকা), লালমাই পাহাড় অঞ্চল (কুমিল্লা)

বাংলাদেশের পানিসম্পদ

বাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃতিকভাবে নিম্নাঞ্চল ও বটে। যৌথ নদী কমিশনের মতে বাংলাদেশে ৫৭টি নদীর আন্তঃবর্ডার সংযোগ রয়েছে। যার মধ্যে ৫৪টি নদী ভারতীয় ভূখণ্ড হতে এদেশে প্রবেশ করেছে এবং মায়ানমার হতে ৩টি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

- বাংলাদেশে পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি– কৃষি খাতে।
- বাংলাদেশে পানীয় জলের জন্য অধিকাংশ মানুষ নির্ভর করে – নলকূপের পানির উপর।
- বাংলাদেশের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে – অগভীর নলকূপের পানিতে।
- বাংলাদেশে নলকূপের পানিতে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে – ১৯৯৩ সালে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- পানিতে স্বাভাবিকমাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে – ৬১ টি জেলায়।
- পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়নি – ৩টি জেলায়। যথা- রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা – চাঁদপুর।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা – ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার
- বাংলাদেশের খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা – ১.০১ মি.গ্রা./লিটার।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয় – গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
- আর্সেনিক দূরীকরণে সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক – প্রফেসর আবুল হুসসাম।
- আর্সেনিক দূরীকরণে আর্থ ফিল্টারের উদ্ভাবক – অধ্যাপক দুলালী চৌধুরী।

বাংলাদেশের পানি শোধনাগার

পানি শোধনাগার	নির্মাণকাল	Key points
১. চাঁদনীঘাট, ঢাকা	১৮৭৪ খ্রিঃ	বাংলাদেশের প্রথম পানি শোধনাগার
২. জশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	২০১৫ খ্রিঃ	বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার

সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

যৌথ নদী কমিশন

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন ১৯৭২ সালে গঠিত হয়। বাংলাদেশে প্রবাহিত অভিন্ন ৫৭ টি নদীর ৫৪ টিই ভারত হতে এসেছে। এ পর্যন্ত যৌথ নদী কমিশনের যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো হলো-১) গঙ্গা ও তিস্তার নদীর যৌথ জরিপ, ২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ৩) শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরীক্ষা, ৪) নদীর ধারাপথের উন্নতি সাধন, ৫) সীমান্ত নদী সম্পর্কে আলোচনা ও সমাধানের উদ্ভাবন।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে পদ্মা নদীতে পাম্পের সাহায্যে পানি তুলে খালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মজে যাওয়া কপোতাক্ষ নদকে প্রধান খাল হিসেবে ব্যবহার এবং কয়েকটি উপখালের জন্য খননকার্য পরিচালনা করা হয়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প।

তিস্তা বাঁধ প্রকল্প

তিস্তা বাঁধ প্রকল্প বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা ১৯৩৫ সালে তৈরি করা হয়। ১৯৮০ সালে প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হলে ভৌত কাজ শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের জুনে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়। এটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ৩৫ টি থানার ৫৪০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান

Flood Action Plan নদী শাসন কার্যক্রমের একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার কালিতলা নামক স্থানে গ্রোয়েন উন্নয়ন, ব্রহ্মপুত্র ও বাঙ্গালী নদীর একত্রীকরণ রোধ এবং বগুড়ার মাথুরাড়ায় ও সিরাজগঞ্জে নদীতীর সংরক্ষণের কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৫ সালের বন্যায় ফ্লাড এ্যাকশন প্লান এর নদী শাসন প্রকল্প গাইবান্ধায় ভেঙ্গে পড়ে।

- বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প – গঙ্গা-কপোতাক্ষ (G-K) সেচ প্রকল্প, ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়।
- GK প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল – কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প – তিস্তা বাঁধ প্রকল্প।
- তিস্তা বাঁধ অবস্থিত – লালমনিরহাট জেলায়।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পে আওতাভুক্ত অঞ্চল – রংপুর ও দিনাজপুর।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয় – ১৯৫৯-৬০ সালে।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয় – ৫ আগস্ট, ১৯৯০।
- DND বাঁধের পুরো নাম –ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ- ডেমরা।
- বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত – বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ব্রিটিশ আমলে বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **নিম্নের কোনটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প?**
ক. কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প খ. গঙ্গা-কপোতাক্ষ
খ. ব্রহ্মপুত্র প্রকল্প গ. দিনাজপুর প্রকল্প **খ**

২. **DND বাঁধের পুরো নাম কী?**
ক. ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা
খ. ঢাকা-নাটোর -দিনাজপুর
গ. ঢাকা-নরসিংদী-ডিমলা
ঘ. ঢাকা-নড়াইল-দিনাজপুর **ক**

৩. **DND বাঁধ কোন শহর রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল?**
ক. ঢাকা খ. কুমিল্লা
গ. বগুড়া ঘ. ফরিদপুর **ক**

৪. **বাংলাদেশের বৃহৎ সেচ প্রকল্প কোনটি?**
ক. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প খ. তিস্তা সেচ প্রকল্প
গ. কাপ্তাই সেচ প্রকল্প ঘ. ফেনী সেচ প্রকল্প **খ**

৫. **তিস্তা বাঁধ কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক. খুলনা খ. লালমনিরহাট
গ. পাবনা ঘ. কুষ্টিয়া **খ**

বাংলাদেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমান ৯৬-৯৯.৯৯%।
- বর্তমানে ৩২তম দেশ হিসেবে বিশ্ব নিউক্লিয়ার ক্লাবে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র – ১০টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র – ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া)।
- বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসচলিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র – সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র– দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া।
- বাংলাদেশের প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র – খুলনার বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র।
- বাংলাদশের প্রথম বেসরকারী তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র – দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া।
- বাংলাদেশে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র– ১টি। যথা-কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে – কর্ণফুলী নদীতে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় – ১৯৬২ সালে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু করে – ১৯৬৫ সালে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা – ২৩০ মেগাওয়াট।
- বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম – রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত – পাবনা জেলায়।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র – ময়মনসিংহ।
- সিরাজগঞ্জের বাঘা বাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম – বিজয়ের আলো।
- বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় – নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে।
- বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় – ফেনীর সোনাগাজীতে।
- বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান – Dhaka Electric Supply Company Ltd (DESCO), Dhaka power Distribution Company Ltd (DPDC), Rural Electrification Board বা পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড (REB)
- গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত – পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)

❒ বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের বনাঞ্চল মূলত ক্রান্তীয় বনেরই অন্তর্ভূক্ত। এই বনাঞ্চল পৃথিবীর সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও ফলবান অঞ্চল। এখানে সূর্যের খাড়া তাপ পড়ে। প্রায় সারা বছর ধরে গরম আবহাওয়া বিরাজমান। বাংলাদেশে মোট স্থলভাগের ২৫ শতাংশ বনভূমির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, বাস্তবে মাত্র ১৫ শতাংশের কিছু বেশি পরিমাণ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ প্রায় ০.০২ হেক্টর। দেশের বনাঞ্চলের প্রায় ৪৭ শতাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, সুন্দরবন ও পটুয়াখালী উপকূল এলাকায় ২৭ শতাংশ এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে রয়েছে ২ শতাংশ। বাকী সব রাস্তা, বাঁধ ও অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শ্রেণি বিভাগ:

গোষ্ঠী অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-
১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি।
২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি।
৩. উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন।

- বাংলাদেশের বনভূমি মোট স্থলভাগের – শতকরা ১৩ ভাগ।
- রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় – গর্জন ও জারুল।
- বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ – ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর (বন অধিদপ্তর)।
- ভাওয়াল বনাঞ্চল অবস্থিত – গাজীপুরে।
- মধুপুর বনাঞ্চল অবস্থিত – টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায়।
- মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ – শাল।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন করা হয়েছে – ১০টি জেলায়।
- বৃক্ষরোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম – প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার।
- বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রবর্তিত হয় – ১৯৯৩ সালে।
- বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে – ১৯৮১ সালে।
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী প্রথম শুরু হয় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় – ১৯৮১ সালে।
- বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি – সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমান মোট আয়তনের – ১৫.৮৫%।
- অঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি – পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি (প্রায় ১২,০০০ বর্গ কিমি)।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি – চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%)।
- জেলা অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি – বাগেরহাট জেলায়।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম গাছের নাম – বৈলাম।
- সূর্যকন্যা বলা হয় – তুলা গাছকে।
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ – ইউক্লিপটাস।
- বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি – দেশের মোট জ্বালানির ৬০% পূরণ করে।
- দেশের যে বনাঞ্চলকে চিরহরিৎ বন বলা হয় – পার্বত্য বনাঞ্চল।

বনজসম্পদের ব্যবহার

বাঁশ ও ঘাস	:	কর্ণফুলী ও সিলেট কাগজ কলের কাঁচামাল হিসেবে।
গর্জন ও জারুল	:	রেলপথের স্লিপার তৈরিতে
চাপালিশ ও গামারি	:	সাম্পান ও নৌকা তৈরিতে
সেগুন	:	আসবাবপত্র তৈরিতে
শাল	:	গৃহ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও আসবাবপত্র তৈরিতে।
গেওয়া, ধুন্দল ও শিমুল	:	দিয়াশলাই তৈরিতে, পেন্সিল তৈরিতে ঘরের ছাউনি হিসেবে
গোলপাতা	:	ছাতার বাট তৈরিতে।
কুর্চি ছাতিম	:	টেক্সটাইল তৈরিতে।

সুন্দরবন

সুন্দরবন অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল। 'সুন্দরী' বৃক্ষের প্রাচুর্য কারণে সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়। সুন্দরবনের অন্য নাম বাদাবন। সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০০০০ বর্গকি.মি.। বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ৬০১৭ বর্গকি.মি যা মোট বনভূমির ৬২ শতাংশ (বন অধিদপ্তর)। অবশিষ্টাংশ রয়েছে ভারতে।

সুন্দরবনের বেশির ভাগই সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। মাত্র ৯৫ বর্গকিলোমিটার পটুয়াখালী ও বরগুনায় অবস্থিত। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন বৃক্ষ সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে। এ সকল উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে। এছাড়া ছন ও গোলপাতা সুন্দরবন হতে সংগ্রহ করা হয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ (Spotted Deer), বানর, সাপ এখানকার প্রধান প্রাণী। সুন্দরবনে বাঘ গণনার জন্য পাগমার্ক (পদচিহ্ন) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সুন্দরী বড় বড় খুঁটি তৈরিতে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায়, ধুন্দল পেন্সিল তৈরিতে, গরান বৃক্ষের বাকল চামড়া পাকা করার কাজে, গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন থেকে প্রচুর মধু ও মোম আহরণ করা হয়। হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে সুন্দরবনের অভয়ারণ্য বলা হয়।

- সুন্দর বন নামকরণের কারণ – 'সুন্দরী' বৃক্ষের প্রাচুর্য।
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন – সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল বন – সুন্দরবন।
- সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্য টাইডাল বন – সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল।
- বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন– ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার।
- সুন্দরবনের অভয়ারণ্য বলা হয় – হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে।
- সুন্দরবনের বাঘ গণনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি – পাগমার্ক (পদচিহ্ন)।

জাতীয় উদ্যান, বনপ্রাণীর অভয়ারণ্য, ইকো-সাফারি পার্ক

- দেশে প্রথম ইকোপার্ক স্থাপিত হয় – চট্টগ্রাম।
- মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক অবস্থিত – মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায়।
- বাংলাদেশে প্রথম সাফারি পার্কের নাম – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম – বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন।
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় –– ১৯৬১ সালে।
- চৈতন্য নার্সারির প্রতিষ্ঠাতা নাম – ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত – মিরপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম পার্ক – বাহাদুরশাহ পার্ক।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম গার্ডেন – বলধা গার্ডেন।
- প্রথম সাফারি পার্ক- ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ও দ্বিতীয় সাফারি পার্ক – বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক (শ্রীপুর, গাজীপুর)।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সাফারি পার্ক নির্মিত হচ্ছে – গাজীপুরের কালিয়াকৈরে।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রজাপতি পার্ক গড়ে উঠেছে – চট্টগ্রামে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ (mineral resources)-
ক. কয়লা (Coal) খ. তৈল (Oil)
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. চুনাপাথর (Lime Ston) **গ**

২. বাংলাদেশের কোন গ্যাস ক্ষেত্রটি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়?
ক. বাখরাবাদ খ. সাঙ্গু ভ্যালি
গ. সালদা ঘ. হরিপুর **ঘ**

৩. মজুত গ্যাসের পরিমাণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্যাস ফিল্ডের নাম?
ক. কৈলাশটিলা খ. তিতাস
গ. ছাতক ঘ. বাখরাবাদ **খ**

৪. সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রটি কোথায় অবস্থিত?
ক. কুমিল্লা খ. বঙ্গোপসাগরে
খ. সিলেটে ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া **খ**

৫. বিয়ানীবাজার গ্যাসফিল্ডটি কোথায়?
ক. কুমিল্লা খ. চট্রগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট **ঘ**

৬. কামতা গ্যাস ক্ষেত্রটি অবস্থিত-
ক. কামালপুর খ. সিলেট
খ. পার্বত্য চট্রগ্রাম ঘ. গাজীপুর **ঘ**

৭. সালদা নদী গ্যাসক্ষেত্রেটি বাংলাদেশে কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. ব্রাহ্মণবাড়িয়া খ. কুমিল্লা
গ. সিলেট ঘ. ফেণী **ক**

৮. ইউনোকল যে দেশে তেল কোম্পানি-
ক. বাংলাদেশ খ. কানাডা
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য **গ**

৯. নাইকো গ্যাস কোম্পানিটি কোন দেশের?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা
গ. ব্রিটেন ঘ. অস্ট্রেলিয়া **খ**

১০. বাংলাদেশে কোথায় প্রথম তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়?
ক. কৈলাসটিলা খ. ফেঞ্চুগঞ্জ
গ. হরিপুর ঘ. বাখরাবাদ **গ**

১১. বাংলাদেশে তেল-গ্যাস আবিষ্কারের সর্বোচ্চ সাফল্য কোন সংস্থাটি?
ক. Unocol খ. Bapex
গ. Occidental ঘ. Chevrom **খ**

১২. পিএসসি (PSC) শব্দটি কিসের সাথে যুক্ত?
ক. গ্যাস অনুসন্ধান খ. কয়লা উত্তোলন
গ. বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘ. নদীর পানি ভাগাভাগি **ক**

১৩. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত কয়লা ক্ষেত্রে সংখ্যা-
ক. ৪টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৫টি **ঘ**

১৪. বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮১ খ. ১৯৮২ ঘ. ১৯৮৫ **ঘ**

১৫. দেশের প্রথম কয়লা শোধনাগার 'বিরামপুর হার্ডকোক লি.'- এর অবস্থান-
ক. দিনাজপুর খ. সিলেট
গ. সুনামগঞ্জ ঘ. রংপুর **ক**

১৬. বাংলাদেশের কোথায় 'ব্ল্যাক গোল্ড' (তেজস্ক্রিয় বালু) পাওয়া যায়?
ক. সিলেটের পাহাড়ে খ. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে
গ. সুন্দরবনে ঘ. লালমাই এলাকায় **খ**

১৭. রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জে কোন খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে?
ক. চুনাপাথর খ. কয়লা
গ. চিনামাটি ঘ. তামা **ঘ**

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। এদেশে খনিজ সম্পদ প্রাপ্তি প্রথম সূচনা হয় ১৯৫৫ সালে হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। দেশের বিশেষজ্ঞদের মতে, এদেশে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. প্রাকৃতিক গ্যাস ২. কয়লা
৩. কয়লা ৪. খনিজ তেল
৫. চুনাপাথর ৬. কঠিন শিলা
৭. শ্বেত-মৃত্তিকা ৮. কাঁচ-বালি
৯. লৌহ-আকরিক ১০. খনিজ বালি

❒ প্রাকৃতিক গ্যাস

বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননের কাজ আরম্ভ হয়। প্রাথমিক কয়েকটি ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯৫৫ সিলেটের হরিপুরের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এর পর পর্যায়ক্রমে ছাতক, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, সেমুতাং প্রভৃতি স্থানে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এ ৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সময়কাল ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আরো ৯টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানে ব্যাপকতা আসে। বর্তমানে দেশে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ক্ষেত্রগুলোতে মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাতে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৮.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)।

- প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন।
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে।
- মজুদগ্যাসের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র হল তিতাস গ্যাসক্ষেত্র।
- বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলে ২টি গ্যাসক্ষেত্র আছে। যথা- সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া।
- সমুদ্রে বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র সাঙ্গু।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ গ্যাস ক্ষেত্র হলো- ইলিশ-১, ভোলা।
- ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র হতে।
- গ্যাস সম্পদ দ্রুত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ২৩ টি ব্লকে বিভক্ত করে। এছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উক্ত এলাকাকে ২৮টি নতুন ব্লকে বিভক্ত করে সরকার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে। ব্লকগুলোর ১৭টি মিয়ানমার ও ১০টি ভারত নিজের দাবি করায় বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সাম্প্রতিক বিরোধের সূত্রপাত হয়।

বাংলাদেশের ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র নিম্নরূপ-

১) হরিপুর, সিলেট ২) ছাতক, সুনামগঞ্জ
৩) রশিদপুর, মৌলভীবাজার, ৪) তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,
৫) কৈলাসটিলা, সিলেট, ৬) হবিগঞ্জ
৭) বাখরাবাদ, কুমিল্লা ৮) সেমুতাং, খাগড়াছড়ি
৯) কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম ১০) বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
১১) ফেনী ১২) বিয়ানীবাজার, সিলেট
১৩) কামতা, গাজীপুর ১৪) বিবিয়ানা, হবিগঞ্জ
১৫) ফেঞ্চুগঞ্জ ১৬) জালালাবাদ, সিলেট
১৭) মেঘনা, কুমিল্লা ১৮) নরসিংদী
১৯) শাহবাজপুর, সিলেট ২০) সালদা নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২১) সাঙ্গু, বঙ্গোপসাগর ২২) মাগুরছড়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
২৩) লালমাই, কুমিল্লা ২৪) শ্রীকাইল, কুমিল্লা
২৫) সুন্দলপুর, নোয়াখালী ২৬) ভোলা নর্থ-১, ভোলা
২৭) মোবারকপুর, পাবনা ২৮) ভেদুরিয়া, ভোলা
২৯) ইলিশ-১, ভোলা

❒ বাংলাদেশে খাতওয়ারি গ্যাসের ব্যবহার

বিদ্যুৎ কেন্দ্র-৪২.০০%, ক্যাপটিভ পাওয়ার-১৭%, শিল্প-১৮%, গৃহস্থালি-১৩%, সার কারখানা-৬.০০%, সি.এন.জি-৩.০০% বাণিজ্যিক-১.০০%, চা বাগান-০.০১০% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)। ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড হয়। এটি বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকান্ড। অগ্নিকান্ডের সময় এ গ্যাসক্ষেত্রের দায়িত্বে ছিল অক্সিডেন্টাল (যুক্তরাষ্ট্র)। ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকান্ড ঘটে। এ সময় এই গ্যাসক্ষেত্রে কূপখননের দায়িত্বে ছিল কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকো।

❒ খনিজ তেল

সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রে, রশিদপুর ও তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে তেল উত্তোলন শুরু হয় এবং ১৯৯৪ সালে তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।

❒ কয়লা

জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার খালীশপীর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী, দীঘিপাড়া, সুনামগঞ্জ জেলার লালঘাট, টাকেরঘাট প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়।

ফরিদপুরের চান্দাবিল ও বাঘিয়া বিল, খুলনা অঞ্চলের কোলা বিল, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে পীট কয়লা পাওয়া গেছে।

❒ কঠিন শিলা

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা খনির আয়তন ১.৪৪ বর্গ কি.মি।

❒ চুনাপাথর

টাকেরহাট, লালঘাট, জাফলং, ভাঙ্গারহাট, জকিগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও সীতাকুণ্ডে চুনাপাথর পাওয়া যায়।

❒ চীনা মাটি বা শ্বেতমৃত্তিকা

নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে চীনামাটি পাওয়া যায়।

❒ সিলিকা বালি

হবিগঞ্জের নয়াপাড়া, ছাতিয়ান, শাহবাজার, সুনামগঞ্জের টাকেরহাট, চট্টগ্রামের দোহাজারী, গারো পাহাড়ে, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সিলিকা বালি পাওয়া যায়।

❒ তেজস্ক্রিয় বালু

কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায়। এদের 'কালো সোনা' ও বলা হয়। এগুলোর মধ্যে জিরকন, ইলমেনাইট, মোনাজাইট ও জাহেরাইট উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূমি বিজ্ঞানী এম এ জাহের আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তাঁর নাম অনুসারে জাহেরাইট রাখা হয়েছে।

❒ নুড়িপাথর

সিলেট, পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে নুড়িপাথর পাওয়া যায়।

❒ গন্ধক

চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ার বাংলাদেশের একমাত্র গন্ধক খনি অবস্থিত।

❒ তামা

রংপুর জেলার রানীপুকুর, পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

❒ ইউরেনিয়াম

মৌলভীবাজারে কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

❒ খনিজ বালি

কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া যায়।

- শিল্প খাতে প্রথম গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়– ১৯৫৯ সালে।
- সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত – বঙ্গোপসাগরে।
- বাংলাদেশের গ্যসক্ষেত্রের মধ্যে সমুদ্রে অবস্থিত – ২টি
- বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধান কাজ শুরু হয় – ১৯৫৯ সালে।
- বাংলাদেশে চুনাপাথরের উৎস – টাকেরঘাট ও জাফলং।
- বাংলাদেশের গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে – কুতুবদিয়ায়।
- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি অবস্থিত – দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার চৌহালি গ্রামে।
- দেশের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি অবস্থিত – দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্রথম কালো সোনা আবিষ্কার করেন – বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মকর্তা এচি কবির।
- বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম – রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প।
- দেশের প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র – হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশের একমাত্র বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয় – ফেনী সোনাগাজীতে।
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত – দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়ায়।
- হরিপুর (সিলেট) তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে– বাপেক্স।

বাংলাদেশের অর্থনীতি

বিশ্বের মানচিত্রে একটি দেশ বাংলাদেশ। জন্মলগ্ন থেকে বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছে এ দেশটি। কবে আমরা স্বাধীন ছিলাম জানিনা। তবে আমরা শোষিত ছিলাম, নির্যাতিত ছিলাম। যুগে যুগে আমরা শাসিত হয়েছি, শোষিত হয়েছি। সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পেয়েছি ১৯৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের পর। আমাদের রয়েছে হাজার সমস্যা। এরপরও দেশটিতে রয়েছে সীমাহীন সম্পদ এবং সম্ভাবনাময় মানুষ, যারা দেশটি গড়তে বদ্ধ পরিকর। উন্নয়ন হচ্ছে উত্তোরত্তর। সাথে সাথে অর্থনীতির কাঠামোতে পরিবর্তন আসছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বৈশ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এর সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমন্বিত হচ্ছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের যাবতীয় সম্ভাব্য উপকরণগুলোর হিসাব-নিকাশ ও তাদের দক্ষ ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সুচিন্তিত কর্মধারা হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। অর্থাৎ কোন দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সামগ্রিক কর্মকৌশলই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। সাধারণভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মূলত সমার্থক। অর্থনৈতিকভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়।

- ◆ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কাজ করে– ৪ ধরনের।
  যথা: ১. পরিকল্পনা কমিশন ২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) ৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) ৪. পরিকল্পনা উইং/মন্ত্রণালয়
- ◆ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে– বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
- ◆ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন– পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- ◆ পরিকল্পনা কমিশনের সদর দপ্তর/অবস্থিত– ঢাকার আগারগাঁওয়ে

- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান– প্রধানমন্ত্রী
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন– রাষ্ট্রপতি
- যে দেশ উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করে– সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক– যোসেফ স্ট্যালিন। (১৯২১)
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে– ৭টি
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ– ১৯৭৩-৭৮
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ রয়েছে ৩টি। যথা: ১. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২. কার্যক্রম ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং ৩. সেক্টর বিভাগ
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে– ১১টি
- গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ৮টি
- বাংলাদেশে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে– ১টি (১৯৭৮-১৯৮০)
- দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র রয়েছে– ২টি। যথা:
  ১. PRSPÑ Poverty Reduction Strategy Papers.
  ২. IPRSPÑ Intertim Poverty Reduction Strategy Papers.
- 'অর্থ বিল' সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের – ৮১(১) অনুচ্ছেদে

এক নজরে বাংলাদেশে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ

ক্র.নং	উন্নয়ন পরিকল্পনার নাম	মেয়াদ/সময়
১	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮
২	দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮-১৯৮০
৩	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫
৪	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০
৫	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫
৬	পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	জুলাই, ১৯৯৭- জুন, ২০০২
৭	পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯৫-২০১০
৮	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-১	জুলাই, ২০০৫-২০০৮
৯	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-২	জুলাই, ০৮-জুন,১১ (ব্যয়-২,৮১,৪৮১ কোটি টাকা)
১০	সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০১৬ - ২০২০
১১	অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০২০-২০২৫

❒ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত শীর্ষ সরকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন। এটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন। উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশে চার ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কাজ করে থাকে। এগুলো হলো:-

১. পরিকল্পনা কমিশন
২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)
৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)
৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা উইং

- সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে – পরিকল্পনা কমিশন।
- পরিকল্পনা কমিশন – পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান – প্রধানমন্ত্রী।
- উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশনের সদর দপ্তর– ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত।
- NEC এর পূর্ণরূপ – National Economic Council.
- ECNEC এর পূর্ণরূপ – Executive Committee of the National Economic Council.
- ECNEC এর চেয়ারপারসন – প্রধানমন্ত্রী।

❒ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ১১ টি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ৮ টি পঞ্চবার্ষিকী ও ১টি দ্বিবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ২ টি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)রয়েছে। নিচে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ উত্থাপিত হলো।

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ

❒ **প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:**
মেয়াদ : ১৯৭৩-৭৮ সাল।

❒ **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**
মেয়াদ : ১৯৮০ – ৮৫।

❒ **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**
মেয়াদ : ১৯৮৫ – ৯০

❒ **চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**
মেয়াদ : ১৯৯০ – ৯৫।

❒ **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**
মেয়াদ : ১৯৯৭ – ২০০২।

❒ **ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**
মেয়াদ : ২০১১-২০১৫

❒ **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**

পরিকল্পনার মেয়াদকাল	: ২০১৬-২০২০
বাস্তবায়ন ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা	: ৩১ লাখ ৯০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা
মোট বিনিয়োগ জিডিপির	: ৩৪.৪%
প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	: ৮%
বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	: ২৩ হাজার মেগাওয়াট
রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা	: ৫৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

❒ **অষ্টম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা**

একটি দেশের উন্নয়নের শিহরনে আরোহন করার জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী ও দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং সুদক্ষ নেতৃত্বের। একটি ভালো পরিকল্পনা পারে সাফল্যের অর্ধেকটা রাস্তা অতিক্রম করতে এবং সুদক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে বাকিটুকু অর্জন করে নিতে হয়। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। আমরা চাই বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হবে। জাতিসংঘের হিসেবে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ। আমরা চাই ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল (মধ্যম) আয়ের দেশ হতে। এর জন্য দরকার ভালো পরিকল্পনা। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১. **প্রবৃদ্ধি :** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বা ২০২০-২০২৫ সময়ে প্রতিবছর গড় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৮% বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য-
২. **শিক্ষা :** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতায় পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে যাতে দেশের সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম লেখাতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করবে। নারী এবং পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হারে যাতে কোনো বৈষম্য না থাকে সে লক্ষ্যে বিনিয়োগ করা হবে। কারিগরি শিক্ষায় মহিলাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
৩. **বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা :** বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে-২০২৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩০ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছাবে। বর্তমানে দেশে ১০০% জনগোষ্ঠী বিদ্যুতের আওতায় এসেছে।
৪. **দারিদ্রতা হার :** কোভিড-১৯ এর কারণে বর্তমানে দারিদ্রের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্রের হার ১৫.৬ শতাংশে ও অতি দারিদ্রের হার ৭.৪০ শতাংশে আনা হবে।

- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক দেশ – সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।

- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তক – রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন (১৯২১সালে)।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে– ৮টি।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে– ৭টি।
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ– ১৯৭৩–১৯৭৮ সাল পর্যন্ত।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ – ২০১৬ – ২০২০।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ- ২০২০-২০২৫

❐ বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম 'এইড কনসোর্টিয়াম' নামে পরিচিত। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল বাংলাদেশ এইড গ্রুপ। ১৯৯৭ সালে এর নামকরণ করা হয় প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ (PCG)। সাধারণত প্রতিবছর বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫ ও ২০১৮ সালে ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার সমন্বয়কারী বিশ্বব্যাংক। এর সদস্য ২০টি। ৪টি দাতা সংস্থা এবং ১৬টি দেশ। এই ফোরামে অন্তর্ভুক্ত না থেকেও বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান করে চীন, ভারত, কুয়েত, পাকিস্থান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, IDB ও OPEC

- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF)-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম – বাংলাদেশ এইড গ্রুপ (BAG)।
- BAG-এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Aid Group.
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপ গঠিত হয় – ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপের প্রথম বৈঠক – ২৯ অক্টোবর, ১৯৭৪ সালে; ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ এইড গ্রুপের সদস্য ছিল – ১৬টি দেশ এবং ৪ টি দাতা সংস্থা।
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপ-এর নাম প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ (PCG) করা হয় – ১৯৯৭ সালে
- PCG-আর পূর্ণরূপ – Paris Consortium Group.
- প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ এর নাম বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF) করা হয় – ২০০২ সালে।
- BDF এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Development forum.
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে – ২০০৩ সাল থেকে।
- পিআরএস বাস্তবায়ন ফোরাম (PRS Implementation Forum) নামে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় – ১৫-১৭ নভেম্বর ২০০৫ (ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম এর সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৭-১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ (ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- ২০১০ সালের বৈঠকে নেতৃত্ব দেয় – ডিএফআইডি (DFID)।
- ২০০৩ সালের পূর্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় – প্যারিস, ফ্রান্স।
- বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের প্রধান লক্ষ্য – সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বিরাজমান ঘাটতি পূরণ করা আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ঘাটতি দূর করা।
- বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য – ঋণ ও অনুদান, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাহায্য, খাদ্য ও পণ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য।
- সবচেয়ে সুবিধাজনক বৈদেশিক সাহায্য – সরকারি অনুদান।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরমের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা – বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে সভাপতিত্ব করে – বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য অর্জন করে – জাপান থেকে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ঋণদাতা গোষ্ঠী – আইডিএ।
- বাংলাদেশের ঋণদাতা দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে – জাপান।
- এলসিজি – বাংলাদেশকে সহায়তা করে এমন দেশ ও সংস্থা নিয়ে গঠিত স্থানীয় পরামর্শ গ্রুপ।
- LCG-এর পূর্ণরূপ– Local Consultative Group.
- এলসিজি – অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সচিবসহ দাতা সংস্থাগুলোর ৩৯ প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত।

❐ যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন

- জেইসি (JEC)-এর পূর্ণরূপ – Joint Economic Commission (যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন)।
- যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (JEC) গঠিত হয় – ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও অমীমাংসিত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর সম্মানজনক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে।
- বিভিন্ন দেশের সাথে জেইসি'র সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে – পরিকল্পনা কমিশনের ইআরডি বিভাগ।
- বাংলাদেশ প্রথম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করে – ১৯৮২ সালে।
- বর্তমানে বাংলাদশের সাথে জয়েন্ট ইকোনোমিক কমিশন রয়েছে – ১৭ টি দেশ ও ১ টি সংস্থার সাথে।
- বাংলাদেশের সাথে জয়েন্ট ইকোনোমিক কমিশনভুক্ত দেশগুলো হলো – চীন, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, কুয়েত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব, বেলজিয়াম, রোমানিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। আর একমাত্র সংস্থা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (EEC)।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থার নাম কী?

ক. Planning Commission খ. Ministry of Finance
গ. Ministry of Public Administration ঘ. ECNEC **ঘ**

২. ECNEC এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী?

ক. Executive Committee of National Economic Council
খ. Executive Council of National Economic Committee
গ. Economic Council of National Executive Commitee
ঘ. Economic Committee of National Executive Council **ক**

৩. ECNEC এর বিকল্প চেয়ারম্যান-

ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর খ. অর্থমন্ত্রী
গ. রাষ্ট্রপতি ঘ. প্রধানমন্ত্রী **খ**

৪. বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ (ECNEC) এর সভাপতি হচ্ছেন-

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. অর্থমন্ত্রী ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর **খ**

৫. বাংলাদেশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কোন সংস্থা?

ক. অর্থ মন্ত্রণালয় খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গ. পরিকল্পনা কমিশন ঘ. মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রণালয় **গ**

জাতীয় আয়-ব্যয়

- বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৭(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে– প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি ('বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হবে।
- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাপণ্যের আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো– জাতীয় আয়।
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি– ৩টি
  ১. উৎপাদন পদ্ধতি ২. আয় পদ্ধতি ও ৩. ব্যয় পদ্ধতি
- GDP- এর পূর্ণরূপ– Gross Domestic Product
- GNP- এর পূর্ণরূপ– Gross National Product
- GDP ও GNP একই হয়– যখন আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় পরস্পর সমান হয়
- NNP– Net National Product.
- GDP ও GNP -এর মূল পার্থক্য– জাতীয় সীমানা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অবদান।
- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশের নাগরিক কিংবা বিদেশি নাগরিক কর্তৃক উৎপাদন হয় তার সমষ্টিকে বলা হয়– GDP

❒ **মাথাপিছু আয় :** মোট জাতীয় উৎপাদনকে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। এটি একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করে।

উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ এবং লেখক কর্তৃক উপস্থাপিত (জুন, ২০২২)

- বাংলাদেশের অর্থনীতি – মিশ্র।
- মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় – ১৯৯১ সালে।
- বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয় – ১ জুলাই, ২০১৫।
- নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় – বিশ্বব্যাংক।
- GNP – Gross National Product
- NNP – Net National Product
- GDP – Gross Domestic Product

বাজেট সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য

- কোন নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে সরকারি আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশকে বাজেট বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদে 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

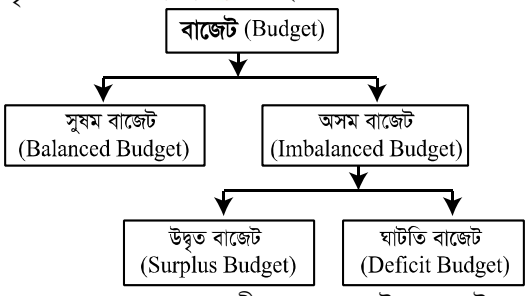

- সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হলে তাকে– উদ্বৃত বাজেট বলে।
- সম্ভাব্য আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হলে তাকে– ঘাটতি বাজেট বলে।

বাজেট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	
উপমহাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন	লর্ড ক্যানিং (১৮৬১ সালে)
বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন	তাজউদ্দিন আহমদ
বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা	৩০ জুন, ১৯৭২সালে
সবচেয়ে বেশী বাজেট ঘোষণা করেন	সাইফুর রহমান (১২টি)
এদেশে বাজেটের প্রকৃতি/ধরণ	ঘাটতি বাজেট
PPP-এর পূর্ণরূপ: Public Private Partnership/ Purchasing Power Parity.	

একনজরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট

- বাজেট পেশ - ১ জুন,২০২৩
- বাজেট পেশ- অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল
- বাজেট কার্যকর হবে - ১ জুলাই, ২০২৩
- বাংলাদেশের অর্থবছর -১ জুলাই থেকে ৩০ জুন
- এ বছরের বাজেট- ৫২তম (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫৩তম)
- বাজেটের আকার - ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা
- রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা - ৫ লাখ কোটি টাকা
- বাজেট ঘাটতি - ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) - ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা
- করমুক্ত আয়সীমা - সাড়ে ৩ লাখ টাকা
- জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার - ৭.৫ শতাংশ
- মুদ্রাস্ফীতি হার - ৬ শতাংশ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বর্তমানে বাংলাদেশের Percapita GDP (nominal) কত?
ক. ৳ ১,৭৫০ মার্কিন ডলার খ. ৳ ১,৭৫১ মার্কিন ডলার
গ. ৳ ১,৭৫২ মার্কিন ডলার ঘ. ৳ ২৭৬৫ মার্কিন ডলার **ঘ**

২. ২০২৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের GDP-তে শিল্প খাতের অবদান কত শতাংশ ছিল?
ক. ২৯.৬৬% খ. ৩৫.৫৫%
গ. ৩২.৬৬% ঘ. ৩৩.৬৬% **খ**

৩. বাংলাদেশের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য কত বরাদ্দ আছে?
ক. ১,৭২,০০০ কোটি টাকা খ. ১,৭৩,০০০ কোটি টাকা
গ. ২,৬৩,০০০ কোটি টাকা ঘ. ২,৭১,০০০ কোটি টাকা **গ**

৪. বাংলাদেশের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপির প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার কত?
ক. ৭.৮০ শতাংশ খ. ৮.০০ শতাংশ
গ. ৭.৫ শতাংশ ঘ. ৭.৬৫ শতাংশ **গ**

BCS & PSC-এর বিভিন্ন পতিযোগীতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- সর্বাধিক বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানী করা হয় যে দেশে– ওমানে (১,২৯,৮৫৯)
- যে দেশ থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পাচ্ছে– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ– ৩৯.৭৭ বিলিয়ন ডলার (জুলাই ২০২২, বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া তথ্য মতে);
  ৪২.২০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (মে ২০২২, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

পুঁজিবাজার (Capital Market)

- পুঁজিবাজার- বিনিয়োগের জন্য যে বাজারের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়, তাকে পুঁজিবাজার বলে
- শেয়ার- কোম্পানীর মালিকানার ক্ষুদ্র অংশ
- শেয়ার বাজার- যে বাজারে সিকিউরিটিজ (সেকেন্ডারি শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড, ট্রেজারি ফান্ড) কেনাবেচা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বলে
- 'সেকেন্ডারি বাজার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়- শেয়ার বাজারে
- বাংলাদেশে শেয়ার বাজার- ২টি যথা:
  ক. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ
  খ. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
- মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে- বাংলাদেশ ব্যাংক
- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
- BSEC- Bangladesh Securities and Exchange Commission
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ৮ জুন ১৯৯৩ সাল
- De-mat (ডিম্যাট)- এটি শেয়ার লেনদেনের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। বাংলাদেশের স্টক শেয়ারের এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।
- Initial Public Offering (IPO)- শেয়ার বাজারে জনসাধারণের জন্য কোম্পানীর প্রাথমিক শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রির নাম বা গণবিক্রয়
- বুক বিল্ডিং পদ্ধতি- IPO এর মূল্য নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি
- প্রসপেক্টাস- কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে সাধারণ জনগণের নিকট প্রচার করে
- কোম্পানীর লভ্যাংশকে বলে- ডিভিডেন্ড। ২ প্রকার:
  ক. স্টক ডিভিডেন্ট
  খ. নগদ ডিভিডেন্ট
- বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সর্বপ্রথম লন্ডন স্টক মার্কেটে লেনদেন শুরু হয়- বেক্সিমকো ফার্মা
- Blue Chip- যে সকল কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো এবং সুসংহত, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মান প্রশ্নাতীত এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারও নিরাপদ এবং সর্বোপরি কোম্পানীর লভ্যাংশের হারও খুব আকর্ষণীয়, সে সকল কোম্পানীর শেয়ার Blue Chip শেয়ার নামে পরিচিত।
- ওভার দ্য কাউন্টার বা বিকল্প বাজার- শেয়ার বাজারে তালিকাচ্যুত স্টকের ক্রয়-বিক্রয়ের মার্কেট।
- বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে ওভার দ্য কাউন্টার বা বিকল্প বাজার চালু হয়-
  * জুলাই, ২০০৪ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
  * ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ শেয়ারবাজারের কার্যক্রম কোন সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. অর্থ মন্ত্রণালয় খ. প্রধানমন্ত্রীল কার্যালয়
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. বিএসইসি **ঘ**

২. সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে-
ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ
গ. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঘ. শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ **ঘ**

৩. যে স্থানে শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ বিক্রি হয়?
ক. Bangladesh Bank
খ. Securities and Exhange Commission
গ. First Security Bank
ঘ. Stock Exchange **ঘ**

৪. IPO শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোথায়?
ক. Stock Market খ. Banking Business
গ. Insurance Business ঘ. Leasing Business **ক**

৫. BO is 'BO Account' stands for-
ক. Beneficiary Owner's খ. Bonafide Operator
গ. Benefit Operation ঘ. By Owner's **ক**

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। পূর্বনাম State Bank of Pakistan। এটি বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তার পদবি গভর্নর। গভর্নরের মেয়াদকাল ৪ বছর। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর ছিলেন এ. এন. হামিদুল্লাহ। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনার জন্য ৯ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এ পর্ষদের সভাপতি।

ব্যাংকের সদর দপ্তর ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। প্রধান কার্যালয়সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ১০টি শাখা রয়েছে। যথা- ঢাকার মতিঝিল ও সদরঘাট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেশের অন্যান্য ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশীয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থ ও মুদ্রা সংস্থায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এক নজরে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রতিষ্ঠা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
পূর্বনাম	State Bank of Pakistan
সদরদপ্তর	মতিঝিল, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানের পদবি	গভর্নর
গভর্নরের পদের মেয়াদ	৪ বছর
বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর	আব্দুর রউফ তালুকদার (১২তম)
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর	আ.ন.ম হামিদুল্লাহ
বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা	১০টি। যথা: ১. ঢাকার মতিঝিল ২. ঢাকার সদরঘাট ৩. সিলেট ৪. চট্টগ্রাম ৫. রাজশাহী ৬. রংপুর ৭. বগুড়া ৮. খুলনা ৯. বরিশাল ১০. ময়মনসিংহ
বাংলাদেশে IMF এর কার্যালয়	বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫ম তলায়
বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থপতি	শফিউল কাদের
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য	৮ জন

বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার	৯%

❒ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি

মুদ্রা ও নোট প্রচলন: মুদ্রা হল বিনিময়ের মাধ্যম। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মুদ্রার নাম 'টাকা' এবং সংকেত (৳) নির্ধারণ করা হয়। আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশী মুদ্রার কোড BDT। এক টাকার শতাংশকে পয়সা নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ ১টাকা সমান ১০০ পয়সা। ১৯৭২ সালের ৪ মার্চ প্রথম কোষাগার মুদ্রা বের হয় ১ টাকার নোট। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ৫, ১০, ২৫ এবং ৫০ পয়সা মূল্যমানের ধাতব মুদ্রার প্রবর্তিত হয়। বাংলাদেশী মুদ্রা দুই ভাগে বিভক্ত-

ক) **সরকারি মুদ্রা:** ১, ২, ৫ টাকার কাগুজে ও ধাতব মুদ্রা এবং ১, ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সার ধাতব মুদ্রা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রবর্তিত হয়। সরকারি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।

খ) **ব্যাংক নোট:** ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকা মূল্যমানের ৬টি নোট বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ব্যাংক নোটে গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংককে নোটের মূল্যের শতকরা ৩০% স্বর্ণ বা রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখতে হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মুদ্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মুদ্রামান	ধরন	প্রবর্তনকাল	মন্তব্য
১টাকা	কাগুজে	৪ মার্চ, ১৯৭২	বাংলাদেশের প্রথম কাগুজে মুদ্রা।
	ধাতব	১৯৭৫	শ্লোগান পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য খাদ্য
২ টাকা	কাগুজে	১৯৮৮	
	ধাতব	২০০৪	শ্লোগান: 'সবার জন্য শিক্ষা'
৫ টাকা	কাগুজে	১৯৭২	ছবি- নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ
	ধাতব	১৯৯৪	প্রতিকৃতি- বঙ্গবন্ধু সেতু
১০ টাকা	কাগুজে	১৯৭২	ছবি- বায়তুল মোকাররম মসজিদ
	পলিমার	২০০০	অস্ট্রেলিয়া থেকে মুদ্রিত হতো।
২০ টাকা	কাগুজে	১৯৭৯	ছবি- ষাট গম্বুজ মসজিদ
৫০ টাকা	কাগুজে	১৯৭৬	ছবি- জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম 'মইদেয়া'
১০০ টাকা	কাগুজে	৪ মার্চ, ১৯৭২	ছবি- তারা মসজিদ
৫০০ টাকা	কাগুজে	১৯৭৬	জার্মানি থেকে মুদ্রিত হতো।
১০০০ টাকা	কাগুজে	২৭ অক্টোবর, ২০০৮	ছবি- কার্জন হল

২০১৩ সালে রাজধানীর ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে স্থাপন করা হয় 'টাকা জাদুঘর'। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়ে ২০০৯ সালে স্থাপিত হওয়া 'কারেন্সি মিউজিয়াম' এর আধুনিক রূপ।

❒ **মুদ্রাবাজার (Money Market) নিয়ন্ত্রণ:** মানিমার্কেট একটি স্বল্পমেয়াদী তহবিলের বাজার। যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদের বিনিময়ে স্বল্প মেয়াদি তহবিল গ্রহণ এবং প্রদান করে এ সমস্ত কার্যক্রম দ্বারা মুদ্রাবাজার পরিবেষ্টিত। বাজার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই।

❒ মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৬ মাস অন্তর অন্তর মুদ্রানীতি প্রণীত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার যেমন- খোলাবাজার কার্যক্রম, রিজার্ভ হার পরিবর্তন এবং ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র (ট্রেজারি বিল, রিপো, রিভার্স রিপো) ক্রয়-বিক্রয়কে খোলাবাজার কর্মকাণ্ড বলে।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে সাধারণত দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে বুঝায়। উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে এমন হয়। উৎপাদন না বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কমে যায়। অর্থের যোগান বেশি থাকে ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অর্থের যোগান বেশি থাকে ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়।

অর্থের যোগান বেশি থাকে ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার এই প্রবণতাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে স্থানীয় মুদ্রা দিয়ে ঐ পণ্য কিনতে বেশি মুদ্রার প্রয়োজন হয় কিংবা একই পরিমাণ মুদ্রা দিয়ে পণ্য কিনতে গেলে পরিমাণে কম পাওয়া যায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠী সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

❒ **ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ সংরক্ষণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংককে আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট রিজার্ভ রাখতে হয়। বাধ্যতামূলক এই জমা সঞ্চিতির অনুপাতের দুইটি ধরন আছে। যথা- নগদ জমা সংরক্ষণ অনুপাত এবং বিধিবদ্ধ জমা অনুপাত।

❒ **সরকারের ব্যাংক:** বাংলাদেশ ব্যাংক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে দুইভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যথা-

১. ব্যাংকিং উৎস থেকে ট্রেজারি বিল এবং বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড এর মাধ্যমে।

২. ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে ট্রেজারি বিল এক ধরনের স্বল্প মেয়াদি সরকারি ঋণপত্র। পক্ষান্তরে ট্রেজারি বন্ড এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সরকারি ঋণপত্র। ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যু করে বাংলাদেশ সরকার এবং কেনাবেচা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিলামের মাধ্যমে। ট্রেজারি বিল ও বন্ড ক্রয় করতে পারে: বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি, কর্পোরেট বডি, প্রভিডেন্ট ফান্ড পেনশন ফান্ড, ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং অনাবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যাদের বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকে Non-Resident Foreign Currency Account আছে।

❒ **নিকাশঘর:** বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহের পারস্পারিক নিরূপিত চেক, ড্রাফট, বিল ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট আন্তঃব্যাংক পরিশোধ নিষ্পত্তিতে নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

❒ **বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়:** ১৯৯৪ সালের ২৪ মার্চ টাকাকে রূপান্তরযোগ্য ঘোষণা করা হয়। সরকার বৈদেশিক মুদ্রা (যেমন- ডলার, রিয়েল) ও টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ করে দিত। সরকারকে ঘোষণা দিয়ে টাকার অবমূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়ন করতো। সরকার বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশী মুদ্রার মূল্যায়ন কমানোর ঘোষণা করলে তাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলা হয়। রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাস করার লক্ষ্যে মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়।

২০০৩ সালে ৩১ মে টাকার বিনিময় হারকে করা হয় ভাসমান বা ফ্লোটিং। ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট এর মূল কথা হলো সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় মুদ্রার বিনিময় হারের ওপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে না। বাজারের চাহিদা ও যোগানের

ভিত্তিতেই মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হবে। এরপর থেকে ঘোষণা দিয়ে টাকার অবমূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়।

❒ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ: জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পেছনে দুটি যুক্তি রয়েছে। এক, দুর্নীতি প্রতিরোধ; দুই, সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থযোগান বন্ধ করার অতি প্রয়োজনীয়তা। বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং আইন প্রথম জারি করা হয় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ শিরোনামে এবং এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয় BFIU কে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সর্বশেষ আইন প্রণীত হয় ২০১২ সালের ১৫ জানুয়ারি। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী, মানি লন্ডারিং অর্থ-

- বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার।
- অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত অর্থ স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর করা।
- সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির হস্তান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর করা। সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেয়া বা ভোগ করো। সম্পৃক্ত অপরাধ বলতে দুর্নীতি ও ঘুষ, দেশি ও বিদেশী মুদ্রা পাচার, মুদ্রা জালকরণ, দলিল দস্তাবেজ জালকরণ, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, জালিয়াতি, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা, চোরাকারবার, অপহরণ, অবৈধভাবে আটকে রাখা ও পণবন্দী করা, খুন, নারী ও শিশু পাচার, চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা, করসংক্রান্ত অপরাধ, মেধাসত্ত্ব লঙ্ঘন, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগান প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

❒ তফসিলি ব্যাংক

যে সকল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাকে তফসিলি ব্যাংক বলে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক আছে। তফসিলি ব্যাংক চার ধরনের-

ক. সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক = ০৬টি
খ. সরকারী মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক = ০৩টি
গ. স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক = ৪৩টি
ঘ. বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক = ০৯টি

ক) সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
সোনালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক অব বাহাওয়ালপুরকে অধিগ্রহণ করে সোনালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
জনতা ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে ইউনাইটেড ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক লি.-এর অধিগ্রহণ করে জনতা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। জনতা ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে।
অগ্রণী ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে হাবিব ব্যাংক ও কমার্স ব্যাংক এর সমুদয় দায় ও সম্পদ সমন্বয়ে অগ্রণী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
রূপালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে রূপালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাভুক্ত ব্যাংক।
বেসিক ব্যাংক লি.	১৯৮৯	
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি.	২০০৯	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা কে একীভূত করে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

❒ বিশেষায়িত ব্যাংক :

ক্র.নং	ব্যাংকের নাম
১.	বাংলাদেশি কৃষি ব্যাংক
২.	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
৩.	প্রবাসী কল্যান ব্যাংক
৪.	কর্ম সংস্থান ব্যাংক
৫.	প্রবাসী কল্যান ব্যাংক
৬.	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
৭.	বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং

গ. স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
এবি (আরব বাংলাদেশ) ব্যাংক লি.	১৯৮১	বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক	১৯৭২	১৯৫৯ সালে 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল' ব্যাংক নামে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে এটি পূবালী ব্যাংক নামে সরকারিকরণ করা হয় এবং পুণরায় ১৯৮৩ সালে এটিকে বেসরকারিকরণ করা হয়।
উত্তরা ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে সরকার ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনকে জাতীয়করণ করে এবং উত্তরা ব্যাংক নাম দিয়ে এর মালিকানা গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালে বেসরকারি ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
ন্যাশনাল ব্যাংক লি.	১৯৮৩	
দি সিটি ব্যাংক লি.	১৯৮৩	২০০৯ সালে বাংলাদেশ প্রথম American Ex-press' Cards ইস্যু করে।
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৯৮৩	বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক
IFIC (The International	১৯৮৩	মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
Finance Investment and Commerce) ব্যাংক লি.		
ইউসিবি ব্যাংক লি.	১৯৮৩	
আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৮৭	১৯৮৭ সালে আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নামে যাত্রা শুরু করে। ২০০২ সালে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লি. এবং ২০০৭ সালে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক নামে রূপান্তরিত হয়।
ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১৯৯২	
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	১৯৯৩	
প্রাইম ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
সাউথ-ইস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
ঢাকা ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
আলা আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
ডাচ বাংলা ব্যাংক লি.	১৯৯৬	২০১১ সালে বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
ওয়ান ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
এক্সিম (এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট) ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৯	লোগোতে লেখা আছে, 'You can bank on us'
ফার্স্ট সিডিরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
ব্যাংক এশিয়া লি.	১৯৯৯	বাংলাদেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং প্রবর্তন করে।
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৯	বাংলাদেশের আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত
শাহজালাল ব্যাংক লি.	২০০১	
যমুনা ব্যাংক লি.	২০০১	
ব্র্যাক ব্যাংক লি.	২০০১	
এন আরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২০১৩	
সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	২০১৩	
ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	২০১৩	
মেঘনা ব্যাংক লি.	২০১৩	
দি ফারমার্স ব্যাংক লি.	২০১৩	
এনআরবি ব্যাংক লি.	২০১৩	
মধুমতি ব্যাংক লি.	২০১৩	
এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংক লি.	২০১৩	
সীমান্ত ব্যাংক লি.	২০১৬	'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' এর সদস্যদের আর্থিক সেবার জন্য
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২০১৮	প্রবাসীদের আর্থিক লেনদেন
কমিউনিটি ব্যাংক	২০১৮	বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের আর্থিক লেনদেন

ঘ. বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি.	১৯০৫	বাংলাদেশে প্রথম বিদেশী ব্যাংক। বাংলাদেশের প্রথম মাস্টার কার্ড ও টেলি-ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে। ২০০২ সালে Standard Chartered I ANZ Grind lays ব্যাংকের মধ্যে একত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
হাবিব ব্যাংক	১৯৭৬	
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯৭৬	
কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লি.	২০০৩	
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান লি.	১৯৯৫	
সিটি ব্যাংক অব এন.এ	১৯৯৫	
উরি ব্যাংক	১৯৯৬	
হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি.	১৯৯৬	
ব্যাংক আলফালাহ লি.	২০০৫	

❒ বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসাবে রাখে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয়, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। যেমন- সোনালী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক। বাংলাদেশে ৫৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ-

* আমানত সংগ্রহ
* ঋণদান করা
* ঋণ আমানত সৃষ্টি করা
* বিল বাট্টাকরণ
* অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা
* মূলধন গঠন
* বিনিয়োগ
* বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা
* অর্থ স্থানান্তর

ব্যাংক হিসাব (Bank Account)

ব্যাংক হিসাব ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে ব্যাংকে অর্থ জমা ও উত্তোলন করা যায়। জালিয়াতি ও অবৈধ অর্থ লেন-দেন রোধে হিসাব খোলার সময় গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত ফরম পূরণ করতে হয় যা KYC Profit নামে পরিচিত। KYC এর পূর্ণরূপ Know Your Customer। ব্যাংক হিসাব প্রধানত তিন ধরনের। যথা-

ক) **চলতি হিসাব:** যে হিসাবের মাধ্যমে দৈনিক কার্যদিবসে যতবার প্রয়োজন অর্থ জমা ও উত্তোলনের মাধ্যমে লেনদেন পরিচালিত হয়, তাকে চলতি

হিসাব বলে। এ হিসাবে কোনো প্রকার সুদ প্রদান করা হয় না। ব্যবসায়ীগণ সাধারণত অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য এ হিসাব খুলে থাকেন।

খ) সঞ্চয়ী হিসাব: যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক কম আয়ের মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করে, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণ কার্যদিবসে এ হিসাব যতবার ইচ্ছে টাকা জমা দেওয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না। এ হিসাবে সামান্য সুদ দেওয়া হয়।

গ) স্থায়ী হিসাব: স্থায়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখতে হয়। এই আমানতের উপর ব্যাংক অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিময় মাধ্যম

০১. **চেক:** ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত নির্দেশক কে বলা হয় চেক। প্রস্তুতের তারিখ হতে সাধারণত ১৮০ দিন (৬ মাস) পর্যন্ত চেকের মেয়াদ থাকে।

০২. **ব্যাংক ড্রাফট:** ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দেশে বিদেশে তার শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেয়।

০৩. **পে-অর্ডার:** এর মাধ্যমে একই নিকাশঘর এলাকায় স্থাপিত বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট শাখাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

০৪. **প্রত্যয় পত্র:** যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে তার পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাকে প্রত্যয় পত্র বা নিশ্চয়তাপত্র বলে।

০৫. **ব্যাংক গ্যারান্টি:** এর মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ থেকে পাওনাদারকে দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

০৬. **ডেবিট কার্ড:** ডেবিট কার্ড এমন এক ধরনের কার্ড যার দ্বারা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহক তার ব্যাংকে সঞ্চিত আমানতের অর্থ যেকোনো সময় ATM বুথ হতে উঠাতে পারে। যেমন- বাংলাদেশের প্রচলিত ATM কার্ডগুলো মূলত ডেবিট কার্ড।

০৭. **ক্রেডিট কার্ড:** ক্রেডিট কার্ড এমন এক ধরনের কার্ড যার দ্বারা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পণ্য কেনাবেচা থেকে শুরু করে যেকোনো ধরনের লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। সাধারণত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে এ ধরনের কার্ড সরবরাহ করে। এই ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংককে বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট হারে চার্জ প্রদান করতে হয়। বিশ্বে বর্তমানে VISA, MASTER Card, American Express প্রভৃতি ক্রেডিট কার্ড প্রচলিত আছে।

❐ ক্যামেল রেটিং

আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় তফসিলি ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম ও সার্বিক আর্থিক অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত CAMELS রেটিং পদ্ধতি প্রবর্তন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক সমস্যা-সংকুল ব্যাংকসমূহকে চিহ্নিত করে এদের কার্যক্রম সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। CAMELS পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ব্যাংকের মূলধন, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, আয় তারল্য এবং বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা বিবেচনার মাধ্যমে রেটিং করা হয়। বিবেচ্য বিষয়গুলোর ইংরেজি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে উচ্চারণ করা হয় রেটিং।

ব্যাংকের বিনিময় মাধ্যম

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো লেনদেনের ক্ষেত্রের নিচের মাধ্যমগুলো সৃষ্টি করেছে– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, LC, ব্যাংক গ্যারান্টি, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড।

চেক	-	চেক হলো ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত নির্দেশ।
বাহক চেক	-	যে চেক বাহক ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক টাকা প্রদান করে, তাই বাহক চেক।
হুকুম চেক	-	প্রাপকের আদেশ বা অনুমোদন ছাড়া যে চেকের অর্থ অন্য কাউকে ব্যাংকে প্রদান করে না, তাই হুকুম চেক
দাগকাটা	-	এই চেকের বৈশিষ্ট্য হলো- বাহক বা হুকুম চেকের বামকোণে দুটি সমান্তরাল দাগকেটে চেক প্রস্তুত করা হয়।
ভ্রমণকারীর চেক	-	যে চেকের দেশ বা বিদেশে ভ্রমণের সময় ইস্যুকারী ব্যাংকের শাখা থেকে ভাঙানো যায়, তাই ভ্রমণকারীর চেক।
মার্কেট চেক	-	যে চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন মার্কেটে এবং বড় বড় দোকানে বাজার করা যায়, তাই মার্কেট চেক। একে চেক কার্ডও বলা হয়। যেমন- VISA, MASTER card ইত্যাদি।
উপহার চেক	-	আপনজনকে উপহার দেওয়ার জন্য এই চেক ব্যবহার করা হয়।
ব্যাংক ড্রাফট	-	ব্যাংক যে ড্রাফটের মধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দেশে বিদেশে তার শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেয় তাই ব্যাংক ড্রাফট।
পে-অর্ডার	-	যে অর্ডারের মাধ্যমে একই ক্লিয়ারিং হাউজের এলাকায় স্থাপিত বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট শাখাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয় তাই পে-অর্ডার।
লেটার অব ক্রেডিট	-	যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানি কারককে তার পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাই নিশ্চয়তা পত্র বা লেটার অব ক্রেডিট।
ব্যাংক গ্যারান্টি	-	যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ থেকে পাওনাদারকে দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাই ব্যাংক গ্যারান্টি।
ডেবিট কার্ড	-	এই কার্ড দিয়ে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহক তার অ্যাকাউন্ট থেকে এটিএম বুথ থেকে যেকোনো সময় টাকা তুলতে পারে।
ক্রেডিট কার্ড	-	এই কার্ড ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ধারে পণ্য কেনাবেচাসহ যেকোনো প্রকার লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। যেমন– ATM- Automated Teller Machine.

BCS & PSC-এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে– ডাচ বাংলা ব্যাংক (২০১১)
- কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় যে সনে– ১৯৯৮
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক– আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক
- বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা– গ্রামীণ ব্যাংক

- যে ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে? – গ্রামীণ ব্যাংক
- বাংলাদেশে বর্তমানে তফসিলভুক্ত ব্যাংক রয়েছে– ৫৭টি
- বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অবস্থিত– গাজীপুর
- ব্যাংক রেট (সুদের হার) হচ্ছে– কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেট
- গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮৩ সালে
- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম– বিএসইসি (BSEC)
- Bkash যে ব্যাংকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কাজ করে– ব্রাক ব্যাংক
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়– বিহিত মুদ্রার প্রচলন
- বর্তমান গ্রামীণ ব্যাংক 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' রূপে কাজ শুরু করে– ১৯৭৬ সালে।
- বিশ্বের যে দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে সে দেশে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করে– জাপান
- অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর লক্ষ্যে 'গ্রামীণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার সময়কাল/ গ্রামীণ ব্যাংক যে সাল থেকে কাজ শুরু করে– ১৯৮৩
- কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৬১ সালে
- বাংলাদেশে যে ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণদান করে– গ্রামীণ ব্যাংক
- বাংলাদেশের মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক সংখ্যা– ৬৮৮টি
- সাধারণত দরিদ্র মহিলারা ক্ষুদ্র ঋণীর যতভাগ– ৯৫ ভাগের বেশি
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক– সোনালী ব্যাংক
- এ উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় যে আমলে– মোগল আমলে
- যে ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাভুক্ত– রূপালি ব্যাংক
- বাংলাদেশের যে ব্যাংক দীর্ঘদিন মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে– আইএফআইসি ব্যাংক

মুদ্রাব্যবস্থা

মুদ্রা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম	মুদ্রা
মুদ্রা তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ	ধাতব ও কাগজ
আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড	BDT
উপমহাদেশে প্রথম কাগজে মুদ্রা চালু করে	লর্ড ক্যানিং, ১৯৫৭ সালে
বাংলাদেশে প্রথম কাগজের নোট চালু হয়	৪ মার্চ, ১৯৭২
বাংলাদেশের প্রথম কাগজের নোট	১ ও ১০০ টাকার নোট
মুদ্রার ভাসমান বিনিময় হার চালু হয়	১ জুন, ২০০৩ সালে
১ টাকার মুদ্রার স্লোগান	পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য খাদ্য

সরকারি নোট

সরকারি নোটের মালিকানা	বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের
এতে স্বাক্ষর থাকে	অর্থ সচিবের
বাংলাদেশের বর্তমান সরকারি নোট	তিনটি। যথা: এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট সরকারি নোট।

ব্যাংক নোট

ব্যাংক নোটের মালিকানা	বাংলাদেশ ব্যাংকের
এতে স্বাক্ষর থাকে	বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের
বাংলাদেশে বর্তমান ব্যাংক নোট	ছয়টি

বিভিন্ন মুদ্রার পরিচয়

নোট	মুদ্রা মান	ধরন	চালু হয়	তৈরি হয়	মুদ্রার যে ছবি আছে/স্লোগান
সরকারি নোট	১	ধাতব	১৯৯৩	কানাডা	পরিকল্পিত পরিবার
	২	ধাতব	২০০৪		স্লোগান: সবার জন্য শিক্ষা
		কাগজ	১৯৮৮		কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় পাখি দোয়েল
	৫	ধাতব	১৯৯৫	কানাডা	বঙ্গবন্ধু সেতু
ব্যাংক নোট	১০	পলিমার	২০০০	অস্ট্রেলিয়া	টাঙ্গাইলের আতিয়া জামে মসজিদ ও বায়তুল মোকারম
	২০	কাগজ	১৯৮০		ছোট সোনা মসজিদ
	৫০	কাগজ	১৯৭৫		রাজশাহীর বাঘা মসজিদ ও জাতীয় সংসদ
	১০০	কাগজ	৪মার্চ, ১৯৭২		জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধু সেতু
	১০০০	কাগজ	২০০৮		কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও কার্জন হল

সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস

বাংলাদেশের একমাত্র টাকা ছাপানোর প্রেস	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লি.
অবস্থান	গাজীপুর
প্রতিষ্ঠা লাভ	১৯৮৮ সালে
এখান থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়	১০ টাকার নোট
টাকা ছাপানোর কাগজ আমদানি করা হয়	সুইজারল্যান্ড থেকে

BCS & PSC-এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- স্বাধীন বাংলাদেশে ১০০ টাকার নোট প্রথম চালু হয়– ৪ মার্চ ১৯৭২
- 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত যে মুদ্রার বহন করে– ২ টাকা
- এক ও দুই টাকার নোটে স্বাক্ষর থাকে– অর্থ সচিবের
- বাংলাদেশে ব্যাংক নোট– ৬টি
- এ উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু হয়– ১৮৫৭
- যে ধাতব মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু সেতুর প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে– ৫ টাকার মুদ্রার

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান– ৪৮
- আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড– BDT
- বাংলাদেশের নিজস্ব মুদ্রা চালু হয়/মুদ্রা হিসাবে টাকা চালু হয়– ৪ মার্চ ১৯৭২
- বাংলাদেশের কাগজের নোট প্রথম চালু হয়– ৪ মার্চ, ১৯৭২
- বাংলাদেশে ধাতব মুদ্রা চালু হয়– ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সালে
- ১০ টাকার পলিমার নোটটি বাংলাদেশে প্রথম চালু হয়– ২০০০ সালে
- বাংলাদেশে ব্যাংক নোট– ৬টি
- আমাদের দেশে সর্বোচ্চ যত টাকা মানের কাগজের নোট প্রচলিত আছে– ১০০০
- বাংলাদেশে কাগজের নোট আছে– ৯টি
- বাংলাদেশে ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট চালু হয়েছে ২৭ অক্টোবর, ২০০৮ থেকে
- বাংলাদেশে চালু পলিমার নোটটি মুদ্রিত– অস্ট্রেলিয়ায়
- বাংলাদেশের ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়– জার্মানী থেকে
- বাংলাদেশের ২০০ টাকার নোট চালু হয় ১৮ মার্চ ২০২০

বীমা ব্যবস্থাপনা

বীমা হলো অর্থের বিনিময়ে জীবন, সম্পদ বা মালামালের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির ন্যায় সঙ্গত ও নির্দিষ্ট ঝুঁকি স্থানান্তর। এর মাধ্যমে ব্যক্তি বা বীমা প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে মক্কেলের আংশিক বা সমস্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি গ্রহণ করে। এটি অনিশ্চিত ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ১১৮২ সালে ফ্রান্স হতে বিতাড়িত ইহুদি ব্যবসায়ীগণ ইতালিতে এসে সর্বপ্রথম বীমা ব্যবসায়ের প্রচলন ঘটান।

- বাংলাদেশের বীমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ– খুদা বক্স
- বর্তমানে দেশে বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে– ৭৮ টি
- বাংলাদেশে সরকারি/রাষ্ট্রায়াত্ত বীমা প্রতিষ্ঠান– দুটি।
  যথা: জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।
- বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবন বীমা– ৩০টি (সাধারণ বীমা ৪৭টি)
- বাংলাদেশে চালু একমাত্র বিদেশী বীমা কোম্পানির নাম– মেটলাইফ।
- বাংলাদেশে বীমাসংস্থাগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়– ১৯৭২ সালে।
- বীমা কর্পোরেশন আইন পাস হয়– ১৯৭৩ সালে
- সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে– ১৪ মে ১৯৭৩।
- বীমা খাত যে মন্ত্রণালয়ের অধীন– অর্থ মন্ত্রণালয় (পূর্বে ছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)।
- জীবন বীমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন– ৩০ কোটি (পূর্বে ছিল ৭.৫০ কোটি)
- সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন– ৪০ কোটি (পূর্বে ছিল ১৫ কোটি)।
- IDRA এর পূর্ণরূপ: Insurance Development and Regulatory Authority
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) প্রতিষ্ঠিত হয়– ২৬ জানুয়ারি ২০১১
- বাংরাদেশের একমাত্র সরকারি বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– Bangladesh Insurance Academy (BIA)

বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্য

কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প (Industry) বলা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্প (Main industry of Bangladesh)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী জি.ডি.পি. তে শিল্পখাতের অবদান হলো শতকরা ৩৭.৫৬ ভাগ। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হলো–

শিল্প উৎপাদন

ক) সংস্থা

০১. Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC): সংস্থাটির আওতাধীন ১৩টি চালু প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

- **সার কারখানা (৮টি)**
- কর্ণফুলী পেপার মিলস লি., কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
- খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি., খুলনা
- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি., সিলেট
- উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লি., কালুরঘাট চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লি., মিরপুর, ঢাকা।

০২. Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (BSFIC): বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর অধীনে ১৫ টি চিনিকল এবং ১টি প্রকৌশল কারখানা চালু আছে।

০৩. Bangladesh Steel & Engineering Corporation (BSEC)

০৪. Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation (BSCIC): (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক))

খ) দপ্তর

১. Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI): দেশের মান নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান।
২. Bangladesh Institute of Management (BIM)
৩. Bangladesh Industrial and Technical Assistance Center (BITAC) বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
৪. National Productivity Organization (NPO)
৫. পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
৬. প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

গ. বোর্ড

১. বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড

কাগজ শিল্প

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাগজকল স্থাপন করা হয়– ১৯৫৩ সালে
- বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল– কর্ণফুলী কাগজ কল (প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৫৩)।
- বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি কাগজকল ও ৪টি হার্ডবোর্ড মিল চালু আছে।
- বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ কাগজের কল– খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল (৩০ নভেম্বর ২০০২ বন্ধ করা হয়)।
- বাংলাদেশের সরকারি নিউজপ্রিন্ট মিল অবস্থিত– খুলনা

- কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান– বাঁশ, বেত, কাঠ, সবুজ পাট ও রাসায়নিক দ্রব্য ।
- BCIC- এর নিয়ন্ত্রণাধীন একমাত্র কাগজ কল– কর্ণফুলী পেপার মিলস লি.
- কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. অবস্থিত– চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি
- সবুজ পাট দিয়ে জিপসাম বোর্ড উৎপাদন শুরু হয়– ১৩ নভেম্বর ১৯৯৪ থেকে
- খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি. অবস্থিত– খালিশপুর, খুলনা

ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প

- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রনাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ– বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, সিএফএল বাল্ব ইত্যাদি) উৎপাদন করে ।
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (BSEC) -এর প্রতিষ্ঠা– ১ জুলাই ১৯৭৬
- BSEC –এর সদর দপ্তর– কারওয়ান বাজার, ঢাকা ।
- BSEC –এর অধীনে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান রয়েছে– ৯টি

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

- বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা অবস্থিত– খুলনা, মংলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাতে
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা– খুলনা শিপইয়ার্ড লি.
- ঢাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস অবস্থিত– কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
- বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজটির নাম– স্টেলা মেরিস
- বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে– ডেনমার্কে
- স্টেলা মেরিস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান– আনন্দ শিপইয়ার্ড
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ডেনমার্কে জাহাজ রপ্তানী করে– ২০০৮ সালে

চিনি শিল্প

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকল রয়েছে– ১৫টি
- বাংলাদেশ চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট– ঈশ্বরদী
- BSFIC গঠন করা হয়– ১ জুলাই, ১৯৭৬
- BSFIC যে মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান– শিল্প মন্ত্রণালয়
- বর্তমানে BSFIC-এর নিয়ন্ত্রণাধীন চিনি কলের সংখ্যা– ১৫টি
- BSFIC-এর সদর দপ্তর– দিলকুশা, ঢাকা
- বাংলাদেশের প্রথম চিনিকল– নর্থ বেঙ্গল চিনিকল, গোপালপুর, নাটোর ।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল– কেরু অ্যান্ড কোং লি., দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা ।

দিয়াশলাই শিল্প

- পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে ম্যাচ ফ্যাক্টরি ছিল– ১৮টি
- ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামে যে ম্যাচ ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছিল– চট্টলা ম্যাচ ফ্যাক্টরি
- ম্যাচ ফ্যাক্টরিগুলোর সংস্থার নাম– বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন
- ম্যাচের কাঠি তৈরি হয়– কদম ও গেওয়া কাঠ থেকে ।
- ম্যাচের বারুদ তৈরি হয়– পটাসিয়াম ক্লোরাইড, রেড ফসফরাস এবং সালফার দিয়ে ।

সিগারেট কারখানা

- দেশে সর্ববৃহৎ সিগারেট কারখানা– ব্রিটিশ-আমেরিকা টোবাকো বাংলাদেশ (BATB)
- সিগারেট শিল্পে বেশি ব্যবহৃত হয়– ভার্জিনিয়া তামাক
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিল ২০০৫ জাতীয় সংসদে পাস হয়– ১৩ মার্চ ২০০৫ (কার্যকর ২৬ মার্চ ২০০৫ থেকে)

লবণ শিল্প

- বাংলাদেশে লবণ উৎপন্ন হয়– কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর জেলায় ।
- লবণ উৎপাদনে দ্রাবণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়– প্রায় ৫%
- বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম লবণ উৎপাদন শুরু করে– সমুদ্র উপকূলবর্তী মালংগি নামক এক শ্রেণির চাষী
- লবণ শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হলো– আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ।

অন্যান্য শিল্প-কারখানা

- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ইস্পাত রপ্তানি করে– পাকিস্তানে (১১ জুলাই ১৯৭৮)
- বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা অবস্থিত– টঙ্গী ও খুলনায়
- ওসমানিয়া গ্লাস সিট ফ্যাক্টরি লি. অবস্থিত– কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র কারখানা– গাজীপুর
- বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার– পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (ইস্টার্ন রিফাইনারী)

BCS & PSC-এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে– ডেনমার্কে
- ট্যারিফ কমিশন যে মন্ত্রণালয়ের অধীন– বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সারের নাম– ইউরিয়া এবং টিএসপি
- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান পণ্য/খাত/শিল্প – তৈরি পোশাক
- দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক স্থাপিত হচ্ছে– গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
- জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম– ইউরিয়া
- বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ে রেডিমেট গার্মেন্টসের অবদান- ২৪.৪৫% ।
- ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সার– ইউরিয়া
- বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ সার কারখানা– যমুনা সার কারখানা, তারাকান্দি
- বাংলাদেশে ইউরিয়া সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়– প্রাকৃতিক গ্যাস
- বাংলাদেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি– পোশাক সম্পদ
- বাংলাদেশের সরকারি সিমেন্ট কারখানা নয়– হুন্দাই
- বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় সিমেন্ট কারখানা– ছাতক সিমেন্ট কারখানা
- বাংলাদেশের সরকারি মিলগুলোতে বর্তমানে কাগজ উৎপাদিত হয়– ৩২ লক্ষ মে. টন
- বাংলাদেশে চিনি কলের সংখ্যা– ১৫টি
- বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি– গাজীপুরে
- যমুনা সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম – ইউরিয়া
- কর্ণফুলী কাগজকলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়– বাঁশ
- কর্ণফুলী পেপার মিলস অবস্থিত– রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায়
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার কারখানা– যমুনা সার কারখানা (তারাকান্দি, জামালপুর)
- বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' অবস্থিত– চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশে চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে– বিজয়পুরে

- বাংলাদেশে বেশি রেশম হয় যে স্থানে– রাজশাহী
- বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি হয়– ব্রাজিল
- 'মেসতা' এক জাতীয়– পাট
- বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান– ৩৭.০৭%

☑ তথ্য বিবরণী:

রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড)

- EPZ -এর পূর্ণরূপ Export Processing Zone
- BEPZA -এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Export Processing Zones Authority
- BEPZA আইন পাশ হয়– ১৯৮০ সালে
- বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA)- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন
- বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) আইন পাস হয়– ১৯৮০ সালে
- বেপজা গভর্নর বোর্ডের চেয়ারপার্সন– বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
- দেশের প্রথম বেসরকারি EPZ – এর নাম– KEPZ; চট্টগ্রাম (১৯৯৯)
- বেসরকারি ইপিজেড আইন সংসদে পাস হয়– ২০০১ সালে
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইপিজেড চালু হয়– ঢাকা
- বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক EPZ – উত্তরা EPZ (নীলফামারী)
- আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম EPZ - KEPZ

এক নজরে সরকারি ইপিজেডসমূহ

নাম	আয়তন	অবস্থান	কার্যক্রম শুরু
১. চট্টগ্রাম	৪৫৩ একর	হালিশহর, চট্টগ্রাম	১৯৮৩
২. ঢাকা	৩৫৬.২২ একর	সাভার, ঢাকা	১৯৯৩
৩. মংলা	২৫৫.৪১ একর	মংলা, বাগেরহাট	২৩ মে ১৯৯৮
৪. ঈশ্বরদী	৩০৯ একর	পাকশি, পাবনা	১৯৯৮
৫. উত্তরা	২১৩.৬৬ একর	সঙ্গলশী, সদর, নীলফামারী	১৯৯৯
৬. কুমিল্লা	২৬৭ একর	বিমানবন্দর, কুমিল্লা	১৫ জুলাই ২০০০
৭. আদমজী	২৪৫.১২একর	নারায়ণগঞ্জ	৬ মার্চ ২০০৬
৮. কর্ণফুলী	২২২ একর	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬

- বাংলাদেশে সরকারি EPZ সংখ্যা- ৮টি
- বাংলাদেশে বেসরকারি EPZ সংখ্যা- ২টি
- বাংলাদেশের প্রথম EPZ স্থাপিত হয়– চট্টগ্রামে
- আদমজী পাটকল বন্ধ হয়– ২০০২ সালে
- বাংলাদেশে Export Processing Zone (EPZ) –এর কার্যক্রম শুরু হয়– ১৯৮৩ সালে
- ইপিজেড-এ চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ যে শিল্পে– তৈরি পোশাক শিল্পে
- রাজশাহী বিভাগে EPZ আছে– ১টি
- দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ – উত্তরা, নীলফামারী
- বাংলাদেশের প্রথম EPZ – চট্টগ্রাম EPZ
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইপিজেড চালু হয়– ঢাকা
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যেখানে 'রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা' (EPZ) প্রতিষ্ঠিত হয়– চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি পণ্য– তৈরি পোশাক

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সরকারি EPZ সংখ্যা-
ক. ৪টি খ.৮টি
গ. ১০ টি গ. ১২ টি **খ**

২. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি প্রক্রিজাতকরণ অঞ্চল-
ক. কুমিল্লা খ. সাভার
গ. চট্রগ্রাম ঘ. ঈশ্বরদী **গ**

৩. বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড (EPZ) কোথায় অবস্থিত হয়?
ক. সাভার খ. চট্রগ্রাম
গ. মংলা ঘ. ঈশ্বরদী **খ**

৪. বাংলাদেশের সর্বশেষ EPZ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
ক. আদমজীনগর খ. মানিকনগর
গ. নবীনগর ঘ. চট্রগ্রাম **ঘ**

পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ

আমদানি

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে যে দেশ থেকে– চীন।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে যে পণ্য– লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য।
- বাংলাদেশ খনিজ তেল আমদানি করে যে দেশ থেকে– যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্য
- বাংলাদেশ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপান থেকে।
- বাংলাদেশ মেঘালয় থেকে কয়লা আমদানি করে– সিলেটের তামাবিল সীমান্ত দিয়ে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি খাদ্যশস্য আমদানি করে– ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড থেকে।
- PSI -এর পূর্ণরূপ হলো– Pre-Shipment Inspection
- PSI বলতে বুঝায়– আমদানিকৃত পণ্যের গুণাগুণ ও ওজন পরীক্ষার জন্য শিপমেন্টের পূর্বে পণ্য পরিদর্শন।
- CRF-এর পূর্ণরূপ হলো– Clean Report of Findings
- CRF বলতে বুঝায়– আমদানি বাণিজ্যে জালিয়াতি দূর করার পদ্ধতি
- বাংলাদেশের প্রধান পাট আমদানীকারক দেশ– যুক্তরাষ্ট্র

রপ্তানি

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে– যুক্তরাষ্ট্রে
- একক দেশ হিসেবে, বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে– যুক্তরাষ্ট্রে ।
- সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে– ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে– পোল্যান্ডে ।
- বাংলাদেশ যে দেশে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে– ব্রাজিল
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে– যুক্তরাষ্ট্র থেকে ।
- বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক মিশন– ৭৭ টি
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান– দ্বিতীয়
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কোটা পদ্ধতি ছিল– ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ সাল পর্যন্ত ।
- বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে– ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড ও মধ্যপ্রাচ্যে
- GSP-এর পূর্ণরূপ– Generalised System of Preferences.
- জিএসপি– ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫% শুল্ক রেয়াত সুবিধা
- দেশে জনশক্তি রপ্তানী আইন প্রণীত হয়– ১৯৭৬ সালে
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে রপ্তানি আয়ে বাংলাদেশ– ৩য়
- যে দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই– ইসরায়েল ।

BCS & PSC-এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- বাগদা চিংড়ি যে দশক থেকে রপ্তানী পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়– আশির দশক [৩৫তম বিসিএস]
- গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত সোনাদিয়া দ্বীপের আয়তন– ৯ বর্গ কিলোমিটার [৩৫তম বিসিএস]
- বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া যে নামে পরিচিত– কুষ্টিয়া গ্রেড [৩৫তম বিসিএস]
- ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) রপ্তানী আয়– ৩৩,৮৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।
- দেশের রপ্তানি আয়ের মধ্যে চামড়ার অবস্থান– তৃতীয়
- তৈরি পোশাক থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা যত ভাগ আসে–২৪.৪৫%
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে– চীন থেকে
- বাংলাদেশের বার্ষিক রপ্তানিকৃত দ্রব্যের (এফওবি) মূল্য– ৩৪,২৪১.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সর্বশীর্ষ পণ্য– তৈরি পোষাক
- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা যতভাগ চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে করা হয়– ৯২%
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য 'White Gold' হচ্ছে – চিংড়ি
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার যে দেশে– যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য– তৈরি পোশাক
- সম্প্রতি বাংলাদেশ যে পণ্যটি রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি আয় করে– তৈরি পোশাক
- WTO- এর চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ কোটাবিহীন বাজারে পোশাক সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে– ২০০৫ সালে ।

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

- RMG- এর পূর্ণরূপ– Ready Made Garments
- বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের পথ প্রদর্শক হলেন- নুরুল কাদির
- বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস কারখানা/পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান– রিয়াজ গার্মেন্টস (প্রতিষ্ঠা-১৯৭৩)
- বাংলাদেশ থেকে প্রথম পোশাক রপ্তানি করা হয়– ফ্রান্সে
- বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে স্থাপিত প্রথম গার্মেন্টস– দেশ গার্মেন্টস (চট্টগ্রাম)
- বাংলাদেশ কোটামুক্ত বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবেশ করে– ১ জানুয়ারি ১৯৯৫
- বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা– প্রায় ৫০ লাখ
- বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা– ৬৫%
- বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান– দ্বিতীয়
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়– ১ নভেম্বর ১৯৯৬
- তৈরি পোশাক থেকে আয় মোট রপ্তানি আয়ের– ২৪.৪৫%
- বিশ্বের এক নম্বর তৈরি পোশাক কারখানা– রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড
- রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড অবস্থিত- আদমজীনগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
- তৈরি পোশাক দুই প্রকার– ওভেন ওয়্যার ও নীটওয়্যার
- Accord হচ্ছে– ইউরোপিয় ইউনিয়নভিত্তিক বিখ্যাত গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন
- Alliance হচ্ছে– যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিখ্যাত গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন ।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে- ২৭ জুন ২০১৩
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গার্মেন্টস পল্লী স্থাপিত হয়– নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ।
- গার্মেন্টস শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শিল্প পুলিশ গঠিত হয়– ৩১ অক্টোবর, ২০১৩
- BGMEA- গার্মেন্টস উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন
- BGMEA-এর পূর্ণরূপ– Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association.
- BGMEA যাত্রা শুরু করে– ১৯৮৩ সালে
- BGMEA ভবনের অবস্থান– কারওয়ান বাজার, ঢাকা
- বর্তমান সভাপতি– আতিকুল ইসলাম
- মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়– ২০০৫ সাল থেকে
- Compliance হচ্ছে– গার্মেন্টস শিল্পে সরকারের বিধিবদ্ধ আইন, বিধিবিধান ও নীতিমালা
- গার্মেন্টস মালিক ও বিদেশী ক্রেতাদের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে– বায়িং হাউজ
- যে সকল ব্যক্তি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে তাদের বলে– মার্চেন্ডাইজার
- বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস পল্লী স্থাপিত হয়– নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে
- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান পণ্য/খাত/শিল্প– তৈরি পোশাক
- সম্প্রতি গার্মেন্টসসহ কতিপয় দ্রব্য বিনাশুল্কে যে দেশে প্রবেশাধিকার পেয়েছে– কানাডা
- বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ে রেডিমেড গার্মেন্টস এর অংশ– ২৪.৪৫%
- বাংলাদেশের প্রথম 'ইপিজেড' স্থাপিত হয়– চট্টগ্রামে
- বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত– রেডিমেট গার্মেন্টস
- ইপিজেড-এ চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ যে শিল্পে– তৈরি পোশাক শিল্প

- বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বৃহত্তম বাজার যে দেশ– যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান– ৩৭.৫৬%
- বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য– তৈরি পোশাক
- রাজশাহী বিভাগে যতটি EPZ আছে– ১টি
- WTO- এর চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ কোটাবিহীন বাজারে পোশাক সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে– ২০০৫ সালে
- ট্রেড ইউনিয়ন– শ্রমিক সংগঠন

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ট্যারিফ কমিশন কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
খ. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঘ. শিল্প মন্ত্রণালয় **ক**

২. TCB stands for-
ক. Trading Company Bangladesh
খ. Trading Corporation of Bangladesh
গ. Trade Company Bangladesh
ঘ. Trade Corporation of Bangladesh **খ**

৩. কোন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বে নিয়োজিত?
ক. বাণিজ্য খ. পরিকল্পনা
খ. অর্থ ঘ. স্থানীয় সরকার **ক**

৪. বাংলাদেশের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন কত সালে প্রণীত হয়?
ক. ২০০৭ খ.২০০৮
গ. ২০০৯ ঘ. ২০১০ **গ**

৫. EPB এর পূর্ণরূপ-
ক. Export Promotion Board
খ. Export Promotion Bureau
গ. Exporting Promotion Board
ঘ. Exporting Promotion Bureau **খ**

Teacher's Work

১. ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে কবে বাংলাদেশের ইলিশ সনদপ্রাপ্ত হয়? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. ১৭ আগস্ট ২০১৭ খ. ২৭ জানুয়ারি ২০১৯
গ. ১৭ জুন ২০২১ ঘ. ১৭ নভেম্বর ২০১৬ **উত্তর: ক**

২. কোন দেশ কত উন্নত, তা বোঝা যায় কোনটি বিবেচনা করে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. দেশের ভৌগোলিক অবস্থান
খ. দেশের আয়তন
গ. মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার
ঘ. দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ **উত্তর: ঘ**

৩. BADC'র পূর্ণরূপ কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ৯০]
ক. Bangladesh Agricultural Development Corporation
খ. Bangladesh Agricultural Development Council
গ. Bangladesh Agricultural Development Centre.
ঘ. Bangladesh Atomic Development Centre. **উত্তর: ক**

৪. পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন কবে প্রণীত হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৪৮ সালে
গ. ১৯৪৭ সালে ঘ. ১৯৫৪ সালে **উত্তর: ক**

৫. 'রবিশস্য' বলতে কী বুঝায়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. গ্রীষ্মকালীন শস্য খ. যে কোনো সময়ে শস্য
গ. শীতকালীন শস্য ঘ. বর্ষাকালীন শস্য **উত্তর: গ**

৬. নদী ছাড়া মহানন্দা কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৪]
ক. সরিষা খ. আম
গ. তরমুজ ঘ. বাঁধাকপি **উত্তর: খ**

৭. 'হোয়াইট গোল্ড' বলা হয়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৫]
ক. কৃত্রিম স্বর্ণকে খ. রৌপ্যকে
গ. চিংড়ি মাছকে ঘ. ইলিশ মাছকে **উত্তর: গ**

৮. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. মিথেন খ. নাইট্রোজেন
গ. হাইড্রোজেন গ্যাস ঘ. কার্বন মনোক্সাইড **উত্তর: ক**

৯. বাংলাদেশে কখন সর্বপ্রথম গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৫]
ক. ১৯৫২ সালে খ. ১৯৫৩ সালে
গ. ১৯৫৪ সালে ঘ. ১৯৫৫ সালে **উত্তর: ঘ**

১০. নিচের কোন গুচ্ছটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. আশ্রয়ণ ও শিক্ষা সহায়তা
খ. ত্রাণ ও পুনর্বাসন
গ. নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা
ঘ. মেট্রোরেল ও রূপপুর প্রকল্প **উত্তর: ক**

১১. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) তে অভীষ্ট কয়টি?
ক. ৩০ খ. ১৭
গ. ১৯ ঘ. ২৩ **উত্তর: খ**

১২. বাংলাদেশে বর্তমানে কততম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন?
ক. সষ্ঠ খ. সপ্তম
গ. অষ্টম ঘ. নবম **উত্তর: গ**

১৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ–
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ২০২০–২০২৫ খ. ২০২১–২০২৫
গ. ২০২৫–২০৩০ ঘ. ২০২১–২০৪১ **উত্তর:** ঘ

১৪. উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উড়ালপথে মেট্রোরেলের দূরত্ব কত কি.মি.? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ২৫ খ. ২৫.১০
গ. ২০.১০ ঘ. ২০.৫০ **উত্তর:** গ

১৫. মূল্য সংযোজন কর কত সালে চালু হয়?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. ১৯৯১-৯২ সালে খ. ১৯৯২-৯৩ সালে
গ. ১৯৯৩-৯৪ সালে ঘ. ১৯৯৪-৯৫ সালে **উত্তর:** ক

১৬. বাংলাদেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম-
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৫]
ক. অর্থ ও প্রাথমিক মন্ত্রণালয়
খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. ডিএসই
ঘ. বিএসইসি **উত্তর:** ঘ

১৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. এ.এন হামিদুল্লাহ খ. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন
গ. খোরশেদ আলম ঘ. ফেরদৌস হোসে **উত্তর:** ক

১৮. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ৯৩]
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. জনতা ব্যাংক
গ. রূপালী ব্যাংক ঘ. সোনালী ব্যাংক **উত্তর:** ক

১৯. বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি ব্যাংক কোনটি?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. ন্যাশনাল ব্যাংক খ. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. দি সিটি ব্যাংক ঘ. আইএফআইসি ব্যাংক**উত্তর:** খ

২০. কোন ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে?
ক. সমবায় ব্যাংক খ. কর্মসংস্থান ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. কৃষি ব্যাংক **উত্তর:** গ

২১. ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোন বিষয়ে নোবেল পান?
ক. অর্থনীতি খ. রসায়ন
গ. পদার্থ ঘ. শান্তি **উত্তর:** ঘ

Student's Work

০১. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে? *[৪৪তম বিসিএস]*
ক. চট্টগ্রাম খ. সিলেট
গ. পঞ্চগড় ঘ. মৌলভীবাজার

০২. 'বলাকা' কোন ফসলের একটি প্রকার? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. ধান খ. গম
গ. পাট ঘ. টমেটো

০৩. সর্বশেষ কোন সালে কৃষিশুমারী অনুষ্ঠিত হয়নি? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. ১৯৭৭ খ. ২০০৮
গ. ২০১৫ ঘ. ২০১৯

০৪. 'ম্যানিলা' কোন ফসলের উন্নত জাত? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. তুলা খ. তামাক
গ. পেয়ারা ঘ. তরমুজ

০৫. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শাল বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত? *[৪০ তম বিসিএস]*
ক. সিলেটের বনভূমি
খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
গ. ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি
ঘ. খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির বনভূমি

০৬. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় কোন জেলায়? *[৪০ তম বিসিএস]*
ক. ফরিদপুর খ. রংপুর
গ. জামালপুর ঘ. শেরপুর

০৭. বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ- *[৪০ তম বিসিএস]*
ক. ২ কোটি ১৮ লাখ ১৬ হাজার
খ. ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর
গ. ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর
ঘ. ২ কোটি ২১ লক্ষ একর

০৮. বাংলাদেশের জিডিপিতে (GDP) কৃষি খাতের (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসহ) অবদান কত শতাংশ? *[৩৯ তম বিসিএস]*
ক. ১১.৩৮ শতাংশ খ. ১৬ শতাংশ
গ. ১২ শতাংশ ঘ. ১৮ শতাংশ

০৯. জুম চাষ হয়- *[৩৮ তম বিসিএস]*
ক. বরিশাল খ. ময়মনসিংহে
গ. খাগড়াছড়িতে ঘ. দিনাজপুরে

১০. বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান- *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে খ. অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ. ক্রমহ্রাসমান ঘ. অপরিবর্তিত থাকছে

১১. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়- *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. ফার্নেস অয়েল খ. কয়লা
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. ডিজেল

১২. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়- *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. আউশ ধান খ. আমন ধান
গ. বোরো ধান ঘ. ইরি ধান

১৩. প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন কি পরিমাণ থাকে? *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. ৪০-৫০ ভাগ খ. ৬০-৭০ ভাগ
গ. ৮০-৯০ ভাগ ঘ. ৩০-২৫ ভাগ

১৪. বাংলাদেশে তৈরী জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে- *[৩৭তম বিসিএস]*
ক. ফিনল্যান্ডে খ. ডেনমার্কে
গ. নরওয়েতে ঘ. সুইডেন

১৫. যে জেলায় হাজংদের বসবাস নেই- [৩৭তম বিসিএস]
ক. শেরপুর খ. ময়মনসিংহ
গ. সিলেট ঘ. নেত্রকোণা

১৬. বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটা হয়- [৩৬তম বিসিএস]
ক. আষাড়-শ্রাবণ মাসে খ. ভাদ্র-আশ্বিন মাসে
গ. অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ঘ. মাঘ-ফাল্গুন

১৭. 'অগ্নিশ্বর', 'কানাইবাঁসী', 'মোহনবাঁসী' ও 'বীটজবা' কি জাতীয় ফলের নাম? [৩৬তম, ১০তম বিসিএস]
ক. পেয়ারা খ. কলা
গ. পেঁপে ঘ. জামরুল

১৮. সুন্দরবন-এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ৫০% খ. ৫৮%
গ. ৬২% ঘ. ৬৬%

১৯. ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ঢাকায় খ. খুলনায়
গ. নারায়ণগঞ্জ ঘ. চাঁদপুরে

২০. কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম? [৩৬তম বিসিএস]
ক. রাখাইন খ. মারমা
গ. পাঙন ঘ. খিয়াং

২১. 'বর্ণালী এবং 'শুভ্র' কী? [৩৫তম বিসিএস]
ক. উন্নত জাতের ভুট্টা খ. উন্নত জাতের গম
গ. উন্নত জাতের আম ঘ. উন্নত জাতের চাল

২২. বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কি নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]
ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. ঝিনাইদহ গ্রেড
গ. চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড

২৩. বাংলাদেশের সুন্দরবনে কতো প্রজাতির হরিণ দেখা যায়? [৩৫তম বিসিএস]
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

২৪. খাসিয়া গ্রামগুলো কি নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]
ক. বারাং খ. পুঞ্জি
গ. পাড়া ঘ. মৌজা

২৫. বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানি পন্য হিসেবে স্থান করে নেয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক. পঞ্চাশ দশক খ. ষাট দশক
গ. সত্তর দশক ঘ. আশির দশক

২৬. ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ কোন খাদ্য উপাদানটি লাভ করে? [৩৪তম বিসিএস]
ক. ফসফরাস খ. নাইট্রোজেন
গ. পটাশিয়াম ঘ. সালফার

২৭. 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কিসের নাম? [৩২তম বিসিএস]
ক. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ. উন্নত জাতের ধানের নাম
গ. উন্নত জাতের গমের নাম
ঘ. দুটি কৃষি বিষয়ক বেসরকারী সংস্থার নাম

২৮. পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও 'দোয়েল' নামে পরিচিত হচ্ছে- [৩২তম, ২৬তম, ১০তম বিসিএস]
ক. দুটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম খ. দুটি কৃষি সংস্থার নাম
গ. উন্নত জাতের গম শস্য ঘ. কৃষি খামারের নাম

২৯. দেশের প্রথম ওষুধ পার্ক কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? [৩০তম বিসিএস]
ক. গজারিয়া খ. গাজীপুর
গ. সাভারে ঘ. সেন্টমার্টিনে

৩০. পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি জেলা আছে? [২৯তম বিসিএস]
ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৯টি

৩১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [২৭তম বিসিএস]
ক. দিনাজপুর খ. গোপালপুর
গ. পাকশী ঘ. ঈশ্বরদী

৩২. বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]
ক. দিনাজপুর খ. রংপুর
গ. ঈশ্বরদী ঘ. যশোর

৩৩. বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (প্রায়) কত? [২৬তম, ১১তম বিসিএস]
ক. ২ কোটি ১৮ লক্ষ একর
খ. ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর
গ. ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর
ঘ. ২ কোটি একর

৩৪. নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয়? [২৬তম বিসিএস]
ক. টি.এস পি খ. ইউরিয়া
গ. সবুজ সার ঘ. মিউরেট অব পটাশ

৩৫. জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? [২৪তম বিসিএস]
ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট

৩৬. সোনালী আঁশের দেশ কোনটি? [২২তম বিসিএস]
ক. ভারত খ. শ্রীলঙ্কা
গ. পাকিস্তান ঘ. বাংলাদেশ

৩৭. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়- [২১তম বিসিএস]
ক. ১৯৫৭ সালে খ. ১৯৬০ সালে
গ. ১৯৬২ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে

৩৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়? [২১তম বিসিএস/২০তম বিসিএস/১৯তম বিসিএস]
ক. ১২ নভেম্বর, ১৯৯৭ খ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৩৯. বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত? [২০তম বিসিএস]
ক. ২৪০০ বর্গমাইল খ. ১৯৫০ বর্গমাইল
গ. ১৮৮৬ বর্গমাইল ঘ. ৯২৫ বর্গমাইল

৪০. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গোচারণের জন্য বাথান আছে? [১৯তম বিসিএস]
ক. পাবনা-সিরাজগঞ্জে খ. দিনাজপুর
গ. বরিশাল ঘ. ফরিদপুর

৪১. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত? [১৯তম বিসিএস]
ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম
গ. সিলেট ঘ. সাভার, ঢাকা

৪২. খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন ধরনের কাঠ? [১৮তম বিসিএস]
ক. চাপালিশ খ. কেওড়া
গ. গেওয়া ঘ. সুন্দরী

৪৩. বাংলাদেশের অতি পরিচিত খাদ্য গোলআলু। এই খাদ্য আমাদের দেশে আনা হয়েছিল- [১৭তম বিসিএস]
ক. ইউরোপের হল্যান্ড থেকে
খ. দক্ষিণ আমিরিকার পেরু চিলি থেকে
গ. আফ্রিকার মিশর থেকে
ঘ. এশিয়ার থাইল্যান্ড থেকে

৪৪. বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয়- [১৭তম বিসিএস]
ক. ৫ মে, ১৯৯৪ খ. ৬ এপ্রিল, ১৯৯৪
গ. ৫ মে, ১৯৯৫ ঘ. ৭ মে, ১৯৯৫

৪৫. কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা- *[১৭তম বিসিএস]*
ক. মারিস্যা ভ্যালি খ. খাগড়া ভ্যালি
গ. জাবরী ভ্যালি ঘ. ভেঙ্গি ভ্যালি

৪৬. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? *[১৪তম বিসিএস]*
ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়া সালফেট

৪৭. চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কি? *[১৪তম বিসিএস]*
ক. আখের ছোবরা খ. বাঁশ
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া

৪৮. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত? *[১৪তম বিসিএস]*
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা

৪৯. সর্ব প্রথমে যে উফশি ধান এদেশে চালু হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে তা হলো- *[১১তম বিসিএস]*
ক. ইরি-৮ খ. ইরি-১
গ. ইরি- ২০ ঘ. ইরি- ৩

৫০. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী? *[১১তম বিসিএস]*
ক. রাজশাহী খ. ফরিদপুর
গ. রংপুর ঘ. ঝিনাদহ

৫১. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো- *[১১তম বিসিএস]*
ক. নাইট্রোজেন গ্যাস
খ. মিথেন
গ. হাইড্রোজেন গ্যাস
ঘ. কার্বন মনোক্সাইড

৫২. ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো- *[১১তম বিসিএস]*
ক. অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ঔষধ প্রস্তুত বন্ধ করা
খ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করা
গ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া
ঘ. বিদেশী শিল্পপতিদের দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে বাধ্য করা

৫৩. হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়-
ক. ১৯৮৭ সালে খ. ১৯৮৬ সালে
গ. ১৯৮৫ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে

৫৪. সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়-
ক. পাগ-মার্ক খ. ফুটমার্ক
গ. GIS ঘ. কোয়ার্ডবেট

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	ক	০৭	ক	০৮	ক	০৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	ক	২২	ক	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	ক
৪১	ঘ	৪২	ঘ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	ক	৫০	ঘ
৫১	খ	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	ক												

০১. বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ-
ক. ১ একর খ. ১.৫ একর
গ. ২ একর ঘ. ০.১৫ একর

০২. কোনটি রবি ফসল নয়?
ক. টমেটো খ. মূলা
গ. কচু ঘ. গম

০৩. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট কতবার কৃষিশুমারি হয়েছে?
ক. ২ বার খ. ৩ বার
গ. ৪ বার ঘ. ৫ বার

০৪. বাংলাদেশে সর্বশেষ কৃষিশুমারি করা হয়ে কোন সালে?
ক. ১৯৯৬ খ. ২০১৯
গ. ২০০১ ঘ. ১৯৮৪

০৫. 'জুম' বলতে কী বোঝায়?
ক. এক ধরনের চাষাবাদ খ. এক ধরনের ফুল
গ. গুচ্ছগ্রাম ঘ. পাহারী জনগোষ্ঠর নাম

০৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত নাম–
ক. BERI খ. BRRI
গ. BIRR ঘ. IRRI

০৭. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. গাজীপুর খ. চাঁদপুর
গ. ফরিদপুর ঘ. বরিশাল

০৮. BADCএর কাজ কী?
ক. কৃষি উন্নয়ন খ. শিল্পোন্নয়ন
গ. চিকিৎসা উন্নয়ন ঘ. কোনটিই নয়

০৯. নিচের কোনটি ভিটামি 'সি' সমৃদ্ধ খাদ্য?
ক. ভাত খ. দুধ
গ. রুটি ঘ. লেবু

১০. বাংলাদেশ মহিষ প্রজনন কেন্দ্র কোথায়?
ক. খুলনা খ. যশোর
গ. বাগেরহাট ঘ. পাবনা

১১. সম্প্রতি বাংলাদেশে জীবন রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে–
ক. ছাগলের খ. ধানের
গ. গমের ঘ. আঁখের

১২. পাটের জীবন রহস্য উন্মোচিত হয় কোন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে–
ক. সাইদুল আলম খ. মাহবুব আলম
গ. মাকসুদুল আলম ঘ. আব্দুল কাইয়ুম

১৩. ২০১০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কোন উদ্ভিদের জন্ম রহস্য আবিষ্কার করেন?
ক. ধান খ. গম গ. পাট ঘ. তুলা

১৪. বাংলাদেশের ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায়?
ক. ফরিদপুর খ. দিনাজপুর
গ. ঈশ্বরদী ঘ. ঢাকা

১৫. 'চা গবেষণা কেন্দ্র' অবস্থিত–
ক. ঢাকায় খ. দিনাজপুর
গ. শ্রীমঙ্গল ঘ. চট্টগ্রামে

১৬. 'মেশতা' এক জাতীয়-
ক. ধান খ. তুলা
গ. পাট ঘ. তামাক

১৭. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়?
ক. রংপুর খ. ফরিদপুর
গ. টাঙ্গাইল ঘ. যশোর

১৮. জুটন কে আবিষ্কার করেন?
ক. ড. মো: সিদ্দিকুল্লাহ খ. ড. কুদারাত-ই-খুদা
গ. ড. ইন্নাস আলী ঘ. ড. ওয়াজেদ মিয়া

১৯. একটি কাঁচা পাটের গাঁটের ওজন–
ক. ৪.৫ মন খ. ২.৫ মন
গ. ৪ মন ঘ. ৫ মন

২০. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি?
ক. ধান খ. গম গ. আখ ঘ. পাট

২১. বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় কবে?
ক. ১৮৬০ সালে খ. ১৮৪৮ সালে
গ. ১৮৪০ সালে ঘ. ১৮৬৪ সালে

২২. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয় কোথায়?
ক. সিলেট খ. মৌলভীবাজার
গ. হবিগঞ্জ ঘ. সুনামগঞ্জ

২৩. সিলেটে প্রচুর চা জন্মাবার কারণ কী?
ক. পাহাড় ও অল্প বৃষ্টি খ. সমতল ভূমি
গ. বনভূমি ও প্রচুর বৃষি ঘ. পাহাড় ও প্রচুর বৃষ্টি

২৪. সর্বাধিক চা বাগান কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. সিলেট খ. হবিগঞ্জ
গ. সুনামগঞ্জ ঘ. মৌলভীবাজার

২৫. উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় চা বাগান আছে?
ক. পঞ্চগড় খ. দিনাজপুর
গ. বগুড়া ঘ. রাজশাহী

২৬. বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল–
ক. চা খ. ধান
গ. আলু ঘ. গম

২৭. বাংলাদেশে সর্বশেষ কোন জেলায় চা বাগান করা হয়?
ক. পঞ্চগড় খ. দিনাজপুর
গ. কুড়িগ্রাম ঘ. বান্দরবান

২৮. বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে–
ক. পঞ্চগড়ে খ. রাজশাহীতে
গ. মৌলভীবাজারে ঘ. সিলেটে

২৯. 'চা'-এর আদিবাস–
ক. ভারত খ. শ্রীলংকা
গ. চীন ঘ. জাপান

৩০. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি চা বাগান আছে?
ক. ১৫৮টি খ. ১৬১টি
গ. ১৬০টি ঘ. ১৬৭টি

৩১. সবচেয়ে বেশি তামাক জন্মে কোন জেলায়?
ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. দিনাজপুর ঘ. রাঙামাটি

৩২. সুমাত্রা ও ম্যানিলা কোন ফসলের নাম?
ক. ধান খ. পাট
গ. গম ঘ. তামাক

৩৩. বাংলাদেশে রেশম উৎপন্ন হয়-
ক. ময়মনসিংহে খ. পাবর্ত্য চট্টগ্রামে
গ. রাজশাহীতে ঘ. সন্দরবনে

৩৪. রেশমগুটির চাষ সর্বাধিক পরিমাণে হয়-
ক. রাজশাহী খ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ. কক্সবাজার ঘ. রাঙামাটি

৩৫. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে রেশম চাষ করা হয়?
ক. পূর্বাঞ্চলে খ. পশ্চিমাঞ্চলে
গ. উত্তরাঞ্চলে ঘ. দক্ষিণাঞ্চলে

৩৬. বাংলাদেশের কোথায় রাবার চাষ করা হয়?
ক. কক্সবাজারের রামুতে খ. কক্সবাজারের চকোরিয়ায়
গ. চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঘ. বান্দরবানের থানচিতে

৩৭. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী?
ক. ঝিনাইদহ খ. ফরিদপুর
গ. রংপুর ঘ. দিনাজপুর

৩৮. বাংলাদেশে ধান চাষ করা হয় মোট আবাদী জমির-
ক. ৬০% খ. ৭৩%
গ. ৭০% ঘ. ৯০%

৩৯. মোটামুটিভাবে ১০০ কেজি ধানে কত কেজি চাল পাওয়া যায়?
ক. ৫২ কেজি খ. ৬০ কেজি
গ. ৬৬ কেজি ঘ. ৭০ কেজি

৪০. কাটারীভোগ চাল উৎপাদনের বিখ্যাত জায়গা–
ক. দিনাজপুর খ. বরিশাল
গ. ময়মনসিংহ ঘ. কুমিল্লা

৪১. সবচেয়ে উচ্চ ফলনশীল কোনটি?
ক. সাতিশাইল খ. মালা ইরি
গ. নাজিরশাইল ঘ. পাইজাম

৪২. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চালকল রয়েছে?
ক. দিনাজপুর খ. বরিশাল
গ. ময়মনসিংহ ঘ. নওগাঁ

৪৩. মূল্য পরিমাপে বাংলাদেশে কোন কৃষিপণ্য সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়?
ক. পাট খ. ইক্ষু
গ. চা ঘ. ধান

৪৪. সর্ব প্রথমে যে উফশি ধান এদেশে চালু হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে তা হলো-
ক. ইরি-৮ খ. ইরি-১
গ. ইরি-২০ ঘ. ইরি-৩

৪৫. মুক্তা, গাজী, বিপ্লব কোন জাতীয় ফসলের নাম?
ক. উন্নত জাতের গম খ. উন্নত জাতের পাট
গ. উন্নত জাতের ধান ঘ. উন্নত জাতের ভুট্টা

৪৬. কোন জেলায় সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়?
ক. বরিশাল খ. ময়মনসিংহ
গ. ঢাকা ঘ. কুমিল্লা

৪৭. ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান কততম?
ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয়
গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম

৪৮. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধান-
ক. মালা খ. বি আর-৮
গ. বি আর-৫ ঘ. বি আর-৯

৪৯. উত্তরাঞ্চলে 'মঙ্গার ধান' বলে পরিচিত–
ক. ব্রি-৩৩ খ. বি আর-৮
গ. বি আর-৫ ঘ. বি আর-২২

৫০. রপ্তানি আয়ের দিক দিয়ে কোনটি সবচেয়ে অর্থকরী ফসল?
ক. পাট খ. তামাক
গ. ধান ঘ. তৈলবীজ

৫১. বাংলাদেশের কোথায় সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়?
ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. যশোর ঘ. দিনাজপুর

৫২. পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও 'দোয়েল' নামে পরিচিত–
ক. দুইট উন্নতজাতের গমশস্য খ. দুইটি উন্নতজাতের ধানশস্য
গ. দুইটি উন্নতজাতের ভুট্টাশস্য ঘ. দুইটি উন্নত জাতের ইক্ষু

৫৩. 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কীসের নাম?
ক. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ. উন্নত জাতের ধানের নাম
গ. কৃষি বিষয়ক বেসরকারি সংস্থান নাম
ঘ. উন্নত জাতের গমের নাম

৫৪. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি ব্যবহৃত হয় কোন খাতে?
ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন খ. সিমেন্ট কারখানা
গ. সি. এন. জি ঘ. সার কারখানা

৫৫. বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কলার চাষ হচ্ছে। নিচের কোনটি তাদের একটি?
ক. হাইব্রিড খ. দোয়েল
গ. আনন্দ ঘ. অগ্নিশ্বর

৫৬. 'অগ্নিশ্বর', 'কানাইবাঁশী', 'মোহনবাঁশী', ও 'বীটজবা' কি জাতীয় ফলের নাম?
ক. পেয়ারা খ. কলা
গ. পেঁপে ঘ. জামরুল

৫৭. নদী ছাড়া মহানন্দা কী?
ক. সরিষা খ. আম
গ. তরমুজ ঘ. বাঁধাকপি

৫৮. 'বর্ণালি' ও 'শুভ্র' কী?
ক. উন্নত জাতের ভুট্টা খ. উন্নত জাতের তামাক
গ. উন্নত জাতের ধান ঘ. উন্নত জাতের বেগুন

৫৯. বাংলাদেশের 'কৃষি দিবস'–
ক. পহেলা কার্তিক খ. পহেলা মাঘ
গ. পহেলা অগ্রহায়ণ ঘ. পহেলা বৈশাখ

৬০. কোন জেলাকে বাংলার শস্য ভান্ডার বলা হয়?
ক. বৃহত্তর রংপুর জেলা খ. বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা
গ. বৃহত্তর বরিশাল জেলা ঘ. বৃহত্ত কুষ্টিয়া জেলা

৬১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জলজ সম্পদ হচ্ছে-
ক. মাছ ও শঙ্খ খ. ঝিনুক ও লবণ
গ. মাছ ও কাঁকড়া ঘ. পানি ও মাছ

৬২. বাংলাদেশে মৎস্য আইনে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের পোনামাছ ধরা নিষিদ্ধ?
ক. ২০ সেমি খ. ২৩ সেমি
গ. ২৫ সেমি ঘ. ৩০ সেমি

৬৩. বাংলাদেশ ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. ময়মনসিংহ

৬৪. বাংলাদেশের প্রথম চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হয়েছে?
ক. খুলনা খ. সাতক্ষীরা
গ. বাগেরহাট ঘ. বরগুনা

৬৫. বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে-
ক. বোরো ধানের চাষ খ. শুটকী মাছ উৎপাদন
গ. নৌকা তৈরীর কাজ গ. চিংড়ি চাষ

৬৬. 'পিরানহা কী?
ক. রাক্ষুসে মাছ খ. হিংস্রপাখি
গ. গ্রামীণ পোশাক ঘ. বিষাক্ত পতঙ্গ

৬৭. আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত কীসের ক্ষেতে মাছ চাষ করে?
ক. ধানের খ. পাটের
গ. আখের ঘ. সরিষার

৬৮. ফসলবিন্যাসে কোন ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়?
ক. ডাল জাতীয় খ. শিম জাতীয়
গ. তেল জাতীয় ঘ. দানা জাতীয়

৬৯. শূন্য চাষ পদ্ধতিতে কোনটি লাগানো হয়?
ক. রসুন খ. ধান
গ. মটরশুঁটি ঘ. গম

৭০. অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চাষকৃত আলুর উত্তোলন কোন মাসে শেষ হয়?
ক. ডিসেম্বর-জানুয়ারি খ. জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
খ. ফেব্রুয়ারি-মার্চ গ. মার্চ-এপ্রিল

৭১. বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন?
ক. আর্দ্র ও উষ্ণতাবাপন্ন খ. আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন
গ. শুষ্ক ও চরমভাবাপন ঘ. শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ

৭২. ফসল উৎপাদনের মৌসুম কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৭৩. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গো-চারণের জন্য বাথান আছে?
ক. সিরাজগঞ্জ খ. দিনাজপুর
গ. সিলেট ঘ. ফরিদপুর

৭৪. বাংলাদেশ জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কত?
ক. ২% খ. ১১.৩৮%
গ. ৬.৫% ঘ. ১৫%

৭৫. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম
গ. সিলেট ঘ. সাভার

৭৬. বাংলাদেশের একটি জীবন্ত জীবাশ্মের নাম-
ক. রাজ কাঁকড়া খ. গণ্ডার
গ. পিপীলিকাভুক ম্যানিস ঘ. স্লো লোরিস

৭৭. বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ?
ক. ১৮ সেন্টিমিটার খ. ২০ সেন্টিমিটার
গ. ২৩ সেন্টিমিটার ঘ. ২৫ সেন্টিমিটার

৭৮. বাংলাদেশে মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?
ক. নওগাঁ খ. ময়মনসিংহ
গ. কুষ্টিয়া ঘ. বগুড়া

৭৯. বাংলাদেশে মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?
ক. চাঁদপুর খ. রাজশাহী
গ. ময়মনসিংহ ঘ. সিরাজগঞ্জ

৮০. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ -
ক. কয়লা খ. তৈল
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. চুনাপাথর

৮১. বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ–
ক. স্বর্ণ খ. লৌহ
গ. গ্যাস ঘ. কয়লা

৮২. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা–
ক. ১৭টি খ. ১৮টি
গ. ২৩টি ঘ. ২৯টি

৮৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?
ক. তিতাস গ্যাসক্ষেত্র খ. সাংগু গ্যাসক্ষেত্র
গ. বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ঘ. হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র

৮৪. মজুদ গ্যাসের পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ফিল্ড–
ক. তিতাস খ. বাখরাবাদ
গ. কুতুবদিয়া ঘ. হবিগঞ্জ

৮৫. সমুদ্র উপকূল এলাকায় মোট কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আছে?
ক. একটি খ. দু'টি
গ. তিনটি ঘ. চট্টগ্রাম

৮৬. বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রথম গ্যাসক্ষেত্রের নাম কী?
ক. জাফর পয়েন্ট খ. হাতিয়া প্রণালী
গ. সাঙ্গু ভ্যালি ঘ. হিরণ পয়েন্ট

৮৭. তিতাস গ্যাসের মূখ্য উপাদান–
ক. ইথেন খ. মিথেন
গ. প্রপেন ঘ. নাইট্রোজেন

৮৮. তিতাস গ্যাস পাওয়া গেছে-
ক. হবিগঞ্জে খ. রশিদপুরে
গ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘ. তেঁতুলিয়ায়

৮৯. কামতা গ্যাস ক্ষেত্রটি অবস্থিত-
ক. কামালপুর খ. সিলেট
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. গাজীপুর

৯০. বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত-
ক. কুমিল্লায় খ. নারায়ণগঞ্জ
গ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘ. সিলেট

৯১. বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডটি কোথায়?
ক. কুমিল্লায় খ. চট্টগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট

৯২. বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডটি কোন জেলার অন্তর্ভূক্ত?
ক. সিলেট খ. মৌলভীবাজার
গ. হবিগঞ্জ ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৯৩. সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত-
ক. বান্দরবানে খ. খাগড়াছড়িতে
গ. সুনামগঞ্জে ঘ. রাঙ্গামাটিতে

৯৪. সালদা গ্যাসক্ষেত্রটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. ব্রাহ্মণবাড়িয়া খ. কুমিল্লা
গ. সিলেট ঘ. ফেনী

৯৫. বঙ্গোপসাগরের কোন অঞ্চলে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে?
ক. সাঙ্গু খ. কুতুবদিয়া
গ. নিঝুম দ্বীপ ঘ. কুয়াকাটা

৯৬. দেশের কোন গ্যাস ক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকান্ড হয়?
ক. হরিপুর খ. সেমুতাং
গ. মাগুরছড়া ঘ. সাঙ্গু

৯৭. বাংলাদেশের মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?
ক. কালীগঞ্জ খ. কমলগঞ্জ
গ. কিশোরগঞ্জ ঘ. ব্রাহ্মবাড়িয়া

৯৮. মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রটি কোন জেলায়?
ক. সিলেট খ. হবিগঞ্জ
গ. মৌলভীবাজার ঘ. ব্রাহ্মবাড়িয়া

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	গ
১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ঘ
২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	ক
৪১	খ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	ক
৫১	খ	৫২	ক	৫৩	ঘ	৫৪	ক	৫৫	ঘ	৫৬	খ	৫৭	খ	৫৮	ক	৫৯	গ	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	খ	৬৩	ঘ	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	ক	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	ক	৭০	খ
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	ক	৭৪	খ	৭৫	ঘ	৭৬	ক	৭৭	গ	৭৮	খ	৭৯	গ	৮০	গ
৮১	গ	৮২	ঘ	৮৩	ক	৮৪	ক	৮৫	খ	৮৬	গ	৮৭	খ	৮৮	গ	৮৯	ঘ	৯০	ক
৯১	ঘ	৯২	ক	৯৩	খ	৯৪	ক	৯৫	ক	৯৬	গ	৯৭	খ	৯৮	গ				

১. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে যে তথ্যটি সঠিক নয়-
ক. প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরিয়া সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
খ. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।
গ. গৃহস্থলির রান্নার জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
ঘ. পেট্রোল উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২. বাংলাদেশের কোথায় ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে?
ক. চন্দ্রনাথ পাহাড়ে খ. লালমাই পাহাড়ে
গ. কুলাউড়া পাহাড়ে ঘ. আলুটিলায়

৩. গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে কয়টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে?
ক. ১৩টি খ. ২৩টি
গ. ১৯টি ঘ. ২৪টি

৪. নাইকো গ্যাস কোম্পানিটি কোন দেশের?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা
গ. ব্রিটেন ঘ. অস্ট্রেলিয়া

৫. বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রটি আগুন লেগে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে?
ক. তিতাস খ. বাখরাবাদ
গ. টেংরাটিলা ঘ. পলাশ

৬. বাংলাদেশের সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. ব্রহ্মণবাড়িয়া খ. ভোলা
গ. নেত্রকোনা ঘ. জামালপুর

৭. সিলেটের হরিপুরে পাওয়া গেছে-
ক. গ্যাস খ. তৈল
গ. গ্যাস ও তৈল উভয়ই ঘ. চুনাপাথর

৮. হরিপুর কেন বিখ্যাত?
ক. পেট্রোলিয়াম খ. প্রাকৃতিক গ্যাস
গ. কয়লা ঘ. সিমেন্ট কারখান

৯. হরিপুরে তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়–
ক. ১৯৮৭ সালে খ. ১৯৮৬ সালে
গ. ১৯৮৫ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে

১০. বড়পুকুরিয়া কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. দিনাজপুর খ. সিলেট
গ. চুনাপাথর ঘ. কাদামাটি

১১. বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিষ্কার হয়ে কোন সনে?
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮১
গ. ১৯৮২ ঘ. ১৯৮৫

১২. বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে–
ক. জামালগঞ্জে খ. জকিগঞ্জে
গ. বিজয়পুরে ঘ. রানীগঞ্জে

১৩. রানীপুকুর কয়লাক্ষেত্র বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত
ক. কুমিল্লা খ. দিনাজপুর
গ. বগুড়া ঘ. রংপুর

১৪. বাংলাদেশে পিট (Peat) কয়লা পাওয়া যায় কোন জেলায়?
ক. বগুড়া খ. ময়মনসিংহ
গ. সিলেট ঘ. টাঙ্গাইল

১৫. 'আইভরি ব্ল্যাক' কি?
ক. রক্ত কয়লা খ. সক্রিয় কয়লা
গ. কালো রঙ ঘ. অস্থিজ কয়লা

১৬. দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া থেকে কি খনিজ উত্তোলন করা হয়?
ক. কয়লা খ. চুনাপাথর
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. কঠিন শিলা

১৭. বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে-
ক. বিজয়পুরে খ. রানীগঞ্জে
গ. টেকের হাটে ঘ. বিয়ানী বাজারে

১৮. বিজয়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. সিলে খ. রাজশাহী
গ. বগুড়া ঘ. নেত্রকোনা

১৯. বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর মজুদ আছে?
ক. শ্রীমঙ্গল খ. টেকনাফ
গ. সেন্টমার্টিন ঘ. বান্দরবান

২০. কাঁচ বালির সর্বাধিক মজুদ কোন অঞ্চলে?
ক. জামালপুর খ. সিলেট
গ. কুমিল্লা ঘ. বগুড়া

২১. বাংলাদেশের কোথায় তেজস্ক্রিয় বালু পাওয়া যায়?
ক. সিলেটের পাহাড়ে খ. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত
গ. সন্দরবনে ঘ. লালমাই এলাকায়

২২. রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জে কোন খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে?
ক. চুনাপাথর খ. কয়লা
গ. চীনামাটি ঘ. তামা

২৩. কোন সংস্থা বিশ্ব 'ঐতিহ্য এলাকা' ঘোষণা করেছে?
ক. WTO খ. WHO
গ. UNEP ঘ. UNESCO

২৪. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চল বিশ্ব ঐতিহ্য (World heritage site) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে?
ক. মধুপুরের শালবন খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই বনাঞ্চল
গ. সুন্দরবন ঘ. সিলেটের লাউয়াছড়া বনাঞ্চল

২৫. Sundarban is declared as World Heritage' by-
ক. UNDP খ. ILO
গ. UNICEF ঘ. UNESCO

২৬. ইউনেস্কো কোন সালে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে?
ক. ১৯৯৭ খ. ১৯৮৩
গ. ১৯৮৯ ঘ. ২০০১

২৭. ইউনেস্কো সুন্দরবনকে কততম 'বিশ্বঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে?
ক. ৫২১তম খ. ৫২৩ তম
গ. ৭৯৮তম ঘ. ৫২৮তম

২৮. বাংলাদেশের কোন দুটি স্থান UNESCO WORLD HERITAGE এর অন্তর্ভূক্ত?
ক. টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবন
খ. কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সৈকত
গ. লালমাই ও ময়নামতি
ঘ. কোনোটিই নয়

২৯. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জলজ সম্পদ হচ্ছে-
ক. মাছ ও শঙ্খ খ. ঝিনুক ও লবণ
গ. মাছ ও কাঁকড়া ঘ. পানি ও মাছ

৩০. পানি দূষণের প্রধান কারণ-
ক. Man (মানুষ) খ. Tree (গাছপালা)
গ. Beast (পশু) ঘ. Bird (পাখি)

৩১. পানি দূষনের জন্য দায়ী-
ক. শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ
খ. জমি থেকে ভেসে আসা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক
গ. শহর ও গ্রামের ময়লা আবর্জনা
ঘ. উপরের সবকয়টিই

৩২. বাংলাদেশে পানি সম্পদের চাহিদা কোন খাতে সবচেয়ে বেশি?
ক. আবাসিক খ. কৃষি
গ. পরিবহন ঘ. শিল্প

৩৩. বাংলাদেশে কোন পানীয় জলের উপর অধিকাংশ মানুষ নির্ভর করে?
ক. নদীর পানির উপর খ. নলকূপের পানির উপর
গ. বৃষ্টির পানির উপর ঘ. পুকুরের পানির উপর

৩৪. বাংলাদেশে কোন ধরনের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে?
ক. নদীর পানি খ. বিলের পানি
গ. অগভীর নলকূপের পানি ঘ. গভীর নলকূপের পানি

৩৫. বাংলাদেশে কয়টি জেলার নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে?
ক. ৬৩ টি জেলায় খ. ৬১ টি জেলায়
গ. ৫১ টি জেলায় ঘ. ৪৯ টি জেলায়

৩৬. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে-
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ. গোপালগঞ্জ ঘ. ফেঞ্চুগঞ্জ

৩৭. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত?
ক. ০.০১ মিঃ গ্রাঃ খ. ০.০৫ মিঃ গ্রাঃ
গ. ০.১ মিঃ গ্রাঃ ঘ. ০.৫ মিঃ গ্রাঃ

৩৮. আর্সেনিক দূরীকরণ সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক-
ক. মোস্তফা জব্বার খ. অধ্যাপক আবদুস সালাম
গ. অধ্যাপক আবুল হুসসাম ঘ. অধ্যাপক আবদুল গণি

৩৯. দেশজ উপাদান ব্যবহার করে আর্সেনিক মুক্ত করার পদ্ধতির আবিষ্কারক কে?
ক. ড. এম. এ বাসার খ. ড. এম আজাদ
গ. ড. ইউনুস ঘ. ড. এম. এ. হাসান

৪০. বাংলাদেশের কোন নদীর পানি অত্যাধিক দূষিত?
ক. শীতলক্ষ্যা খ. বুড়িগঙ্গা
গ. তুরাগ ঘ. পশুর

৪১. বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার কোনটি?
ক. জশলদিয়া খ. সোনাকান্দা
গ. চাঁদনীঘাট ঘ. সায়েদাবাদ

৪২. ১৮৭৪ সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থাপিত হয়–
ক. সদরঘাটে খ. চাঁদনীঘাটে
গ. পোস্তগোলায় ঘ. শ্যামবাজারে

৪৩. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎস.....
ক. খনিজ তৈল খ. প্রাকৃতিক গ্যাস
গ. পাহাড়ী নদী ঘ. উপরের সবগুলোই

৪৪. সরকার কত সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে?
ক. ২০১০ সালে খ. ২০১৫ সালে
গ. ২০১৮ সালে ঘ. ২০২০ সালে

৪৫. বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থল-
ক. কাপ্তাই খ. চন্দ্রঘোনা
গ. বান্দরবান ঘ. রামু

৪৬. নিচের কোনটির উপর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত?
ক. নাফ নদী খ. কর্ণফুলী নদী
গ. সুরমা নদী ঘ. কুশিয়ারা নদী

৪৭. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ কোন নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে?
ক. লুসাই নদী খ. নাফ নদী
গ. কাপ্তাই নদী ঘ. কর্ণফুলী নদী

৪৮. কাপ্তাই ড্যাম কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. চট্টগ্রাম খ. রাঙ্গামাটি
গ. কক্সবাজার ঘ. বান্দরবান

৪৯. বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র–
ক. ভেড়ামারা খ. আশুগঞ্জ
গ. সিদ্ধিরগঞ্জ ঘ. গোয়ালপাড়া

৫০. প্রথমবারের মতো দেশে বেসরকারী উদ্যোগে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয় কোথায়?
ক. বড়পুকুরিয়া খ. বাঘাবাড়ী
গ. ভেড়ামারা ঘ. মধ্যপাড়া

৫১. দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কিসের জন্য বিখ্যাত?
ক. প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র ।
খ. প্রথম গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র ।
গ. দ্বিতীয় কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র
ঘ. দ্বিতীয় গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র

৫২. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক. ময়মনসিংহ খ. নেত্রকোণা
গ. সাভার ঘ. পাবনা

৫৩. প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোথায় বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হয়?
ক. চট্টগ্রামে খ. ফেনীতে
গ. নোয়াখালীতে ঘ. লক্ষ্মীপুরে

৫৪. বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়?
ক. চট্টগ্রাম খ. নরসিংদী
গ. দিনাজপুর ঘ. যশোর

৫৫. কোন সংস্থা গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত?
ক. ডেসা খ. পিডিবি
গ. ওয়াপদা ঘ. আরইবি

৫৬. আমাদের দেশে বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ-
ক. গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে
খ. গাছপালা অক্সিজেন ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে ও জীবজগতকে বাঁচায় ।
গ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনো অবদান নেই
ঘ. ঝড় ও বন্যার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়

৫৭. বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট ভূমির কত শতাংশ?
ক. ১৯ শতাংশ খ. ১২ শতাংশ
গ. ১৬ শতাংশ ঘ. ১৭.০৮ শতাংশ

৫৮. খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন ধরনের কাঠ?
ক. চাপালিশ খ. কেওড়া
গ. গেওয়া ঘ. সুন্দরী

৫৯. চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কি?
ক. আখের ছোবড়া খ. বাঁশ
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া

৬০. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত?
ক. সিলেটের বনভূমি খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
গ. ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি ঘ. সন্দরবন

৬১. কোন গাছের কাঠ হতে দিয়াশলাই-এর কাঠি তৈরি হয়?
ক. গরান খ. গেওয়া
গ. ধুন্দল ঘ. চাপালিশ

৬২. কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির কত শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন?
ক. ১৮ খ. ২২
গ. ২৫ ঘ. ২৭

৬৩. বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি দেশের মোট জ্বালানির কত ভাগ পূরণ করে?
ক. শতকরা ৭০ ভাগ খ. শতকরা ৬৫ ভাগ
গ. শতকরা ৫৫ ভাগ ঘ. শতকরা ৬০ ভাগ

৬৪. পেন্সিল তৈরিতে কোন গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়?
ক. গরান খ. নল খাগড়া
গ. ধুন্দল ঘ. গেওয়া

৬৫. দেশের কোন বনাঞ্চলকে চিরহরিৎ বন বলা হয়?
ক. সুন্দরবন খ. মধুপুর বনাঞ্চল
গ. পার্বত্য ঘ. গাজীপুর বনাঞ্চল

৬৬. মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ কোনটি?
ক. গর্জন খ. সেগুন
গ. গামার ঘ. শাল

৬৭. বাংলাদেশে দীর্ঘতম গাছের নাম কি?
ক. বৈলাম খ. ইউক্যালিপটাস
গ. অর্জুন ঘ. মেহগনি

৬৮. বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে-
ক. খুলনা বিভাগে খ. চট্টগ্রাম বিভাগে
গ. বরিশাল বিভাগে ঘ. সিলেট বিভাগে

৬৯. ম্যানগ্রোভ কি?
ক. কেওড়া বন খ. শালবন
গ. উপকূলীয় বন ঘ. চিরহরিৎ বন

৭০. সুন্দরবনের আয়তন প্রায় কত বর্গ কিলোমিটার?
ক. ৩৮০০ খ. ১০০০০ গ. ৫৫৭৫ ঘ. ৬৯০০

৭১. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়েছে?
ক. মধুপুর বন খ. সুন্দরবন
গ. বান্দরবান ঘ. হিমছড়ি বন

৭২. পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন-
ক. সুন্দরবন খ. ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি
গ. সরলবর্গীয় বনভূমি ঘ. চিরহরিৎ বনভূমি

উত্তরমালা

১	ঘ	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	ক
১১	ঘ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	খ

২১	খ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	খ	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	ঘ	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	ঘ	৪৮	খ	৪৯	ক	৫০	ক
৫১	ক	৫২	ঘ	৫৩	খ	৫৪	খ	৫৫	ঘ	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	ঘ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	খ	৬২	গ	৬৩	ঘ	৬৪	গ	৬৫	গ	৬৬	ঘ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	খ
৭১	খ	৭২	ক																

Student's Work

১. **বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) সময়সীমা কত?** *[৪৪তম বিসিএস]*
ক. ২০২১-২০৩০ খ. ২০২৪-২০৩২
গ. ২০২১-২০৪১ ঘ. ২০২২-২০৫০

২. **একনেক (ECNEC)- এর প্রধান কে?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. অর্থমন্ত্রী
গ. বাণিজ্যমন্ত্রী ঘ. পরিকল্পনা মন্ত্রী

৩. **'সেকেন্ডারি মার্কেট' কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. শ্রম বাজার খ. চাকুরি বাজার
গ. স্টক মার্কেট ঘ. কৃষি বাজার

৪. **বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. আয়কর খ. ভূমিকর
গ. আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৫. **Alliance যে দেশভিত্তিক গার্মেন্টস ব্রান্ডগুলোর সংগঠন-** *[৪০তম বিসিএস]*
ক. যুক্তরাজ্যের খ. যুক্তরাষ্ট্রের
গ. কানাডার ঘ. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের

৬. **৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিবছর বাংলাদেশের গড় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা।** *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. ৭.০০% খ. ৭.১২%
গ. ৭.৩০% ঘ. ৭.৪০%

৭. **বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বিষয় কি?** *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. প্রবাসী শ্রমিক খ. পাট
গ. রেডিমেট গার্মেন্টস ঘ. চামড়া

৮. **বাংলাদেশর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান পণ্য/খাত/শিল্প কোনটি?** *[৩৩তম, ২২তম ও ২১তম বিসিএস]*
ক. পাট ও পাটজাত পণ্য খ. চা
গ. হিমায়িত চিংড়ি ঘ. তৈরি পোশাক

৯. **মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কখন থেকে চালু হয়?** *[২৫তম বিসিএস]*
ক. ১ জুলাই, ১৯৯১ খ. ১ জুলাই, ১৯৯৩
গ. ১ জুলাই, ১৯৯৫ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৬

১০. **কোন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়?** *[২৪তম বিসিএস]*
ক. আয়কর খ. আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক
গ. ভূমি রাজস্ব ঘ. মূল্য সংযোজন কর

১১. **সম্প্রতি গার্মেন্টসসহ কতিপয় দ্রব্য বিনাশুল্কে কোন দেশে প্রবেশাধিকার পেয়েছে?** *[২৪তম বিসিএস]*
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা
গ. জাপান ঘ. চীন

১২. **বাংলাদেশের প্রথম 'ইপিজেড' কোথায় স্থাপিত হয়?** *[২০তম বিসিএস]*
ক. সাভারে খ. চট্টগ্রামে
গ. মংলায় ঘ. ঈশ্বরদীতে

১৩. **ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি?** *[১৪ বিসিএস]*
ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়াম সালফেট

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ঘ	৭	গ	৮	ঘ
৯	ক	১০	ঘ	১১	খ	১২	খ	১৩	খ						

১. **BSTI এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী?** [৪৪তম বিসিএস]
ক. BAngladesh Salt Testing Institute
খ. Bangladesh Strategic Trqaing Institute
গ. Bangladesh Standards and Testing Institution
ঘ. Bangladesh Society for Telecommunication and Information

২. **বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা হয়?** [৪১তম বিসিএস]
ক. IDA credit এর মাধ্যমে
খ. IMF এর bailout package এর মাধ্যমে
গ. প্রবাসীদের পাঠানো remittance এর মাধ্যমে
ঘ. বিশ্ব ব্যাংকের budgetary support এর মাধ্যমে

৩. **ট্যারিফ কমিশন কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?** [৩৭তম বিসিএস]
ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঘ. শিল্প মন্ত্রণালয়

৪. **ঘোড়াশাল সার কারাখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?** [১৬তম; ১৪তম বিসিএস]
ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়া সালফেট

৫. **জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?** [২৪তম বিসিএস; ১৬তম বিসিএস]
ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট

৬. **ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সারের নাম কোনটি?** [৩৫তম বিসিএস]
ক. ইউরিয়া এবং এএসপি খ. টিএসপি এবং এএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট

৭. **ইউরিয়া সারের কাঁচামাল-** [১১তম বিসিএস]
ক. অপরিশোধিত তেল খ. ক্লিংকার
গ. এমোনিয়া ঘ. মিথেন গ্যাস

৮. **চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কী?** [১৪তম বিসিএস]
ক. আঁখের ছোবড়া খ. বাঁশ
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া

৯. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত? [১৪তম বিসিএস]
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা

১০. বাংলাদেশে তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে- [৩৭তম বিসিএস]
ক. ফিনল্যান্ডে খ. ডেনমার্কে
গ. নরওয়েতে ঘ. সুইডেন

১১. ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো- [১১তম বিসিএস]
ক. অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ঔষধ প্রস্তুত বন্ধ করা
খ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করা
গ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া
ঘ. বিদেশি শিল্পপতিদের দেশিয় কাঁচামাল ব্যবহারে বাধ্য করা

১২. বাংলাদেশের প্রথম ঔষধ পার্ক- [৩০তম বিসিএস]
ক. মুন্সীগঞ্জের গাজারিয়ায় খ. গাজীপুরের কালিয়াকৈরে
গ. সাভারের কোনাবাড়িতে ঘ. ময়মনসিংহের ভালুকায়

১৩. বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কী নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]
ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. ঝিনাইদহ গ্রেড
গ. চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড

১৪. বাংলাদেশে সরকারি EPZ সংখ্যা- [৩৭তম বিসিএস]
ক. ৬টি খ. ৮টি* গ. ১০টি ঘ. ১২টি

১৫. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে- [৩৭তম বিসিএস]
ক. চীন* খ. ভারত গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. থাইল্যান্ড

১৬. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর মধ্যে কোন খাতে বাংলাদেশের বেশি কর্মসংস্থান হয়? [৪০তম বিসিএস]
ক. নির্মাণ খাত খ. কৃষি খাত
গ. সেবা খাত ঘ. শিল্প কারখানা খাত

১৭. বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত কোনটি? [৩৩তম বিসিএস]
ক. চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য খ. চা
গ. পাট ঘ. তৈরি পোশাক

১৮. তৈরি পোশাক থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা কত ভাগ আসে (২০২২-২৩ হিসাব মতে)? [১৮তম বিসিএস]
ক. প্রায় ৭৫ ভাগ খ. প্রায় ৭০ ভাগ
গ. প্রায় ৯০ ভাগ ঘ. প্রায় ৮৪ ভাগ

১৯. দেশের রপ্তানি আয়ের মধ্যে চামড়ার অবস্থান কত? [১৯তম বিসিএস]
ক. ১ম খ. ২য় গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ

২০. বাংলাদেশ বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে- [৩৮তম বিসিএস]
ক. ভারত থেকে খ. চীন থেকে*
গ. জাপান থেকে ঘ. সিঙ্গাপুর থেকে

উত্তরমালা

১	গ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ
১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	খ

১. বাংলাদেশের বড় পেপার মিলস্ কোনটি?
ক. কর্ণফুলী খ. চন্দ্রঘোনা
গ. উত্তরবঙ্গ ঘ. খুলনা

২. বাংলাদেশের রেয়নমিল কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. নারায়নগঞ্জ
ঘ. খুলনা ঘ. রাঙ্গামাটি

৩. বাংলাদেশের নিউজপ্রিন্ট মিল কোথায় অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. পকশী
গ. সিলেট ঘ. চন্দ্রঘোনা

৪. এশিয়ার সর্ববৃহৎ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল কত তারিখে বন্ধ হয়ে যায়?
ক. ২৮ নভেম্বর, ২০০২
খ. ২৯ নভেম্বর, ২০০২
গ. ২৭ নভেম্বর, ২০০২
ঘ. ৩০ নভেম্বর, ২০০২

৫. কাঁচামাল হিসেবে আঁখের ছোবড়া ব্যবহার করা হয়-
ক. কর্ণফুলী কাগজ কল, চন্দ্রঘোনা
খ. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, খালিশপুর
গ. উত্তরবঙ্গ কাগজ কল, পাকশি
ঘ. পার্টিকেল বোর্ড মিল, নারায়নগঞ্জ

৬. বাংলাদেশে মোট কয়টি সার কারখানা আছে?
ক. ৬টি খ. ৮টি
গ. ১৫টি ঘ. ১১টি

৭. সবুজ পাট থেকে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত প্রযুক্তি উদ্ভব হয়-
ক. জাপানে খ. বাংলাদেশে
গ. আমেরিকায় ঘ. ইংল্যান্ডে

৮. বর্তমানে দেশে সবচেয়ে বড় সিমেন্ট কারখানা কোনটি?
ক. হুন্দাই সিমেন্ট খ. লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট
গ. হোলসিম সিমেন্ট ঘ. ছাতক সিমেন্ট

৯. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. নারায়নগঞ্জ খ. কক্সবাজার
খ. চট্রগ্রাম ঘ. খুলনা

১০. সৈয়দপুরের সাথে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ যেভাবে সম্পর্কিত, খুলনার সাথে তেমনি কোনটি সম্পর্কিত?
ক. বিভাগীয় শহর খ. শিপইয়ার্ড
গ. সমুদ্রবন্দর ঘ. নদীবন্দর

১১. বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজের নাম কী?
ক. বাংলা দূত খ, স্টেলা মেরিস
গ. রূপসী বাংলা ঘ. সোনার বাংলা

১২. বাংলাদেশে তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে-
ক. ফিনল্যান্ডে খ. ডেনমার্কে
গ. নরওয়েতে ঘ. সুইডেনে

১৩. দেশের তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী স্টিমার বা জাহাজের নাম কী?
ক. এম ভি বাঙ্গালী খ. এম ভি বাংলাদেশি
খ. এম ভি মধুমতি ঘ. এম ভি বঙ্গবন্ধু

১৪. ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো-
ক. অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ঔষধ প্রস্তুত বন্ধ করা
খ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চত করা
গ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া
ঘ. বিদেশি শিল্পপতিদের দেশিয় কাঁচামাল ব্যবহার বাধ্য করা

১৫. বাংলাদেশের প্রথম ঔষধ পার্ক-
ক. মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় খ. গাজীপুরের কালিয়াকৈরে
গ. সাভারের কোনা বাড়িতে ঘ. ময়মনসিংহের ভালুকায়

১৬. বাংলাদেশে থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি হয় কোন দেশে?
ক. নেপাল খ. মিয়ানমার
গ. ব্রাজিল ঘ. শ্রীলংকা

১৭. বাংলাদেশে কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সর্বপ্রথম লন্ডন স্টক মার্কেট লেনদেন শুরু করে?
ক. বেক্সিমকো ফার্মা খ. স্কয়ার ফার্মা
গ. মুন্নু সিরামিক ঘ. ট্রান্সকম

১৮. কোনটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প?
ক. সার শিল্প খ. সিমেন্ট শিল্প
গ. কাগজ শিল্প ঘ. চামড়া শিল্প

১৯. বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কী নামে পরিচিত?
ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. ঝিনাইদহ গ্রেড
খ. চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড

২০. বাংলাদেশে চামড়া শিল্প নগরী কোথায় অবস্থিত?
ক. ধামরাই খ. সাভার
খ. আশুলিয়া ঘ. কামরাঙ্গী জর

২১. The government body responsible for facilitating the export processing zones of Bangladesh is-
ক. Board of Investment খ. SEC
গ. Bangladesh Bank ঘ. BEPZA

২২. BEPZA অর্থ কী?
ক. Bangladesh Export Processing Zones Authority
খ. Bangladesh Export Processing Zone Area
গ. Bangladesh Export Procuring Zone Area
ঘ. Bangladesh Export Procuring Zone Authority

২৩. BEPZA কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৭৯
গ. ১৯৮৪ ঘ. ১৯৮১

২৪. ইপিজেড হলো-
ক. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা
খ. রপ্তানি উন্নয়নকারী সংস্থা
গ. আমদানিও রপ্তানি নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা
ঘ. কোনোটিই নয়

২৫. EPZ এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Export Promotion Zone
খ. Export Processing Zone
গ. Export Production Zone
ঘ. Export Procurement Zone

২৬. বাংলাদেশে EPZ বর্তমানে এলাকা কয়টি?
ক. ৪টি খ. ৬টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি

২৭. বাংলাদেশে সরকারী EPZ সংখ্যা-
ক. ৬টি খ. ৮টি
গ. ১০টি ঘ. ১২টি

২৮. বাংলাদেশে বেসরকারি EPZ আছে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

২৯. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত করণ অঞ্চল-
ক. কুমিল্লা খ. সাভার
গ. চট্রগ্রাম ঘ. ঈশ্বরদী

৩০. বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড (EPZ) কোথায় অবস্থিত?
ক. সাভার খ.চট্রগ্রাম
খ. মংলা ঘ. ঈশ্বরদী

৩১. সর্বাধিক বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানি করা হয়?
ক. সৌদি আরব খ. সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ. মালয়েশিয়া ঘ. কুয়েত

৩২. The exchange of commodities between two countries is known as-
ক. Balance of trade খ. Multilateral Trade
গ. Bilateral Trade ঘ. Barter Trade

৩৩. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য-
ক. পাটজাত দ্রব্য খ. তৈরি পোশাক
গ. জনশক্তি ঘ. চিংড়ি মাছ

৩৪. বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খ্যাত কোনটি?
ক. চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য খ. চা
গ. পাট ঘ. তৈরী পোশাক

৩৫. কর্ণফুলী পেপার মিলস্ কোথায় অবস্থিত?
ক. রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায় খ. সিলেটের ছাতকে
খ. পাবনার পাকশিতে ঘ. কুষ্টিয়ার জগতিতে

৩৬. রপ্তানি আয়ের বিবেচনায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পণ্য-
ক. তৈরি পোশাক খ. হোম টেক্সটাইল
গ. পাটজাত পণ্য ঘ. মেডিসিন

৩৭. চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কী?
ক. আঁখের ছোবড়া খ. বাঁশ
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া

৩৮. রপ্তানি আয়ের দিক থেকে কোনটি সবচেয়ে অর্থকরী ফসল?
ক. চা খ. চাল
গ. পাট ঘ. শাক সবজি

৩৯. পিপিপি এর পূণাঙ্গ রূপ কোনটি?
ক. প্রাইভেট প্রাকটিস অন ফিজিক্স
খ. প্রাইভেট প্রাকটিশনার অন পাবলিক হেলথ
গ. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ
ঘ. প্রাইভেট প্রাকটিস প্রসিডিউটার

৪০. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে কোন দেশ থেকে?
ক. জাপান খ, ফ্রান্স
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. চীন

৪১. বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক. ভারত খ. যুক্তরাষ্ট্র
খ. সিঙ্গাপুর ঘ. জার্মানি

৪২. নিম্নের কোনটি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য নয়?
ক. পাট খ. চা
গ. সিরামিক বাসন-কোসন গ. চামড়া

৪৩. বাংলাদেশের বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে-
ক. ভারত থেকে খ. চীন থেকে
গ. জাপান থেকে ঘ. সিঙ্গাপুর থেকে

৪৪. From which country. Does Bangladesh import the most?
ক. India খ. China
গ. USA ঘ. Britain

৪৫. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত হাট চালু হয় কবে?
ক. ২৩ জুলাই, ২০১১ খ. ২৩ জুলাই, ২০১২
গ. ২৪ জুলাই, ২০১২ ঘ. ২৪ জুলাই, ২০১১

৪৬. কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঢাকা সফরে এসেছিলেন?
ক. জিমি কার্টার খ. বিল ক্লিনটন
গ. জর্জ ডব্লিউ বুশ ঘ. রিচার্ড নিক্সন

৪৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কোন তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন-
ক. ১ লা মার্চ, ২০০০ খ. ২০ মার্চ, ২০০০
গ. ১ লা জানুয়ারি, ২০০১ ঘ. ১৭ এপ্রিল ২০০১

৪৮. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় কে প্রথম বাংলাদেশে সফর করেন?
ক. রোনাল্ড রিগ্যান খ. জর্জ বুশ
গ. জিমি কার্টার ঘ. বিল ক্লিনটন

৪৯. বাংলাদেশ কত সালে 'হানা চুক্তি' স্বাক্ষর করে?
ক. ১৯৯৬ খ. ১৯৯৭
গ. ১৯৯৮ ঘ. ১৯৯৯

৫০. বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে তার নাম-
ক. NAFTA খ. SAPTA
গ. GATT ঘ. TICFA

৫১. 'টিক্‌ফা' চুক্তি কোন দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ভারত-বাংলাদেশ খ. নেপাল-বাংলাদেশ
গ. বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র ঘ. বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য

৫২. বহুল আলোচিত 'টিক্‌ফা' চুক্তির বিষয়-
ক. বাণিজ্যও বিনিয়োগ
খ. অস্ত্রও বিনিয়োগ
গ. যৌথ সামরিক মহড়াও বানিজ্য
ঘ. সন্ত্রাস দমন ও আর্থিক সাহায্য

৫৩. বাংলাদেশ কোন সরকার প্রধান প্রথম চীনে রাষ্ট্রীয় সফরে যান?
ক. প্রেসিডেন্ট এইচ.এম.এরশাদ
খ. প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান
গ. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান
ঘ. প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

৫৪. কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কুটনৈতিক সম্পর্ক নেই?
ক. ইসরায়েল খ. তাইওয়ান
গ. দক্ষিন আফ্রিকা ঘ. হাইতি

৫৫. বাংলাদেশে কোন দেশের দূতাবাস নেই?
ক. স্পেন খ. ফিনল্যান্ড
গ. কাতার ঘ. নেপাল

৫৬. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রি সেতু কোন নদী ওপর অবস্থিত?
ক. বুড়িগঙ্গা খ. শীতলক্ষা
গ. মেঘনা ঘ. যমুনা

৫৭. বংলাদেশের জাতীয় পতাকার সাথে মিল আছে কোন দেশের পতাকার?
ক. ভারত খ. মিশর
গ. জাপান ঘ. থাইল্যান্ড

৫৮. বাংলাদেশের বার্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণকারী সংস্থা হচ্ছে-
ক. বিশ্বব্যাংক
খ. এইড-টু-প্যারিস কনসরটিয়াম বাংলাদেশ
গ. এশীয় উন্নয়ন বাংলাদেশ
ঘ. বাংলাদেশ ডেপেলপমেন্ট ফোরাম

৫৯. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা?
ক. জিকা খ. ইউ.এন.ডি.পি
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. আই.এম.এফ

৬০. কোন সংগঠনটির নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়?
ক. এডিবি খ. বিশ্বব্যাংক
খ. আইএমএফ ঘ. আইডিএ

৬১. বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য দানকারী দেশ কোনটি?
ক. জাপান খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

৬২. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ঋণদাতা দেশ-
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. দক্ষিন কোরিয়া
গ. জাপান ঘ. ইংল্যান্ড

৬৩. বাংলাদেশে 'The Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B)' সহযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ কোনটি?
ক. চীন খ. ভারত
গ. জাপান ঘ. আমেরিকা

৬৪. জাপানে বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার নাম কী?
ক. জাইকা খ. জেটেরো
গ. ডানিডা ঘ. ওসিডি

৬৫. প্যালেস্টাইন সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি-
ক. নিরপেক্ষ খ. প্যালেস্টাইনদের পক্ষে
গ. মিশরী নীতিবাদের পক্ষে ঘ. কোনোটিই নয়

৬৬. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?
ক. ইসরায়েল খ. মঙ্গোলিয়া
গ. ইরাক ঘ. আফগানিস্তান

৬৭. যে দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই-
ক. নামিবিয়া খ. আর্জেন্টিনা
খ. ইসরায়েল ঘ. তিউনিসিয়া

৬৮. যে দেশে বাংলাদেশি পাসপোর্ট দ্বারা ভ্রমন করা যায় না-
ক. তাইওয়ান খ. লিবিয়া
গ. ইসরায়েল ঘ. দক্ষিন কোরিয়া

৬৯. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?
ক. চীন খ. ভারত
গ. পাকিস্তান ঘ. ইসরায়েল

৭০. বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের ডাক যোগাযোগ নেই?
ক. মালাগাছি খ. পূর্ব তিমুর
গ. ইসরায়েল ঘ. লেবানন

৭১. বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই?
ক. ইসরায়েল খ. তাইওয়ান
গ. আফগানিস্তান ঘ. জর্ডান

৭২. বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপতি ইরাক- ইরান যুদ্ধ বন্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন?
ক. প্রসিডেন্ট মরহুম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ. প্রেসিডেন্ট মরহুম শহিদ জিয়াউর রহমান
গ. প্রেসিডেন্ট মরহুম বিচারপতি আব্দুস সাত্তার
ঘ. প্রেসিডেন্ট মরহুম মোহাম্মদ উল্লাহ

৭৩. বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমান সবচেয়ে বেশি কোন দেশের?
ক. জাপান খ. চীন
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. দক্ষিন কোরিয়া

৭৪. What is FDI?
ক. Foreign Donor Investment
খ. Foreign Direct Investment
গ. Foreign Development Index
ঘ. Foreign Development Investment

৭৫. বাংলাদেশের প্রধান তিনটি পাটশিল্প কেন্দ্র কী কী?
ক. নারায়নগঞ্জ, চট্রগ্রাম, চাঁদপুর
খ. নারায়নগঞ্জ, চট্রগ্রাম, খুলনা
গ. নরসিংদী, খুলনা, চট্রগ্রাম
ঘ. নারায়নগঞ্জ, খুলনা, ভৈরব

৭৬. প্রাচ্যের ডান্ডি নামে খ্যাত কোনটি?
ক. মংলা খ. চট্রগ্রাম
গ. নারায়নগঞ্জ ঘ. টঙ্গী

৭৭. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাট কলটি বন্ধ করা হয় কত সালে?
ক. ১ জুন, ২০০২ খ. ৩০ জুন, ২০০২
গ. ৩০ জুলাই, ২০০২ ঘ. ৩১ জুলাই, ২০০২

৭৮. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোনটি?
ক. শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো. লি. ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
খ. জিয়া সার কারখানা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
গ. ঘোড়াশাল সার কারখানা, নরসিংদী
ঘ. চট্রগ্রমাম ইফরিয়া স্যার কারখানা, চট্রগ্রাম

৭৯. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. আশুগঞ্জ খ. ঘোড়াশাল
গ. তারাকান্দি ঘ. সিলেট

৮০. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. ফেঞ্চুগঞ্জ খ. সিদ্ধিরগঞ্জ
খ. আশুগঞ্জ ঘ. হাজীগঞ্জ

৮১. যমুনা সার কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. জামালপুর খ. সিরাজগঞ্জ
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

৮২. যমুনা সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?
খ. ইউরিয়া খ. এমপি
গ. টিএসপি ঘ. কম্পোস্ট

৮৩. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের এর নাম কী?
ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়া সালফেট

৮৪. জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?
ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট

৮৫. ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সারের নাম
ক. ইউরিয়া এবং এএসপি খ. টিএসপি এবং এএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. ডিএপি

৮৬. ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা কোথায়?
ক. ঘোড়াশাল খ. চট্রগ্রাম
গ. আশুগঞ্জ ঘ. সিলেট

৮৭. বেসরকারি খাতে একক বৃহত্তম সার কারখানাটির নাম কী?
ক. কর্ণফুলী সার কো. লি খ. যমুনা সার কারখানা
গ. পলাশ সারা কারখানা ঘ. ঘোড়াশাল সার কারখানা

৮৮. KAFCO কোথায় অবস্থিত?
ক. পাবনা খ. ঘোড়াশাল
গ. চট্রগ্রাম ঘ. নারায়নগঞ্জ

৮৯. কাফকো কোন দেশের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে?
ক. কানাডা খ. চীন
গ. জাপান ঘ. ফ্রান্স

৯০. ইউরিয়া সারের কাঁচামাল-
ক. অপরিশোধিত তেল খ. ক্রিংকার
গ. এমোনিয়া ঘ. মিথেন গ্যাস

৯১. আমাদের দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল কী?
ক. কয়লা
খ. বাতাস থেকে আহরিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস
ঘ. খনি আহরিত নাইট্রেট

৯২. বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় চিনিকল কোনটি?
ক. জয়পুরহাট চিনিকল লি. খ. কষ্টিয়া চিনিকল লি.
গ. কেরু এন্ড কোং লি. ঘ. ঠাকুরগাঁও চিনিকল

৯৩. বাংলাদেশে চিনিকল কয়টি?
ক. ৫ টি খ. ৭ টি
গ. ১০ টি ঘ. ১৫ টি

৯৪. কত সালে বাংলাদেশে কাগজকল স্থাপিত হয়?
ক. ১৯৪৯ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫৩ সালে ঘ. ১৯৫১ সালে

৯৫. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কাগজকল কোনটি?
ক. এশিয়া কাগজকল খ. চন্দ্রঘোনা কাগজকল
গ. কর্ণফুলী কাগজকল ঘ. বাংলাদেশ কাগজকল

৯৬. চন্দ্রঘোনা কাগজের মিল কোথায় অবস্থিত?
ক. মেঘনা নদীল তীরে খ. খুলনা
গ. ভৈরব ঘ. কর্ণফুলী নদীর তীরে

৯৭. কর্ণফুলী পেপার মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়?
ক. গেওয়া কাঠ খ. আঁখের ছোবড়া
খ. নলখাগড়া ঘ. বাঁশ

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	ঘ	৫	গ	৬	গ	৭	খ	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ
১১	খ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	গ
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	গ	৫০	ঘ
৫১	গ	৫২	ক	৫৩	গ	৫৪	খ	৫৫	খ	৫৬	ক	৫৭	গ	৫৮	ঘ	৫৯	গ	৬০	খ
৬১	ক	৬২	গ	৬৩	গ	৬৪	ক	৬৫	খ	৬৬	ক	৬৭	গ	৬৮	গ	৬৯	ঘ	৭০	গ
৭১	ক	৭২	খ	৭৩	গ	৭৪	খ	৭৫	খ	৭৬	গ	৭৭	খ	৭৮	ক	৭৯	ঘ	৮০	ক
৮১	ক	৮২	ক	৮৩	খ	৮৪	গ	৮৫	ক	৮৬	খ	৮৭	ক	৮৮	গ	৮৯	গ	৯০	ঘ
৯১	গ	৯২	গ	৯৩	ঘ	৯৪	গ	৯৫	গ	৯৬	ঘ	৯৭	ঘ						

১. বাংলাদেশের চামড়া শিল্প নগরী কোথায় অবস্থিত?
ক. ধামরাই খ. সাভার
গ. আশুলিয়া ঘ. কামরাঙ্গীর চর

২. বাংলাদেশ সরকার 'শিল্প পার্ক' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কোন স্থানে?
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. মুন্সিগঞ্জ
গ. মংলা ঘ. সিরাজগঞ্জ

৩. কোন আমলে প্রাচীন বাংলার গৌরব 'মসলিন কাপড়' ঢাকায় তৈরি হত?
ক. পাল আমলে খ. মুঘল আমলে
গ. সেন আমলে ঘ. ইংরেজ আমলে

৪. কোনটি মুঘল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল?
ক. মসলিন খ. জামদানি
গ. নকশি কাঁথা ঘ. খাট-পালঙ্ক

৫. ইতিহাস খ্যাত 'মসলিন' এর একটি ছোট টুকরো এখনও সংরক্ষিত আছে-
ক. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে খ. জাতীয় জাদুঘরে
গ. বরেন্দ্র জাদুঘরে ঘ. লালবাগ দুর্গে

৬. 'খদ্দর' শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে-
ক. গুজরাটি থেকে খ. হিন্দি থেকে
গ. উর্দু থেকে ঘ. বর্মি থেকে

৭. ঢাকা শহরে কোন এলাকায় বেনারশী শাড়ি তৈরি হয়?
ক. ডেমরা খ. টঙ্গী
গ. মিরপুর ঘ. তাঁতীবাজার

৮. ২০১৩ সালে ইউনেস্কোর ঐতিহ্যের তালিকায় বাংলাদেশের কোন শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
ক. মসলিন খ. জামদানি
গ. নকশী কাঁথা ঘ. রিক্সা নকশা

৯. MFA এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Multi Fiber Agreement
খ. Multi Fiber Arrangement
গ. Most Favourable Agreement
ঘ. Most Fabourable Arrangement

১০. WTO চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ কোটাবিহীন বাজারে পোশাক সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে-
ক. ২০০৫ সালে খ. ২০০৬ সালে
গ. ২০০৭ সালে ঘ. ২০০৮ সালে

১১. বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রধান বৈদেশিক বাজার কোন দেশে?
ক. চীন খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. জাপান ঘ. সৌদি আরব

১২. বাংলাদেশের পোশাক সর্বাধিক কোন দেশে রপ্তানি করা হয়?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. যুক্তরাজ্য
গ. ফ্রান্স ঘ. জার্মানি

১৩. বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

১৪. G.S.P এর পূর্ণরূপ–
ক. Generalized System of Preferences
খ. General System of Preference
গ. General System of Prevention
ঘ. General System of Procurement

১৫. আমেরিকা বাংলাদেশকে দেয়া জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে-
ক. ২৭ জুন, ২০১৩ খ. ২৯ জুন, ২০১৩
গ. ৩০ জুন, ২০১৩ ঘ. ১ জুলাই, ২০১৩

১৬. বাংলাদেশ কোন পণ্য রপ্তানি থেকে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে?
ক. চা খ. তৈরি পোশাক
গ. পাট ঘ. তামাক

১৭. Which of the following Organization is responsible for certitying quality standards of goods produced in Bangladesh?
ক. BITAC খ. BSTI
গ. TCB ঘ. NBR

১৮. What was the first Bangladeshi product to be included in Geographical Indication (GI) list?
ক. Hilsha খ. Moslin
গ. Jamdani ঘ. Jamdani

১৯. What does BIDA stand for?
ক. Bangladesh Irrigation Development Authourity
খ. Bangladesh Indutry Development Authourity
গ. Bangladesh Investment Development Authourity
ঘ. Bangladesh Import Development Authourity

২০. BIDA এর পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের নাম কী ছিল?
ক. বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
খ. বেসরকারি বিনিয়োগ বোর্ড
গ. বিনিয়োগ বোর্ড
ঘ. বাংলাদেশ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

২১. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল কোনটি?
ক. আনোয়ারা খ. মিরসরাই
গ. সীতাকুণ্ড ঘ. কোনোটিই নয়

২২. The regulatory authority of economic zones in Bangladesh is-
ক. BEZA খ. BEPZA
গ. BIDA ঘ. BSEC

২৩. The Uttara EPZ is located at-
ক. Chittagong খ. Mongla
গ. Nilphamari ঘ. Uttara

২৪. Abdul Monem Economic Zone is located in-
ক. Habiganj খ. Gazipur
গ. Gazaria ঘ. Netrakona

২৫. The proposed Japanese Economic Zone is situated in-
ক. Gazipur খ. Manikganj
গ. Norgingdi ঘ. Narayanganj

২৬. বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা হয়?
ক. IDA credit এর মাধ্যমে
খ. IMF এর bailout package এর মাধ্যমে
গ. প্রবাসীদের পাঠানো remittance এর মাধ্যমে
ঘ. বিশ্ব ব্যাংকের budgetary support এর মাধ্যমে

২৭. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি সবচাইতে বেশি?
ক. ভারত খ. জাপান
গ. রাশিয়া ঘ. চীন

২৮. CBA এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Collective Bargaining Act
খ. Collective Bargaining Agency
গ. Collective Bargaining Agent
ঘ. Collective Bargaining Authority

২৯. A 'CBA' represents-
ক. Employers খ. Officers
গ. Workers ঘ. all of thedse

৩০. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কত বছরের নিচে শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না?
ক. ১২ বছর খ. ১৪ বছর
গ. ১৬ বছর ঘ. ১৮ বছর

৩১. প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে কোন সরকারের আমলে গঠিত হয়?
ক. হোসাইর মোহাম্মদ এরশাদ
খ. বেগম জিয়া
গ. শেখ হাসিনা
ঘ. দলীয় জোট

৩২. বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন-
ক. FBCCI খ. DCCI
গ. SEC ঘ. BKMEA

৩৩. বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন কোনটি?
ক. এফবিসিসিআই খ.বিজিএমইএ
গ. বিকেএমইএ ঘ. ডিসিসিআই

৩৪. এফবিসিসিআই এর সদস্য হতে পারে?
ক. Industrial unit
খ. Commercial establishment
গ. Trade association
ঘ. None of these

৩৫. **What dose DCCI Stand for?**
ক. Dhaka Construction Companies Institute
খ. Dhaka Certer for Coltural Integration
গ. Double Coated Cyanide Insulator
ঘ. Dhaka Chambers of Commerce & Insulator

৩৬. **বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র 'রয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' কোথায় অবস্থিত?**
ক. ঢাকা খ. সিলেট
গ. কুমিল্লা ঘ. চট্রগ্রাম

৩৭. **REHAB এর পূর্ণরূপ হলো-**
ক. Real Estat Housing Association of Bangladesh
খ. Real Estate Housing Association of Bangladesh
গ. Real Estate Housing Associates of Bangladesh
ঘ. Real Estate Housing Associates of Bangladesh

৩৮. **বাংলাদেশের সফটওয়্যার প্রস্তুতকারীদের সমিতির নাম-**
ক. সফটএস খ. বেসিস
গ. বাটেক্সপো ঘ. বিএসসিআইসি

৩৯. **বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী শীর্ষ দেশ কোনটি?**
ক. সৌদি আরব খ. কুয়েত
গ. সংযুক্ত আরব আমিরাত ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

৪০. **বাংলাদেশের প্রথম EPZ কোনটি?**
ক. চট্রগ্রাম ইপিজেড খ. ঢাকা ইপিজেড
গ. কুমিল্লা ইপিজেড ঘ. রংপুর ইপিজেড

৪১. **বাংলাদেশে EPZ এর কার্যক্রম কোন সালে শুরু হয়?**
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮৩
খ. ১৯৭৭ ঘ. ১৯৮২

৪২. **DEPZ (Dhaka Export Processing Zone) কোথায়?**
ক. ঈশ্বরদীতে খ. পতেঙ্গায়
গ. সাভারে ঘ. কুমিল্লায়

৪৩. **বাংলাদেশের অষ্টম EPZ এর নাম কী?**
ক. কর্ণফুলী ইপিজেড খ. চট্রগ্রাম ইপিজেড
গ. সীতাকুন্ড ইপিজেড ঘ. কক্সবাজার ইপিজেড

৪৪. **বাংলাদেশে সর্বশেষ EPZ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?**
ক. আদমজীনগর খ. মানিকনগর
খ. নবীনগর ঘ. চট্রগ্রাম

৪৫. **দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ-**
ক. উত্তরা, নীলফামারী খ. মেঘনা. মুন্সিগঞ্জ
গ. আদমজী, নারায়নগঞ্জ ঘ. ঈশ্বরদী, পাবনা

৪৬. **বাংলাদেশে EPZ নেই-**
ক. কুমিল্লায় খ. মংলায়
গ. ঈশ্বরদীতে ঘ. রাজশাহীতে

৪৭. **বাংলাদেশে বর্তমানে 'আদমজী' নামটি কোন বিষয় সম্পর্কিত?**
ক. Sugar Mill খ. Landfill
গ. Paper Mill ঘ. Export processing zone

৪৮. **ইপিজেড-এ চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ কোন শিল্পে?**
ক. তৈরি পোশাক শিল্পে খ. বস্ত্র শিল্পে
গ. ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পে ঘ. চামড়া শিল্পে

৪৯. **Largest Economic zone of Bangladesh is located in-**
ক. Chattogram খ. Dhaka
গ. Gazipur ঘ. Khulna

৫০. **বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি পণ্য-**
ক. পাটজাত দ্রব্য খ. তৈরি পোশাক
গ. জনশক্তি ঘ. চিংড়ি মাছ

৫১. **বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে-**
ক. চীন খ. ভারত
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. থাইল্যান্ড

৫২. **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর মধ্যে কোন খাতে বাংলাদেশে বেশি কর্মসংস্থান হয়?**
ক. নির্মান খাত খ. কৃষি খাত
গ. সেবা খাত ঘ. শিল্প কারখানা খাত

৫৩. **বাংলাদেশে শতকরা কতজন লোক কৃষি কাজ করে?**
ক. ৫০ জন খ. ৪০ জন
গ. ৬০ জন ঘ. ৭০ জন

উত্তরমালা

১	খ	২	ঘ	৩	খ	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	গ
২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ঘ	৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	ক
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	ঘ	৪৫	ক	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	গ	৫২	খ	৫৩	খ														

১. **বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান?**
ক. পুঁজিবাদী খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. মিশ্র ঘ. ইসলামী

২. **বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি কত সনে চালু হয়?**
ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯২
গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৫

৩. **GDP এর পূর্ণরূপ হলো-**
ক. Growth of Domestic Product
খ. Gross Domestic Product
গ. Growing Diversified Product
ঘ. General Domestic Product

৪. **প্রতি অর্থ বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত মোট চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য হলো-**
ক. নিউ দেশজ উৎপাদন খ. মোট দেশজ উৎপাদন
গ. মোট জাতীয় উৎপাদন ঘ. নিট জাতীয় উৎপাদন

৫. **এক অর্থবছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের পরিমাণ-**
ক. GNP খ. National Income
গ. NDP ঘ. GDP

৬. **NNP এর পুরো নাম?**
ক. Net National Product খ. Net National Price
গ. Net National Profit ঘ. National Net Price

৭. প্রবাসী আয়কে হিসাবে ধরা হয়?
ক. GDP খ. NNP
গ. Both ঘ. None

৮. কোনটি সাধারণত বৃহত্তম-GNP, GDP বা NNP?
ক. GDP খ. GNP
গ. NNP ঘ. All these are equal

৯. কোন দেশের মোট জাতীয় আজকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়?
ক. জিডিপি খ. জিএনপি
গ. মাথাপিছু আয় ঘ. কোনোটিই নয়

১০. মাথাপিছু আয় বের করার জন্য মোট জাতীয় উৎপাদনকে ভাগ করা হয়?
ক. মোট সাবালক সংখ্যা দিয়ে
খ. মোট কর্মরত পুরুষ দ্বারা
গ. নারী-পুরষ সংখ্যা দিয়ে
ঘ. মোট জনসংখ্যা দিয়ে

১১. জিডিপি'র আকার বিচারে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্থনীতি কোনটি?
ক. জাপান খ. চীন
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. কানাডা

১২. যুক্তরাষ্ট ব্যতীত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ কোনটি?
ক. ইংল্যান্ড খ. রাশিয়া
গ. জাপান ঘ. চীন

১৩. GDP এর পূর্ণরূপ হলো?
ক. Growth of Domestic Product
খ. Gross Demestic Product
গ. Growing Diversified Product
ঘ. General Domestic Product

১৪. বাংলাদেশের জাতীয় আয় গণনায় দেশের অর্থনীতিকে ক'টি খাতে ভাগ করা হয়?
ক. ১২ খ. ১৩
গ. ১৪ ঘ. ১৫

১৫. বাংলাদেশের উন্নয়ন অবস্থা পরিমাপের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা?
ক. স্বাক্ষরতা হার খ. শক্তির ব্যবহার
গ. পুষ্টিগত অবস্থা ঘ. মাথাপিছু আয়

১৬. মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ কী ধরনের দেশ?
ক. উচ্চ আয়ের দেশ খ. উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ
গ. নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ ঘ. নিম্ন আয়ের দেশ

১৭. কোন দেশ বা সংস্থা বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা করে?
ক. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ. বিশ্ব ব্যাংক ঘ. জাপান

১৮. বাংলাদেশ কোন অর্থবছরে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি এক হাজার ডলার অতিক্রম করে?
ক. ২০১০-২০১১ খ. ২০১১-২০১২
গ. ২০১২-২০১৩ ঘ. ২০১৩-২০১৪

১৯. বিশ্বব্যাংক কবে বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে?
ক. ১ জুন, ২০১৪ খ. ১ জুন, ২০১৫
গ. ১ জুলাই, ২০১৫ ঘ. ২ জুলাই, ২০১৫

২০. ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জিত বাংলাদেশের অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার?
ক. ৫% খ. ৭.৬৫%
গ. ৬.৩% ঘ. ৫.৪৭%

২১. বাংলাদেশে বর্তমান বাজার দরে মাথাপিছু আয় এর পরিমাণ?
ক. ২০১০০ টাকা খ. ২,৭০,৪১৪ টাকা
গ. ১২২৪০ টাকা ঘ. ১,৩৬,৭৮৬ টাকা

২২. দেশের মাথাপিছু আয় কোন প্রতিষ্ঠান প্রচলন ও প্রকাশ করে?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. বিবিএস
গ. নিপোর্ট ঘ. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

২৩. বাংলাদেশের জিডিপি তে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি?
ক. কৃষি খ. শিল্প
গ. বাণিজ্য ঘ. সেবা

২৪. ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি-তে শিল্প খাতের অবদান কত শতাংশ ছিল?
ক. ২৯.৬৬% খ. ৩০.৬৬%
গ. ৩২.৬৬% ঘ. ৩৭.০৭%

২৫. বাংলাদেশের কৃষি খাতের (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসহ) অবদান-
ক. ৫০% খ. ১২.০৯%
গ. ১৪.১১% ঘ. ১১.৩৮%

২৬. নিচের কোনটি 'কৃষি ও মৎস্য' খাতের একটি উপখাত?
ক. শস্য খ. প্রাণিসম্পদ
গ. বনজ ঘ. ক, খ, ও গ

২৭. বাংলাদেশের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান কত?
ক. ২% খ. ১.৭৬%
গ. ৬.৫% ঘ. ১.৫৪%

২৮. ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় মার্কিন ডলারে কত?
ক. ২১২৭ খ. ২২০৭
গ. ২৮২৪ ঘ. ২০২৭

২৯. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কোন খাতে প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি?
ক. কৃষি ও বজন খ. মৎস্য
গ. শিল্প ঘ. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা

৩০. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কী?
ক. কাস্টমস খ. আয়কর
গ. কৃষি ঘ. ভ্যাট

৩১. বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে?
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. ফি ঘ. সরকারি প্রতিষ্ঠানের লাভ

৩২. কোন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়?
ক. আয়কর খ. আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক
গ. ভূমি রাজস্ব ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৩৩. বাংলাদেশের সরকারি আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
ক. আমদানি শুল্ক খ. রপ্তানি শুল্ক
গ. আয়কর ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৩৪. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কী?
ক. কর রাজস্ব খ. রেমিট্যান্স
গ. বৈদেশিক বাণিজ্য ঘ. পোষাক শিল্প

৩৫. বাংলাদেশের কর সংগ্রহের জন্য কোন সরকারি সংস্থাটি দায়িত্ব প্রাপ্ত?
ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খ. বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয়
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. পরিকল্পনা কমিশন

৩৬. আয়কর বিভাগের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থাকে বলা হয়?
ক. ECNEC খ. NBR
গ. NRB ঘ. SEC

৩৭. National Board of Revenue এর প্রধান নির্বাহীর পদবি কী?
ক. মহাপরিচালক খ. মহাপরিদর্শক
গ. রেক্টর ঘ. চেয়ারম্যান

৩৮. বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর প্রথম প্রবর্তিত হয় কবে?
ক. ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ খ. ১ জুলাই, ১৯৯১
গ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯২ ঘ. ১ জুলাই, ১৯৯২

৩৯. ভ্যাট শব্দটি দ্বারা কী বোঝায়?
ক. Valuation Agreement of Taxes
খ. Value Added Tax
গ. Variation in Addition Taxes
ঘ. Valuatio of Additional Taxes

৪০. 'ভ্যাট' একটি-
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. পরিপূরক কর ঘ. সম্পূরক কর

৪১. সরকারের আর্থিক নীতি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?
ক. ট্যাক্স খ. মানি সাপ্লাই
গ. এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ঘ. কোনোটিই নয়

৪২. নিচের কোনটি সরকারের রাজস্বের উৎস নয়?
ক. কর্পোরেট কর খ. বাণিজ্য শুল্ক
গ. মূল্য সংযোজন কর
ঘ. All are sources of Govt. revenue

৪৩. নিচের কোনটি সরকারি রাজস্বের উৎস নয়?
ক. Value Added Tax
খ. Custom Duty
গ. Foreign Remittance
ঘ. Income Tax

৪৪. Excise duty এর পরিভাষা কোনটি?
ক. অতিরিক্ত কর খ. আবগারি শুল্ক
গ. অর্পিত দায়িত্ব ঘ. অতিরিক্ত কর্তব্য

৪৫. প্রত্যক্ষ শুল্কের আওতায় পড়ে-
ক. আবগারী শুল্ক খ. বিক্রয় কর
গ. আয়কর ঘ. আমোদ কর

৪৬. ভূমিকর কোন ধরনের কর?
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. উন্নয়ন কর

৪৭. 'সম্পত্তি কর' কোন ধরনের করের উদাহরণ?
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. ব্যক্তিগত কর ঘ. পারিবারিক কর

৪৮. কোনটি প্রত্যক্ষ কর নয়?
ক. আয়কর খ. সম্পত্তি কর
গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. সবগুলোই

৪৯. নিচের কোনটি পরোক্ষ কর নয়?
ক. বিক্রয় কর খ. আয়কর
গ. রপ্তানি শুল্ক ঘ. ভ্যাট

৫০. TIN stands for-
ক. Tax Index Number
খ. Taxpayers Indetifecation Number
গ. Tax Information Number
ঘ. Tax Information Network

৫১. ই-টিআইএন হলো?
ক. পুলিশ পরিচিতি নম্বর
খ. নাবিকের পরিচিতি নম্বর
গ. বিদেশি রাষ্ট্রদূতের পরিচিতি নম্বর
ঘ. করদাতার পরিচিতি নম্বর

৫২. কর পরিশোধে কখন বাংলাদেশে ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালু হয়?
ক. মে ২০১২ খ. মে ২০১৩
গ. জুন ২০১২ ঘ. জুন ২০১৩

৫৩. বাংলাদেশ জাতীয় আয়কর দিবস কোন তারিখে পালন করা হয়?
ক. ৩০ অক্টোবর খ. ৩০ নভেম্বর
গ. ৩০ জুন ঘ. ৩০ সেপ্টেম্বর

৫৪. বাংলাদেশ সরকার যে উদ্দেশ্যে সিগারেট উৎপাদনে ট্যাক্স বসায়-
ক. রাজস্ব আয়
খ. রাজস্ব আয় এবং ধুমপান নিরুৎসাহিতকরণ
গ. ধুমপান নিরুৎসাহিকরণ
ঘ. ধুমপানে উৎসাহ দান

৫৫. What is the maximum limit of tax free yearly personal income?
ক. tk. 1,00,000 খ. tk. 120,000
গ. tk. 3,50,000 ঘ. tk. 2,30,000

৫৬. বাংলাদেশের মহিলাদের জন্য করমুক্ত বাৎসরিক ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমাত কত?
ক. ১,৮০,০০০ টাকা খ. ২,০০,০০০ টাকা
গ. ২,৫০,০০০ টাকা ঘ. ৪,০০,০০০ টাকা

৫৭. What is the limit of tax free in come for woman and above 65 years old people in Bangladesh?
ক. BDT 4 Lakh
খ. BDT 2 Lakh 75 thousand
গ. BDT 3 Lakh
ঘ. BDT 4 Lakh 50 thousand

৫৮. The maximum tax rate on personal income under the prposed national budget is-
ক. 40% খ. 25%
গ. 33% ঘ. 30%

৫৯. ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ন্যূনতম আয়কর কত?
ক. ৩ হাজার টাকা খ. ৪ হাজার টাকা
গ. ৫ হাজার টাকা ঘ. ৬ হাজার টাকা

৬০. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থার নাম কী?
ক. Planning Commission
খ. Ministry of Finance
গ. Ministry of Public Administration
ঘ. ECNEC

৬১. ECNEC এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী?
ক. Executive Committee of National Economic Council
খ. Executive Council of National Economic Committee
গ. Exonomic Council of National Executive Committee
ঘ. Economic Committee of National Executive Council

৬২. ECNEC এর বিকল্প চেয়ারম্যান-
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর
খ. অর্থমন্ত্রী
গ. রাষ্ট্রপতি
ঘ. প্রধানমন্ত্রী

৬৩. বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ এর সভাপতি হচ্ছেন-
ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. অর্থমন্ত্রী ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

৬৪. বাংলাদেশ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের চেয়ারম্যান কে?
ক. অর্থমন্ত্রী খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. রাষ্ট্রপতি ঘ. পরিকল্পনা মন্ত্রী

৬৫. বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কোন সংস্থা?
ক. অর্থ মন্ত্রণালয় খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গ. পরিকল্পনা কমিশন ঘ. মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রণালয়

৬৬. আমাদের দেশে এ যাবৎ কয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে?
ক. ৮ খ. ৭
গ. ৫ ঘ. ১০

৬৭. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন মেয়াদকালের জন্য প্রযোজ্য ছিল?
ক. ১৯৭২-১৯৯৭ খ. ১৯৭৩-১৯৭৮
গ. ১৯৭৪-১৯৭৯ ঘ. ১৯৭৫-১৯৮০

৬৮. কোন সাল থেকে বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়?
ক. জুলাই, ১৯৭৩ খ. জুলাই, ১৯৭৮
গ. জুলাই, ১৯৮০ ঘ. জুলাই, ১৯৭২

৬৯. বাংলাদেশে বর্তমানে কততম পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন?
ক. ষষ্ঠ খ. সপ্তম
গ. অষ্টম ঘ. নবম

৭০. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিবছর বাংলাদেশের গড় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা-
ক. ৭.০০% খ. ৭.১২%
গ. ৭.৩০% ঘ. ৭.৪০%

৭১. বড় উন্নয়ন প্রকল্প কোথায় অনুমোদিত হয়?
ক. মন্ত্রিপরিষদ সভার খ. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ সভায়
গ. ECNEC সভায় ঘ. জাতীয় সংসদ অধিবেশনে

৭২. একনেক এর প্রধান কে?
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. অর্থমন্ত্রী
গ. বাণিজ্যমন্ত্রী ঘ. পরিকল্পনা মন্ত্রী

৭৩. বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত কতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে?
ক. ৬টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৯টি

৭৪. The 8th Five-Year Plan (2021-2025) recently been approved with targets to attain ..... GDP growth.
ক. 8.1% খ. 8.25%
গ. 8.51% ঘ. 8.75%

৭৫. বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সন কোনটি?
ক. ১ জানুয়ারি-৩১ডিসেম্বর খ. ১ জুলাই - ৩০ জুন
গ. ১ বৈশাখ-৩০ চৈত্র ঘ. ১ মার্চ- ২৮ ফেব্রুয়ারি

৭৬. বাংলাদেশ কোন তারিখ থেকে অর্থবছর শুরু হয়?
ক. ১লা বৈশাখ খ. ১লা জানুয়ারি
গ. ১লা জুলাই ঘ. ৩০শে জুন

৭৭. বাজেট বলতে বুঝায়?
ক. আগামী আর্থিক বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়
খ. বিগত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়
গ. যে কোন আর্থিক বছরের আয় ও ব্যয়
ঘ. ২০০৫-০৬ সালের আয় ও ব্যয়

৭৮. কোন অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম বাজেট করেন?
ক. ড. এ. আর মল্লিক খ. তাজউদ্দিন আহমদ
গ. ড. এম. এন. হুদা ঘ. সম্পূরক বাজেট

৭৯. বাংলাদেশে সাধারণত প্রণয়ন করা হয়-
ক. উদ্বৃত্ত বাজেট খ. ঘাটিত বাজেট
গ. সুষম বাজেট ঘ. সম্পূরক বাজেট

৮০. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বাংলাদেশের কততম বাজেট?
ক. ৪৭তম খ. ৪৬তম
গ. ৫২তম ঘ. ৪৮তম

৮১. ২০২২-২০২৩ সালের বাজেট বাংলাদেশের কততম বাজেট?
ক. উন্নয়নের জোয়ারে বাংলাদেশ
খ. কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন
গ. উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ
ঘ. সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ

৮২. বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ এ মোট ব্যয় ধরা হয়েছে?
ক. ৪,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
খ. ৫,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
গ. ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা
ঘ. ৬,৬৮,৩৮১ কোটি টাকা

৮৩. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয় কোন খাতে?
ক. কৃষি খ. শিক্ষা ও প্রযুক্তি
গ. স্বাস্থ্য ঘ. জনপ্রশাসন

৮৪. ADP stand for-
ক. Annual Development Programme
খ. Annual Development Plan
গ. Annual Development Policy
ঘ. None of these

৮৫. বাংলাদেশ সরকার কত বছরের কর্মসূচি হিসেবে ADP ঘোষণা করে?
ক. ১ বছর খ. ৩ বছর
গ. ৫ বছর ঘ. ২ বছর

৮৬. চলতি আর্থিক বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকি কত টাকা ধরা হয়েছে?
ক. ১০০০ কোটি টাকা খ. ৪০০০ কোটি টাকা
গ. ৯৫০০ কোটি টাকা ঘ. ৬০০০ কোটি টাকা

৮৭. বাংলাদেশের ২০২৩-২৪ সালের বাজেটে শিক্ষা খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে?
ক. ১,০৪,১৩৭ কোটি টাকা খ. ১৩,১৭৯ কোটি টাকা
গ. ২৫,২২০ কোটি টাকা ঘ. ৫০,০১৭ কোটি টাকা

৮৮. Budget শব্দের মূল অর্থ?
ক. মূলধন খ. বণ্টন
গ. মুনাফা ঘ. থলে

৮৯. নিরাপত্তা জাল কর্মসূচিতে সরকার বাজেট কত কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে?
ক. ১,১৩,৫৭৬ খ. ১৫,১১৯
গ. ১০,৫০০ ঘ. ১৭,৩২৭

৯০. বাংলাদেশের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটে জিডিপির প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার কত?
ক. ৮.০০ শতাংশ খ. ৭.৫ শতাংশ
গ. ৭.৬৫ শতাংশ ঘ. ৭.৮০ শতাংশ

৯১. জাতীয় বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ প্রথম কখন দেওয়া হয়?
ক. Fiscal year 1975-76
খ. Fiscal year 1972-73
গ. Fiscal year 1973-74
ঘ. Fiscal year 1977-78

৯২. বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্রের হার কত?
ক. ১৮.৭% খ. ২৪.৫%
গ. ২৩.৬% ঘ. ২৬.৫%

৯৩. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত অংশ হতদরিদ্র?
ক. ১৩.৬ খ. ৫.৬
গ. ১১.৯ ঘ. ১০.৫

৯৪. VGF বলতে বোঝায়-
ক. Vulnerable Group Feeding
খ. Vulenrable Group funding
গ. Vulenerable Group finding
ঘ. Village Group Funding

৯৫. বয়স্ক ভাতা যার অন্তর্ভুক্ত-
ক. বয়স-বৈষম্য খ. সমাজসেবা
গ. সামাজিক নিরাপত্তা ঘ. পরিবারিক নিরাপত্তা

৯৬. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী?
ক. জননিরাপত্তা খ. দরিদ্রদের নিরাপত্তা
গ. পুলিশী নিরাপত্তা ঘ. দরিদ্রদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

৯৭. বাংলাদেশের কবে থেকে বয়স্ক ভাতা চালু হয়?
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৯৯ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

৯৮. পল্লী উন্নয়নকল্পে কাজের বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি কবে চালু হয়?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৯৬ সালে

৯৯. 'একটি বাড়ি একটি খামার' চালু হয় কত সালে?
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৯৭ সালে
গ. ১৯৯৬ সালে ঘ. ১৯৯৯ সালে

১০০. IPRSP এর অর্থ কী?
ক. Interim Poverty Reduction Strategy Paper
খ. International Poverty Reduction Strategy Paper
গ. Internal Poverty Reduction Strategy Paper
ঘ. Inter-Poverty Reductio Strategy Paper

১০১. PRSP হচ্ছে-
ক. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
খ. দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত কৌশলপত্র
গ. বাজেট বিশ্লেষণ
ঘ. দারিদ্রকে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত কৌশলপত্র

১০২. গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির নাম কী?
ক. বার্ড খ. বিআরডিবি
গ. আরডিএ ঘ. আরএসএস

১০৩. বাংলাদেশের প্রথম কিশোর সংশোধন কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?
ক. চাঁদপুর খ. টঙ্গী, গাজীপুর
গ. গোদনাইল ঘ. মোরাপাড়া

১০৪. বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন প্রতিষ্ঠানটি কোথায় অবস্থিত?
ক. টঙ্গি খ. কোনাবাড়ি
গ. যাশোর ঘ. গাজীপুর

১০৫. বাংলা কিশোর অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়া বয়স কত?
ক. ৬-১৮ বছর খ. ৭-১৬ বছর
গ. ৯-১৫ বছর ঘ. ৮-১২ বছর

১০৬. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করা হয় কবে?
ক. ১৯৬১ সালে খ. ১৯৬২ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৮০ সালে

১০৭. বাংলাদেশে বর্তমানে রক্তদান কার্যক্রমে কোন প্রতিষ্ঠানটি শীর্ষস্থানে রয়েছে?
ক. কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
গ. সন্ধানী ঘ. ঢাকা মেডিকেল কলেজ

১০৮. হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়?
ক. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
খ. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ঘ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১০৯. জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ গঠিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৫২ সালে
গ. ১৯৫৪ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে

১১০. কোন সময়ে 'মঙ্গা দেখা দেয়'?
ক. বৈশাখ-আষাঢ় খ. শ্রাবণ-ভাদ্র
গ. ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ঘ. পৌষ-মাঘ

১১১. 'মঙ্গা' শব্দটি কোন অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত?
ক. উত্তরাঞ্চল খ. দক্ষিণাঞ্চল
গ. পার্বত্যাঞ্চল ঘ. পশ্চিমাঞ্চল

১১২. SDF এর পূর্ণরূপ কী?
ক. সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
খ. সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফার্ম
গ. সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
ঘ. সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফার্ম

১১৩. SDF কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ২০০১ সালে খ. ২০০৩ সালে
গ. ১৯৯৯ সালে ঘ. ২০০০ সালে

১১৪. SDF কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
ক. বাণিজ্য খ. সমাজকল্যাণ
গ. অর্থ ঘ. শিল্প

১১৫. SDF এর প্রধান অফিস কোথায়?
ক. বগুড়া খ. বরিশাল
গ. ঢাকা ঘ. দিল্লি

১১৬. SDF এর কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোথা থেকে অনুদান গ্রহণ করে?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক

১১৭. এসআইপিপি কী?
ক. সোশ্যাল ইনফরমেশন পাওয়ার প্রজেক্ট
খ. সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট প্রোগ্রাম
গ. সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম প্রজেক্ট
ঘ. সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রকচার পাওয়া প্রজেক্ট

১১৮. BIDS বলতে বোঝায়?
ক. বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
খ. বাংলাদেশ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান
গ. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সার্ভিস
ঘ. বাংলাদেশ সেচ উন্নয়ন খাত

১১৯. BIDS বলতে বোঝায়?
ক. Bangladesh Integrated Development Studie
খ. Bangladesh Institute of Development Studies
গ. Bangladesh Institution of Dialing System
ঘ. Board of Intermediate and Dynic Decurity

১২০. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা?
ক. এডিবি খ. আইএমএফ
গ. বিশ্ব ব্যাংক ঘ. জাইকা

উত্তরমাল

১	গ	২	ক	৩	খ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	গ	২০	গ
২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	গ
৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	ঘ	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	গ	৪৬	ক	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	খ	৫০	খ
৫১	ঘ	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	খ	৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	ক	৫৮	খ	৫৯	গ	৬০	ঘ
৬১	ক	৬২	খ	৬৩	খ	৬৪	খ	৬৫	গ	৬৬	খ	৬৭	খ	৬৮	ক	৬৯	গ	৭০	ঘ
৭১	গ	৭২	ক	৭৩	গ	৭৪	গ	৭৫	খ	৭৬	গ	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	খ	৮০	গ
৮১	খ	৮২	গ	৮৩	ঘ	৮৪	ক	৮৫	ক	৮৬	গ	৮৭	ক	৮৮	ঘ	৮৯	ক	৯০	খ
৯১	ক	৯২	ক	৯৩	খ	৯৪	ক	৯৫	গ	৯৬	ঘ	৯৭	ক	৯৮	গ	৯৯	গ	১০০	ক
১০১	খ	১০২	ঘ	১০৩	খ	১০৪	খ	১০৫	খ	১০৬	ক	১০৭	গ	১০৮	ক	১০৯	ঘ	১১০	গ
১১১	ক	১১২	গ	১১৩	ঘ	১১৪	গ	১১৫	গ	১১৬	গ	১১৭	গ	১১৮	ক	১১৯	খ	১২০	গ

১. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. সোনালী ব্যাংক
গ. রূপালী ব্যাংক ঘ. পূবালী ব্যাংক

২. বাংলাদেশ ব্যাংক একটি-
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ. শিল্প ব্যাংক

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব নাম কী?
ক. State Bank of Pakistan
খ. Reserve Bank of Pakistan
গ. National Bank of Pakistan
ঘ. Federal Bank of Pakistan

৪. বাংলাদেশ ব্যাংক কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ. ২৬ মার্চ, ১৯৭২

৫. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানার ধরন-
ক. বিদেশি খ. বেরসকারি
গ. সরকারি ঘ. স্বায়ত্বশাসিত

৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তার পদবি কী?
ক. মহাপরিচালক খ. গর্ভনর
গ. রেক্টর ঘ. পরিচালক

৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের মেয়াদকাল কত?
ক. ২ বছর খ. ৩ বছর
গ. ৪ বছর ঘ. ৫ বছর

৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গর্ভনর কে ছিলেন?
ক. নুরুল ইসলাম খ. এ. এন হামিদুল্লাহ
গ. এ কে এম আহমেদ ঘ. লুৎফর রহমান

৯. বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গর্ভনরের নাম কী?
ক. মো. রুহুল আমিন খ. ড. মুহম্মদ ফারাসউদ্দিন
গ. আব্দুর রউফ তালুকদার ঘ. ড. আতিউর রহমান

১০. জনাব ফজলে কবির বাংলাদেশ ব্যাংকের কততম গর্ভনর?
ক. ১০ম খ. ১১তম
গ. ১২তম ঘ. ১৩তম

১১. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত?
ক. ৬ জন খ. ১৭ জন
গ. ১১ জন ঘ. ১০ জন

১২. বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা কয়টি?
ক. ৯টি খ. ৮টি
গ. ১০টি ঘ. ১১টি

১৩. কোন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ব্যাংক সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঘ. শিল্প মন্ত্রণালয়

১৪. বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক কে?
ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. কোনোটিই নয়

১৫. বাংলাদেশে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?
ক. SEC খ. Ministry of Finance
গ. Bangladesh Bank ঘ. ICB

১৬. টাকা কী?
ক. কাগজের নোট খ. বিনিময়ের মাধ্যম
গ. ধাতব পদার্থ ঘ. কোনোটিই নয়

১৭. আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড-
ক. BDTK খ. BDT
গ. BTK ঘ. BTBT

১৮. বাংলাদেশে মোট নোট চালু করার ক্ষমতা আছে একমাত্র-
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের খ. সোনালি ব্যাংকের
গ. অর্থমন্ত্রীর ঘ. অর্থসচিবের

১৯. নোটের বিপরীতে নিরাপত্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ রাখে-
ক. বৈদেশিক মুদ্রা খ. স্বর্ণ
গ. শেয়ার বন্ড ঘ. রৌপ্য

২০. বাংলাদেশের নিজস্ব মুদ্রা চালু হয় কত তারিখে?
ক. ৪ মার্চ, ১৯৭২ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭২ ঘ. ৩ মার্চ, ১৯৭২

২১. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রার ডিজাইন কে করেন?
ক. কে জি মোস্তফা খ. কাইয়ুম চৌধুরী
গ. কামরুল হাসান ঘ. সমরজিৎ রায় চৌধুরী

২২. বাংলাদেশে বর্তমানে কত ধরনের সরকারি নোট প্রচলিত আছে?
ক. ৯ খ. ২
গ. ৪ ঘ. ৩

২৩. বাংলাদেশে ব্যাংক নোট কয়টি?
ক. ৬টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৯টি

২৪. বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বনিম্ন মূল্যমানের ব্যাংক নোট কোনটি?
ক. ১ টাকার নোট খ. ২ টাকার নোট
গ. ৫ টাকার নোট ঘ. ১০ টাকার নোট

২৫. বাংলাদেশে কোনটি ব্যাংক নোট নয়?
ক. ২ টাকা খ. ৫০ টাকা
গ. ৫০ টাকা ঘ. ১০০ টাকা

২৬. বাংলাদেশে কত টাকার নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের স্বাক্ষর থাকে না?
ক. ১০০ টাকা খ. ৫০ টাকা
গ. ১০ টাকা ঘ. ২ টাকা

২৭. এক টাকার নোটে স্বাক্ষর থাকে-
ক. অর্থ মন্ত্রীর খ. রাষ্ট্রপতির
গ. অর্থ সচিবের ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের

২৮. বাংলাদেশে দুই টাকার নোট কে ইস্যু করেন?
ক. Bangladesh Bank
খ. Ministry of Commerce
গ. Ministry of Finance
ঘ. Sonali Bank

২৯. দুই টাকার নোটে স্বাক্ষর থাকে-
ক. অর্থমন্ত্রীর খ. অর্থ সচিবের
গ. বাণিজ্য মন্ত্রীর ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের

৩০. বাংলাদেশের ৫ টাকার নোট কে ইস্যু করে?
ক. রাষ্ট্রপতি খ. অর্থ সচিব
গ. সোনালী ব্যাংক ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক

৩১. ৫ টাকার নোটে কার স্বাক্ষর থাকে?
ক. অর্থ সচিবের খ. বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের
গ. অর্থমন্ত্রী ঘ. বাণিজ্য মন্ত্রী

৩২. পঞ্চাশ ও একশত টাকার নোটে স্বাক্ষর থাকে-
ক. অর্থ সচিবের খ. গর্ভনরের
গ. প্রধানমন্ত্রীর ঘ. রাষ্ট্রপতির

৩৩. বাংলাদেশে কয়টি কাগুজে নোট আছে?
ক. ৭টি খ. ৮টি
গ. ৯টি ঘ. ১০টি

৩৪. আমাদের দেশে সর্বোচ্চ কত টাকা মানের কাগজি নোট প্রচলিত আছে?
ক. ৫০০ খ. ১০০০
গ. ১০০ ঘ. ৫০

৩৫. বাংলাদেশে প্রথম কবে কাগজের নোট চালু করা হয়?
ক. ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
গ. ৪ মার্চ, ১৯৭২ ঘ. ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২

৩৬. ১০ টাকার পলিমার নোটটি বাংলাদেশে প্রথম কবে চালু হয়?
ক. ২০০০ খ. ২০০১
গ. ২০০২ ঘ. ২০০৩

৩৭. বাংলাদেশে চালু পলিমার নোটটি মুদ্রিত?
ক. অস্ট্রেলিয়ায় খ. ফ্রান্সে
গ. বাংলাদেশে ঘ. লন্ডনে

৩৮. বাংলাদেশে ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট কবে থেকে চালু হয়েছে?
ক. ৭ অক্টোবর, ২০০৮ খ. ১৫ অক্টোবর, ২০০৮
গ. ২৭ অক্টোবর, ২০০৮ ঘ. ৩১ অক্টোবর, ২০০৮

৩৯. বাংলাদেশে প্রচলিত কোন নোটটি ব্যাংক নোট নয়?
ক. পাঁচশত টাকা খ. একশত টাকা
গ. এক টাকা ঘ. দশ টাকা

৪০. সরকার কর্তৃক জারিকৃত মুদ্রা কোনগুলো?
ক. এক টাকা ও দুই টাকার নোট এবং পয়সা
খ. এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট এবং পয়সা
গ. দশ, বিশ ও পঞ্চাশ টাকার নোট এবং পয়সা
ঘ. একশত ও পাঁচশত টাকার নোট

৪১. কোন ধাতব মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু সেতুর প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ২৫ পয়সায় খ. ৫০ পয়সায়
গ. ২ টাকার মুদ্রায় ঘ. ৫ টাকার মুদ্রায়

৪২. 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত কোন মুদ্রায় রয়েছে?
ক. ১ টাকা খ. ২ টাকা
গ. ৫ টাকা ঘ. কোনোটিই নয়

৪৩. বাংলাদেশে মুদ্রা জাদুঘর কত সালে স্থাপিত হয়?
ক. ২০০৯ খ. ২০০৫
গ. ১৯৮৭ ঘ. ১৯৯৭

৪৪. বাংলাদেশে টাকার জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান শাখা, মতিঝিল
খ. বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেনিং একাডেমি, মিরপুর
গ. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর
ঘ. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ

৪৫. বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম-
ক. Security Exchange Commission (SEC)
খ. Dhaka stock Exchange (DSE)
গ. Bangladesh Bank (BB)
ঘ. Ministry of Finance (MoF)

৪৬. বাংলাদেশের মুদ্রাবাজার নিম্নোক্ত নিয়ে গঠিত-
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক ঘ. সব কয়টি

৪৭. বাংলাদেশে মুদ্রানীতি পরিচালণার দায়িত্ব কার?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ
গ. অর্থ মন্ত্রণালয় ঘ. আইন মন্ত্রণালয়

৪৮. বাংলাদেশ ব্যাংক কতদিন পরপর বাংলাদেশের মুদ্রানীতি ঘোষণা করে?
ক. ত্রৈমাসিক খ. ষান্মাসিক
গ. বার্ষিক ঘ. মাসিক

৪৯. ব্যাংক রেট কী?
ক. বিনিয়োগ রেট খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেট
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের রেট ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংকের রেট

৫০. 'ব্যাংক রেট' নির্ধারণ করে-
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কৃষি ব্যাংক
গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

৫১. বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংক রেট কত?
ক. ৩% খ. ৯%
গ. ৫% ঘ. ৭%

৫২. নিচের কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ?
ক. জনগণ হতে আমানত গ্রহণ
খ. জনগণকে ঋণ প্রদান
গ. ক ও খ উভয়ই
ঘ. অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ

৫৩. নিম্নের কোনটি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার নয়?
ক. ব্যাংক হার বৃদ্ধি খ. নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি
গ. খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়
ঘ. মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি

৫৪. বাংলাদেশ সরকারের ব্যাংকার কে?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. অগ্রণী ব্যাংক
গ. প্রাইম ব্যাংক ঘ. বিএসবি

৫৫. সরকার 'ট্রেজারি বিল' কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইস্যু করে?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. বিনিয়োগ ব্যাংক ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয়

৫৬. 'ট্রেজারি বিল' বিক্রি করে-
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. সেক
গ. যমুনা ব্যাংক ঘ. কোনোটিই নয়

৫৭. কোন ব্যাংক কে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়?
ক. শিল্প ব্যাংক খ. কৃষি ব্যাংক
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

৫৮. কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দেয় তাকে কী বলে?
ক. Interest rate খ. call money rate
গ. exchange rate ঘ. bank rate

৫৯. নিকাশ ঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংকে খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকে
গ. স্টক এক্সচেঞ্জ ঘ. ই. পি. জেড. এ

৬০. নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে 'নিকাশ ঘরের' দায়িত্বপালন করে?
ক. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ খ. সোনালী ব্যাংক লি.
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয়

৬১. যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো শাখা নেই সেখানে কোন ব্যাংক 'নিকাশ ঘর' হিসেবে কাজ করে?
ক. সোনালী ব্যাংক খ. জনতা ব্যাংক
গ. অগ্রণী ব্যাংক ঘ. উত্তরা ব্যাংক

৬২. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রম সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে কে?
ক. সরকার খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. বাংলাদেশ সরকার ঘ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৬৩. মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে কী ঘটে?
ক. আমদানি বেড়ে যায় খ. রপ্তানি কমে যায়
গ. আমদানি কমে যায় ঘ. কোনোটিই নয়

৬৪. স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে-
ক. রপ্তানিকারকরা উপকৃত হয়
খ. আমদানিকারকরা উপকৃত হয়
গ. রপ্তানি আয় বাড়ে ঘ. কোনোটিই নয়

৬৫. অবৈধ অর্থ ব্যবহার ও লেনদেন রোধে যে আইনটি ব্যবহার করা হয়-
ক. অবৈধ অর্থ লেনদেন আইন
খ. মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন আইন
গ. অর্থ ব্যবহার ও লেনদেন আইন
ঘ. মানি লন্ডারিং আইন

66. SME এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Small and medium Enterprise
খ. Small and Multiple Enterprise
গ. Small and Marginal Enterprise
ঘ. Small and Mediocre Enterprise

67. The currency museum of Bangaldesh was established in the year?
ক. 1997 খ. 2008
গ. 2009 ঘ. 2011

৬৮. মুদ্রাস্ফীতি হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন পদক্ষেপ নেবে?
ক. সুদের হার কমিয়ে দেবে
খ. অর্থ সরবরাহ বাড়িয়ে দেবে
গ. ব্যাংক হার বাড়িয়ে দেবে
ঘ. ডেবিট/ঋণ বাড়িয়ে দেবে

৬৯. মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হলো?
ক. উৎপাদন বৃদ্ধি খ. আমদানি বৃদ্ধি
গ. রপ্তানি বৃদ্ধি ঘ. মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি

৭০. নিচের কোনটির কারণে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি পায়?
ক. বাণিজ্য ঘাটতি খ. মুদ্রাস্ফীতি
গ. তারল্য সংকট ঘ. সরকারের ব্যয় সংকোচন

৭১. মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কোন প্রতিষ্ঠান?
ক. সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
খ. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বোর্ড
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

উত্তরমাল

১	ক	২	গ	৩	ক	৪	ক	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	গ	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	খ	৪৫	গ	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	খ	৫০	গ
৫১	খ	৫২	ঘ	৫৩	ঘ	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	ক	৫৭	গ	৫৮	ঘ	৫৯	ক	৬০	গ
৬১	ক	৬২	গ	৬৩	গ	৬৪	ক	৬৫	খ	৬৬	ক	৬৭	গ	৬৮	গ	৬৯	ঘ	৭০	খ
৭১	ঘ																		

১. বাংলাদেশের বৃহত্তম তফসিলি ব্যাংক কোনটি?
ক. সোনালী ব্যাংক খ. যমুনা ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. ডাচ-বাংলা ব্যাংক

২. বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি?
ক. সোনালী ব্যাংক খ. রূপালী ব্যাংক
গ. HSBC ঘ. Standard-Grindlays

৩. বাংলাদেশে বর্তমানে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা?
ক. ৫টি খ. ৭টি
গ. ৪টি ঘ. ৬টি

৪. বাংলাদেশে বর্তমানে কতটি জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে?
ক. দুই খ. ছয়
গ. চার ঘ. পাঁচ

৫. বাংলাদেশে কতটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে?
ক. ৭টি খ. ১২টি
গ. ৩৪টি ঘ. ৩৩টি

৬. নিচের কোন ব্যাংকটি সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাভুক্ত?
ক. সোনালী ব্যাংক খ. রূপালী ব্যাংক
গ. কৃষি ব্যাংক ঘ. শাহজালাল ব্যাংক

৭. প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়?
ক. ICB খ. Janata Bank
গ. Basic Bank ঘ. Rupali Bank

৮. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত ব্যাংকটির নাম কী?
ক. বিডিবিএল খ. সিডিবিএল
গ. বিএসডিবি ঘ. বিআইডিএস

৯. বাংলাদেশে কখন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়?
ক. ১৯৮৭ খ. ১৯৮৩
গ. ১৯৮৫ ঘ. ১৯৮৪

১০. বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকের নাম কী?
ক. ইসলামী ব্যাংক খ. ন্যাশনাল ব্যাংক
গ. আল আরাফাহ ব্যাংক ঘ. আইএফআইসি ব্যাংক

১১. বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক কোনটি?
ক. ন্যাশনাল ব্যাংক খ. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. আইএফআইসি ব্যাংক ঘ. দি সিটি ব্যাংক

১২. বাংলাদেশে প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. জনতা ব্যাংক
গ. অগ্রণী ব্যাংক ঘ. ইসলামী ব্যাংক

১৩. কোন ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম টেলি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে?
ক. National Bank খ. Grindlays Bank
গ. Standard Chartered Bank
ঘ. American Express Bank

১৪. কোন ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম মাস্টার কার্ড চালু করে?
ক. সোনালী ব্যাংক
খ. অগ্রণী ব্যাংক
গ. ANZ Gindlays
ঘ. American Express Bank

১৫. বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে?
ক. ডাচ বাংলা ব্যাংক খ. ব্রাক ব্যাংক
গ. ইস্টার্ন ব্যাংক ঘ. যমুনা ব্যাংক

১৬. দেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে কোন ব্যাংক?
ক. মার্কেন্টাইল ব্যাংক খ. ব্যাংক এশিয়া
গ. ইস্টার্ন ব্যাংক ঘ. ব্রাক ব্যাংক

১৭. সোনালী ব্যাংক কোন কাজটি করে?
ক. মুদ্রা প্রচলন খ. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ
গ. ব্যাংক হার নির্ধারণ ঘ. ঋণদাতা

১৮. বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কতটি উন্নয়ন ব্যাংক আছে?
ক. ১ খ. ২
গ. ৫ ঘ. ১০

১৯. বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষায়িত ব্যাংক?
ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক খ. সোনালী ব্যাংক
গ. অগ্রণী ব্যাংক ঘ. রূপালী ব্যাংক

২০. কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৫৬
গ. ১৯৬৯ ঘ. ১৯৭৩

২১. বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রধান উৎস?
ক. গ্রাম্য মহাজন খ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
গ. আত্মীয় স্বজন-বন্ধু বান্ধব
ঘ. সমবায় ঋণদান সমিতি

২২. নিচের কোনটি একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান?
ক. ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
খ. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
গ. বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি.
ঘ. মিউচুয়্যাল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.

২৩. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপিত হয়?
ক. ১৯৮৭ খ. ১৯৬৮
গ. ১৯৭২ ঘ. ১৯৯১

২৪. কোনটি কৃষি ব্যাংকের কর্ম নয়?
ক. সেচ প্রকল্পে অর্থ সংস্থান
খ. সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা
গ. ফসল উৎপাদনে অর্থ সংস্থান
ঘ. গ্রুপ সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের ঋণ প্রদান

২৫. কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৬
গ. ১৯৯৮ ঘ. ২০০১

২৬. কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্য?
ক. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
খ. শিল্পে বিনিয়োগ করা
গ. সমবায় আন্দোলন তরান্বিত করা
ঘ. বেকার সমস্যার সমাধান করা

২৭. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক. ২০১৪ খ. ২০১৬
গ. ২০১৭ ঘ. ২০১৮

২৮. বাংলাদেশে কত শ্রেণির ব্যাংক রয়েছে?
ক. ৩ শ্রেণি খ. ২ শ্রেণি
গ. ৪ শ্রেণি ঘ. ৫ শ্রেণি

উত্তরমাল

১	ক	২	ক	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ
২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	খ				

১. চেক প্রধানত কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. কোনোটিই নয়

২. একটি বৈধ চেক এর মেয়াদ হলো?
ক. ৬ মাস খ. ১৫ দিন
গ. ১ বছর ঘ. ২ মাস

৩. নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয় নি?
ক. L/C খ. D/D
গ. PO ঘ. B/L

৪. LC এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Letter of Credit খ. License of Car
গ. License of Company ঘ. Letter of Company

৫. কোন ব্যাংক অন্য কোনো ব্যাংকের বা নিজের অন্য কোনো শাখাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করার জন্য যে আদেশ পত্র দেওয়া হয় তাকে কী বলে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক: ৯৩]
ক. ব্যাংক ড্রাফট খ. ট্রেজারি বিল
গ. প্রতিশ্রুতি পত্র ঘ. প্রত্যয় পত্র

৬. নিচের কোন পরিভাষা আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত?
ক. Letter of Credit খ. Call Money
গ. Book Building ঘ. CRP

৭. **কোন পণ্য আমদানি করার ক্ষেত্রে প্রত্যয়নপত্র কে ইস্যু করে?**
ক. ব্যাংক খ. বীমা কোম্পানি
গ. আমদানিকারক ঘ. রপ্তানিকারক

৮. **ডেবিট কার্ড প্রদান করে?**
ক. স্টক এক্সচেঞ্জ খ. এম্বাসি
গ. এনবিআর ঘ. ব্যাংক

৯. **নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?**
ক. আমানত গ্রহণ খ. ঋণ মঞ্জুর
গ. অর্থ ও মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ সংস্থা

১০. **KYC যার সাথে জড়িত?**
ক. ব্যাংক খ. বীমা
গ. কারখানা ঘ. বিজ্ঞান পরীক্ষাগার

১১. **'Current Account' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?**
ক. চলতি আমানত খ. চলিষ্ণু বিনিয়োগ
গ. চলতি হিসাব ঘ. মেয়াদি হুন্ডি

১২. **বাণিজ্যিক ব্যাংকে চলতি হিসাব খোলার উদ্দেশ্য?**
ক. সুদ প্রাপ্তি খ. অর্থের নিরাপত্তা
গ. ঋণ গ্রহণ ঘ. সবগুলি

১৩. **কোন ধরনের হিসাব সর্বনিম্ন মুনাফা দেয়?**
ক. Saving Account খ. Fixed deposit
গ. Current Account ঘ. Joint Account

১৪. **কোন ধরনের হিসাব আমানতকারীকে কোন সুদ দেয় না?**
ক. Current account
খ. Saving account
গ. Fixed deposit account
ঘ. Short terms deposit account

১৫. **উচ্চ মুনাফা পেতে হলে কোন ধরনের হিসাবে টাকা জমা রাখা উচিত?**
ক. কারেন্ট খ. সেভিংস
গ. ফিক্সড ডিপোজিট ঘ. হোম সেভিংস একাউন্ট

১৬. **কোন ধরনের ব্যাংক হিসাবে গ্রাহক কোনো লেনদেন করতে পারে না?**
ক. ফিক্সড ডিপোজিট একাউন্ড খ. সেভিং একাউন্ট
গ. কারেন্ট একাউন্ট ঘ. লেটার ক্রেডিট একাউন্ট

১৭. **দেউলিয়া কে?**
ক. ঋণ গ্রহীতা খ. ঋণ পরিশোধে অক্ষম
গ. ঋণের জামানতকারী ঘ. ঋণ খেলাপী

উত্তরমালা

১	খ	২	ক	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ						

১. **কোনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নয়?**
ক. সোনালী ব্যাংক খ. জনতা ব্যাংক
গ. অগ্রণী ব্যাংক ঘ. উত্তরা ব্যাংক

২. **নিচের কোনটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক?**
ক. সোনালী ব্যাংক খ. ব্রাক ব্যাংক
গ. প্রাইম ব্যাংক ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

৩. **বাংলাদেশ বীমা কোম্পানিসমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম কী?**
ক. Bangladesh Bank খ. SEC
গ. IDRA ঘ. IFC

৪. **বাংলাদেশে বিদেশি মালিকানায় বাণিজ্যিক ব্যাংক কতটি?**
ক. ৪ খ. ৭
গ. ৯ ঘ. ৮

৫. **নিচের কোনটি স্থানীয় ব্যাংক নয়?**
ক. সিটি ব্যাংক খ. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক
গ. HSBC Bank ঘ. IFIC Bank

৬. **নিচের কোনটি বাংলাদেশের প্রথম বিদেশি ব্যাংক?**
ক. স্টান্ডার্ড চার্টার্ড খ. সিটিএন.এ
গ. এইচএসবিসি ঘ. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক

৭. **বাংলাদেশে কখন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়?**
ক. ১৯৮৭ খ. ১৯৮৩
গ. ১৯৮৫ ঘ. ১৯৮৪

৮. **বাংলাদেশ প্রথম ইসলামী ব্যাংকের নাম কী?**
ক. ইসলামী ব্যাংক খ. ন্যাশনাল ব্যাংক
গ. আল আরাফাহ্ ব্যাংক ঘ. আইএফআইসি ব্যাংক

৯. **বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক কোনটি?**
ক. ন্যাশনাল ব্যাংক খ. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. আইএফআইসি ব্যাংক ঘ. দি সিটি ব্যাংক

১০. **কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়?**
ক. কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক খ. ইস্টার্ন ব্যাংক
গ. সিটি ব্যাংক ঘ. অগ্রণী ব্যাংক

১১. **নিচের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়?**
ক. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক খ. উরি ব্যাংক
গ. সীমান্ত ব্যাংক ঘ. বেসিক ব্যাংক

১২. **নিচের কোনটি তফসিলি ব্যাংক নয়?**
ক. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
খ. বেসিক ব্যাংক
গ. ব্রাক ব্যাংক ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

১৩. **কোনটি 'তালিকাভুক্ত তফসিলি ব্যাংক' নয়?**
ক. রূপালী ব্যাংক লি. খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. ওয়ান ব্যাংক লি. ঘ. ডাচ বাংলা ব্যাংক

১৪. **কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়?**
ক. সোনালী ব্যাংক খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. জনতা ব্যাংক

১৫. **বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে?**
ক. ডাচ বাংলা ব্যাংক খ. ব্রাক ব্যাংক
গ. ইস্টার্ন ব্যাংক ঘ. যমুনা ব্যাংক

১৬. **দেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে কোন ব্যাংক?**
ক. মার্কেন্টাইল ব্যাংক খ. ব্যাংক এশিয়া
গ. ইস্টার্ন ব্যাংক ঘ. ব্রাক ব্যাংক

উত্তরমাল

১	ঘ	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	গ	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	খ								

১. ICB এর পূণরূপ হলো?
ক. Investment Corporation of Bangladesh
খ. Industry and Commerce of Bangladesh
গ. Investment Corner of Bangladesh
ঘ. কোনোটিই নয়

২. ICB প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?
ক. ১৯৭৬ সালের, ১ অক্টোবর
খ. ১৯৭৫ সালের, ১ অক্টোবর
গ. ১৯৮৩ সালের, ১ জানুয়ারি
ঘ. ১৯৮৫ সালের, ১ জানুয়ারি

৩. নিচের কোনটি দেশীয় বিনিয়োগ ব্যাংক?
ক. SEC খ. IBRD
গ. IDA ঘ. ICB

৪. নিচের কোনটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ ব্যাংক?
ক. BSRS খ. IBRD
গ. ICB ঘ. None of these

৫. কোন ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে?
ক. সমবায় ব্যাংক খ. কর্মসংস্থান ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. কৃষি ব্যাংক

৬. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. লুৎফর রহমান সরকার
খ. অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস
গ. ফজলে হাসান আবেদ ঘ. অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

৭. বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু কবে থেকে?
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮২
গ. ১৯৮৩ ঘ. ১৯৮৪

৮. ড. ইউনুস যে ব্যাংক স্থাপন করে খ্যাতি অর্জন করেন তার নাম?
ক. ঢাকা ব্যাংক খ. আরবান ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. প্রাইম ব্যাংম

৯. গ্রামীণ ব্যাংক কাদের বেশি সাহায্য করে?
ক. গ্রামের শ্রমিকদের
খ. গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণদের
গ. গ্রামের ধনী কৃষকদের
ঘ. গ্রামের কৃষকদের

১০. বাংলাদেশে কোন ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণ দান করে?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. শিল্প ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. সোনালী ব্যাংক

১১. শান্তির জন্য নোবেল বিজয়ী ড. ইউনুস কোন গ্রাম থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেন?
ক. আনোয়ারা খ. মহিপুর
গ. জোবরা ঘ. কোনোটিই নয়

১২. গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণা বাংলাদেশের বাইরে প্রথম কোন দেশে চালু করে?
ক. মালয়েশিয়া খ. ইন্দোনেশিয়া
গ. ফিলিপাইন ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

১৩. বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানটি মাইক্রো ক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা?
ক. চার্টাড ব্যাংক খ. ন্যাশনাল ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. এবি ব্যাংক

১৪. 'সামাজিক ব্যবসা' ধারণাটির প্রবক্তা কে?
ক. মুহাম্মদ ইউনূস খ. অমর্ত্য সেন
গ. বিল ক্লিনটন ঘ. ফজলে হাসান আবেদ

১৫. ক্ষুদ্রঋণের প্রবর্তক কে?
ক. অমর্ত্য সেন
খ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ. ড. ফজলে হাসান আবেদ
ঘ. ড. কবীর চৌধুরী

১৬. ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোন বিষয়ে নোবেল পুরষ্কার পান?
ক. অর্থনীতি খ. ক্ষুদ্রঋণ
গ. শান্তি ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন

১৭. দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ড. মুহাম্মদ ইউনূস শান্তিতে কততম নোবেল বিজয়ী?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

১৮. যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল লাভকারী প্রথম বাংলাদেশি?
ক. ফজলে হাসান আবেদ খ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ. শেখ হাসিনা ঘ. এ এইচ এম নোমান খান

১৯. ইউরোপে কোন দেশে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সামাজিক ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে?
ক. লিথুনিয়া খ. আলবেনিয়া
গ. আর্মেনিয়া ঘ. রোমানিয়া

২০. ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কোনটি?
ক. দারিদ্র্যহীন বিশ্বের মুখোমুখি
খ. সচ্ছল বাংলাদেশের সন্ধানে
গ. স্বনির্ভর স্বদেশের সন্ধানে
ঘ. দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে

২১. 'দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে' লেখক কে?
ক. অমর্ত্য সেন খ. হানাহ আশরাফী
গ. হিলারি ক্লিনটন ঘ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস

২২. 'পরার্থপরতার অর্থনীতি'র লেখক কে?
ক. আকবর আলী খান খ. ড. মুহম্মদ ইউনূস
গ. ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ঘ. ড. আতিউর রহমান

২৩. 'আজব ও জবর আজব অর্থনীতি' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. আকবর আলী খান খ. অমর্ত্য সেন
গ. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমদু ঘ. আবুল মাল আব্দুল মুহিত

২৪. দারিদ্র্য বিমোচনে কোন কর্মসূচিটি এখন পর্যন্ত সফল হিসেবে বিবেচিত হয়?
ক. ক্ষুদ্রঋণ খ. শিক্ষা
গ. সুশাসন ঘ. স্বাস্থ্য

২৫. কোনটি বৃহৎ এনজিও নয়?
ক. ব্রাক খ. লাইটহাউস
গ. প্রশিকা ঘ. আশা

২৬. 'কেয়ার' একটি?
ক. বাংলাদেশি এনজিও খ. আমেরিকান এনজিও
গ. কানাডিয়ান এনজিও ঘ. ড্যানিশ এনজিও

২৭. 'UCEP' কার্যক্রম কিসের সাথে জড়িত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ০৭]
ক. শিক্ষা খ. স্বাস্থ্য
গ. বিচার বিভাগ ঘ. স্থানীয় শাসন

২৮. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও কোনটি?
ক. ব্রাক খ. আশা
গ. প্রশিকা ঘ. আশা

২৯. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিওর নাম কী?
ক. ব্রাক খ. আশা
গ. প্রশিকা ঘ. পিকেএসএফ

৩০. ব্রাক-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. ড. মুহম্মদ ইউনূস খ. অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ
গ. আইরন খান ঘ. ফজলে হাসান আবেদ

৩১. দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানের জন্য কোন বাংলাদেশি 'নাইট' উপাধি পেয়েছেন?
ক. ফজলে হাসান আবেদ খ. ড. মুহম্মদ ইউনূস
গ. ড. জাফর উল্লাহ ঘ. শাইখ সিরাজ

৩২. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে যিনি ব্রিটেনের 'নাইট' উপাধি লাভ করেন?
ক. ফজলে হাসান আবেদ খ. ড. মুহম্মদ ইউনূস
গ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ঘ. এফ আর খান

৩৩. বাংলাদেশের বাইরে ব্রাকের কার্যক্রম কোন দেশে চালু আছে?
ক. ইথিওপিয়াতে খ. সুদানে
গ. নেপালে ঘ. আফগানিস্তান

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	ঘ	৪	গ	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	গ	৯	খ	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ক	৩০	ঘ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ঘ														

১. বাংলাদেশে শেয়ারবাজারের কার্যক্রম কোন সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. অর্থ মন্ত্রণালয় খ. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. বিএসইসি

২. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে-
ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ
গ. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা
ঘ. শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ

৩. আইস্কো তে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কোন ক্যাটাগরির সদস্য?
ক. এ ক্যাগরির খ. বি ক্যাগরির
গ. সি ক্যাগরির ঘ. কোনোটিই নয়

৪. IPO শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোথায়?
ক. Stock Market খ. Banking Business
গ. Insurance Business ঘ. Leasing Business

৫. যখন কোনো কোম্পানি প্রথমবারের মতো জনগণের নিকট তার শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দেয়, তাকে বলে?
ক. Bonus Issue
খ. Secondary Stock Offerinngs
গ. Right Issue
ঘ. Intial Public Offerings

৬. প্রাথমিক বাজারে কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রির দায়িত্ব কে পালন করেন?
ক. প্রবর্তক খ. অবলেখক
গ. দালাল ঘ. উদ্যোক্তা

৭. 'সেকেন্ডারি মার্কেট' কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক. শ্রম বাজার খ. চাকুরি বাজার
গ. স্টক মার্কেট ঘ. কৃষি বাজার

৮. ঢাকা একচেঞ্জ লি. গঠিত হয়?
ক. ১৯৫৪ খ. ১৯১৩
গ. ১৯৭২ ঘ. ১৯৮৪

৯. স্বাধীনতার পর কখন থেকে স্টক এক্সচেঞ্জ লি. এ লেনদেন শুরু হয়?
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৩
গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৬

১০. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৯০
গ. ১৯৯৫ ঘ. ১৯৯৮

১১. ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ নিম্নলিখিত বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭২ এবং ১৯৯৮ খ. ১৯৫৫ এবং ১৯৯৪
গ. ১৯৫৪ এবং ১৯৯৫ ঘ. ১৯৭৬ এবং ১৯৯৯

১২. বর্তমানে প্রচলিত কোম্পানি অ্যাক্ট আইন কোন সালে প্রণীত হয়?
ক. ১৯৯৪ খ. ১৯৮৬
গ. ১৯৯২ ঘ. ১৯৯৩

১৩. DSE কোন সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়?
ক. Ministry of Commerce খ. FBCCI
গ. SEC ঘ. Bangladesh Bank

১৪. পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নাম কী?
ক. BSEC খ. DSC
গ. CSE ঘ. Ministry of Finance

১৫. স্টক শেয়ারে প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতি কোনটি?
ক. ডিভিডেন্ড খ. ডিভ্যালু
গ. ডিম্যাট ঘ. ডিসকাউন্ট

১৬. ডি-ম্যাট কী?
ক. শেয়ার লেনদেনের ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া
খ. ভালো শেয়ার
গ. শেয়ার দর পতন রোধ ব্যবস্থা
ঘ. মন্দ শেয়ার

১৭. স্টক এক্সচেঞ্জে মার্কিন ব্রেকারের কাজ কী?
ক. স্টট বিশ্লিষ্ট করার একটি পদ্ধতি
খ. শেয়ারের মূল্যের অথ্যধিক পরিবর্তনের এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা
গ. ব্রেকার হাউসগুলোর জন্য একটি নীতি
ঘ. বোনাস শেয়ার বিতরণের এক ধরনের সীমাবদ্ধতা

১৮. কোনটি অন্যগুলো থেকে আলাদা?
ক. EPZ খ. CDBL
গ. BSEC ঘ. DSE

১৯. বোনাস শেয়ার সাধারণত কাদের মধ্যে ইস্যু করা হয়?
ক. সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ খ. ডিবেঞ্জারাধীনগণ
গ. অগ্রাধিক শেয়ারহোল্ডারগণ ঘ. সুরক্ষিত পাওনাদারগণ

২০. Blue Chip শব্দটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?
ক. আন্তর্জাতিক বাজারে খ. শেয়ার বাজারে
গ. ভুয়া শেয়ার ঘ. খুচরা বাজারে

২১. বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক বন্ডের নাম কী?
ক. মুদারাবা খ. মুসারাকা
গ. সুকুক ঘ. গুকুক উ. গ

উত্তরমাল

১	ঘ	২	ঘ	৩	ক	৪	ক	৫	ঘ	৬	ক	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ

১. ট্যারিফ কমিশন কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঘ. শিল্প মন্ত্রণালয়

২. TCB এর পূর্ণরূপ?
ক. Trading Company Bangladesh
খ. Trading Corporation of Bangladesh
গ. Trade Company Bangladesh
ঘ. Trade Corporation of Bangladesh

৩. কোন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত?
ক. বাণিজ্য খ. পরিকল্পনা
গ. অর্থ ঘ. স্থানীয় সরকার

৪. বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন কত সালে প্রণীত হয়?
ক. ২০০৭ খ. ২০০৮
গ. ২০০৯ ঘ. ২০১০

৫. EPB এর পূর্ণরূপ-
ক. Export Promotion Board
খ. Export Promotion Bureau
গ. Exporting Promotion Board
ঘ. Exporting Promotion Bureaue

৬. ICMAB কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়?
ক. অর্থ খ. শিল্প
গ. বাণিজ্য ঘ. আইন

৭. বাংলাদেশে পেশাগত হিসাববিজ্ঞানীদের সংগঠন কোনটি?
ক. IBA খ. ICMAB
গ. BMA ঘ. BIBM

৮. বাংলাদেশ 'সি-এ' ডিগ্রি প্রদান করে?
ক. ICMAB খ. SEC
গ. BIBM ঘ. ICAB

৯. CIP কিসের সাথে সম্পর্কিত?
ক. সামরিক বাহিনী খ. রাজনৈতিক
গ. ব্যবসা-বাণিজ্য ঘ. কূটনৈতিক

১০. কোন সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়েল অধীনে?
ক. BCIC খ. WASA
গ. BTMC ঘ. BTTB

১১. BCIC এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Bangladesh Chemical Industries Corporattion
খ. Bangladesh Center for International Cricket
গ. Bangladesh Commerce and Industrial Corporation
ঘ. Bangladesh Council for International Cricket

১২. বাংলাদেশের পণ্য মান নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে?
ক. BCIT খ. TIB
গ. TCB ঘ. BSTI

১৩. BSTI এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী?
ক. Bangladesh Salt Testing Institute
খ. Bangladesh Strategic Training Institute
গ. Bangladesh Standards and Testing Institution
ঘ. Bangladesh Society for Telecommunication and Information

১৪. পাট কোন দেশের প্রধান শিল্প?
ক. ভারত খ. মিশর
গ. বাংলাদেশ ঘ. যুক্তরাজ্য

১৫. বাংলাদেশের প্রধান তিনটি পাটশিল্প কেন্দ্র কী কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ৯০]
ক. নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর
খ. নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা
গ. নরসিংদী, খুলনা, চট্টগ্রাম
ঘ. নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, ভৈর

১৬. প্রাচ্যের ডান্ডি নামে খ্যাত কোনটি?
ক. মংলা খ. চট্টগ্রাম
গ. নারায়ণগঞ্জ ঘ. টঙ্গী

১৭. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাটকলটি বন্ধ করা হয়?
ক. ১ জুন, ২০০২ খ. ৩০ জুন, ২০০২
গ. ৩০ জুলাই, ২০০২ ঘ. ৩১ জুলাই, ২০০২

১৮. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোনটি?
ক. শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো. লি. ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
খ. জিয়া সার কারখানা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
গ. ঘোড়াশাল সার কারখানা, নরসিংদী
ঘ. চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম

১৯. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. আশুগঞ্জ খ. ঘোড়াশাল
গ. তারাকান্দি ঘ. সিলেট

২০. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানাটি কোথায় অবস্থিত?
ক. ফেঞ্চুগঞ্জ খ. সিদ্ধিরগঞ্জ
গ. আশুগঞ্জ ঘ. হাজীগঞ্জ

২১. যমুনা সার কারখানাটি কোথায় অবস্থিত?
ক. জামালপুর খ. সিরাজগঞ্জ
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

২২. যমুনা সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?
ক. ইউরিয়া খ. এমপি
গ. টিএসপি ঘ. কম্পোস্ট

২৩. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?
ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়া সালফেট

২৪. জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কী?
ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট

২৫. ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সারের নাম কোনটি?
ক. ইউরিয়া এবং এএসপি খ. টিএসপি এবং এএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. ডিএপি

২৬. ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানাটি কোথায়?
ক. ঘোড়াশাল খ. চট্টগ্রাম
গ. আশুগঞ্জ ঘ. সিলেট

২৭. বেসরকারি খাতে একক বৃহত্তম সার কারখানাটির নাম কী?
ক. কর্ণফুলী সার কো. লি. খ. যমুনা সার কারখানা
গ. পলাশ সার কারখানা ঘ. ঘোড়াশাল সার কারখানা

২৮. KAFCO কোথায় অবস্থিত?
ক. পাবনা খ. ঘোড়াশাল
গ. চট্টগ্রাম ঘ. নারায়ণগঞ্জ

২৯. কাফকো কোন দেশের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে?
ক. কানাডা খ. চীন
গ. জাপান ঘ. ফ্রান্স

৩০. ইউরিয়া সারের কাঁচামাল?
ক. অপরিশোধিত তেল খ. ক্রিংকার
গ. এমোনিয়া ঘ. মিথেন গ্যাস

৩১. আমাদের দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল কী?
ক. কয়লা
খ. বাতাস থেকে আহরিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস
ঘ. খনি থেকে আহরিত নাইট্রেট

৩২. বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় চিনিকল কোনটি?
ক. জয়পুরহাট চিনিকল লি.
খ. কুষ্টিয়া চিনিকল লি.
গ. কেরু এন্ড কোং লি.
ঘ. ঠাকুরগাঁও চিনিকল

৩৩. বাংলাদেশে চিনিকল কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৭টি
গ. ১০টি ঘ. ১৫টি

৩৪. কত সালে বাংলাদেশে প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়?
ক. ১৯৪৯ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫৩ সালে ঘ. ১৯৫১ সালে

৩৫. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কাগজকল কোনটি?
ক. এশিয়া কাগজ কল খ. চন্দ্রঘোনা কাগজকল
গ. কর্ণফুলী কাগজকল ঘ. বাংলাদেশ কাগজকল

৩৬. চন্দ্রঘোনা কাগজের মিল কোথায় অবস্থিত?
ক. মেঘনা নদীর তীরে খ. খুলনা
গ. ভৈরব ঘ. কর্ণফুলী নদীর তীরে

৩৭. কর্ণফুলী পেপাল মিলে কাঁচামাল হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. গেওয়া কাঠ খ. আঁখের ছোবড়া
গ. নলখাগড়া ঘ. বাঁশ

৩৮. চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কী?
ক. আঁখের ছোবড়া খ. বাঁশ
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া

৩৯. কর্ণফুলী পেপার মিলস্ কোথায় অবস্থিত?
ক. কর্ণফুলী খ. চন্দ্রঘোনা
গ. উত্তরবঙ্গ ঘ. খুলনা

৪০. বাংলাদেশের রেয়নমিল কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. নারায়ণগঞ্জ
গ. খুলনা ঘ. রাঙ্গামাটি

৪১. কাঁচামাল হিসেবে আঁখের ছোবড়া ব্যবহার করা হয়?
ক. কর্ণফুলী কাগজ কল, চন্দ্রঘোনা
খ. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, খালিশপুর
গ. উত্তরবঙ্গ কাগজ কল, পাকশি
ঘ. পার্টিকেল বোর্ড মিল, নারায়ণগঞ্জ

৪২. বাংলাদেশে মোট কয়টি সার কারখানা আছে?
ক. ৬টি খ. ৮টি
গ. ১৫টি ঘ. ১১টি

৪৩. সবুজ পাট থেকে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত প্রযুক্তির উদ্ভব হয়
ক. জাপানে খ. বাংলাদেশে
গ. আমেরিকায় ঘ. ইংল্যান্ডে

৪৪. বর্তমানে দেশে সবচেয়ে বড় সিমেন্ট কারখানা কোনটি?
ক. হিউন্দাই সিমেন্ট খ. লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট
গ. হোলসিম সিমেন্ট ঘ. ছাতক সিমেন্ট

৪৫. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত?
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. কক্সবাজার
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা

৪৬. সৈয়দপুরের সাথে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ যেভাবে সম্পর্কিত, খুলনার সাথে তেমনি কোনটি সম্পর্কিত?
ক. বিভাগীয় দূত খ. স্টেলা মেরিস
গ. রূপসী বাংলা ঘ. সোনার বাংলা

৪৭. বাংলাদেশে তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে?
ক. ফিনল্যান্ডে খ. ডেনমার্কে
গ. নরওয়েতে ঘ. সুইডেন

৪৮. দেশে তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী স্টিমার বা জাহাজের নাম কী?
ক. এম ভি বাঙ্গালি খ. এম ভি বাংলাদেশি
গ. এম ভি মধুমতি ঘ. এম ভি বঙ্গবন্ধু

৪৯. ঔষধ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো?
ক. অপ্রয়োজনীয়য় এবং ক্ষতিকর ঔষুধ প্রস্তুত বন্ধ করা
খ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করা
গ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া
ঘ. বিদেশি শিল্পপতিদের দেশিয় কাঁচামাল ব্যবহারে বাধ্য করা

৫০. বাংলাদেশের প্রথম ঔষধ পার্ক?
ক. মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় খ. গাজীপুরের কালিয়াকৈর
গ. সাভারে কোনাবাড়িতে ঘ. ময়মনসিংহের ভালুকায়

৫১. বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি হয় কোন দেশে?
ক. নেপাল খ. মিয়ানমার
গ. ব্রাজিল ঘ. শ্রীলংকা

৫২. বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সর্বপ্রথম লন্ডন স্টক মার্কেটে লেনদেন শুরু করে?
ক. বেক্সিমকো ফার্মা খ. স্কয়ার ফার্মা
গ. মুন্নু সিরামিক ঘ. ট্রান্সকম

৫৩. বিশ্বাবাজারে বাংলাদেশের ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কী নামে পরিচিত?
ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. ঝিনাইদহ গ্রেড
গ. চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড

৫৪. বাংলাদেশের চামড়া শিল্প নগরী কোথায় অবস্থিত?
ক. ধামরাই খ. সাভার
গ. আশুলিয়া ঘ. কামরাঙ্গীর চর

৫৫. বাংলাদেশ সরকার 'শিল্প পার্ক' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কোন স্থানে?
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. মুন্সিগঞ্জ
গ. মংলা ঘ. সিরাজগঞ্জ

৫৬. কোন আমলে প্রাচীন বাংলার গৌরব 'মসলিন কাপড়' ঢাকায় তৈরি হত?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক:১৮]
ক. পাল আমলে খ. মুঘল আমলে
গ. সেন আমলে ঘ. ইংরেজ আমলে

৫৭. কোনটি মুঘল বাদশাহের বিলাসের বস্তু ছিল?
ক. মসলিন খ. জামদানি
গ. নকশি কাঁথা ঘ. খাট-পালঙ্ক

৫৮. ইতিহাস খ্যাত 'মসলিন' এর একটি ছোট টুকরো এখনও সংরক্ষিত আছে?
ক. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে খ. জাতীয় জাদুঘরে
গ. বরেন্দ্র জাদুঘরে ঘ. লালবাগ দুর্গে

৫৯. 'খদ্দর' শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক. গুজরাটি থেকে খ. হিন্দি থেকে
গ. উর্দু থেকে ঘ. বর্মি থেকে

৬০. ঢাকা শহরের কোন এলাকায় বেনারসি শাড়ি তৈরি হয়?
ক. ডেমরা খ. টঙ্গী
গ. মিরপুর ঘ. তাঁতিবাজার

উত্তরমাল

১	ক	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	খ	৬	গ	৭	খ	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক
১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ক
২১	ক	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	গ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	ঘ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	ঘ
৪১	গ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	ঘ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	ক
৫১	খ	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	খ	৫৯	ক	৬০	গ

১. বাংলাদেশ সফরকারী প্রথম বিদেশি সরকার প্রধান কে?
ক. জুলফিকার আলী ভুট্টো খ. লুনা দ্যা সিলভা
গ. ইন্দিরা গান্ধী ঘ. মার্শাল ফুকো

২. ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত তারিখে?
ক. ১৯৭১ সালের, ২৬ মার্চ
খ. ১৯৭২ সালের, ১৯ মার্চ
গ. ১৯৭২ সালের, জানুয়ারি
ঘ. ১৯৭১ সালের, ১৬ ডিসেম্বর

৩. ভারত-বাংলাদেশের সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১৯৭২ সাল খ. ১৯৭৪ সাল
গ. ১৯৮০ সাল ঘ. কোনোটিই নয়

৪. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় কে প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন?
ক. রোনাল্ড রিগ্যান খ. জর্জ বুশ
গ. জিমি কার্টার ঘ. বিল ক্লিটন

৫. বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে তার নাম?
ক. NAFTA খ. SAPTA
গ. GATT ঘ. TICFA

৬. 'টিক্‌ফা' চুক্তির দুই পক্ষ-
ক. ভারত-বাংলাদেশ খ. নেপাল-বাংলাদেশ
গ. বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র ঘ. বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য

৭. বহুল আলোচিত 'টিক্‌ফা' চুক্তির বিষয়?
ক. বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খ. অস্ত্র ও বিনিয়োগ
গ. যৌথ সামরিক মহড়া ও বাণিজ্য
ঘ. সন্ত্রাস দমন ও আর্থিক সাহায্য

৮. কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই?
ক. ইসরায়েল খ. তাইওয়ান
গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. হাইতি

৯. বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই?
ক. ইসরায়েল খ. তাইওয়ান
গ. আফগানিস্তান ঘ. জর্ডান

১০. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু কোন নদীর ওপর অবস্থিত?
ক. বুড়িগঙ্গা খ. শীতলক্ষ্যা
গ. মেঘনা ঘ. যমুনা

১১. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সাথে মিল আছে কোন দেশের পতাকার?
ক. ভারত খ. মিশর
গ. জাপান ঘ. থাইল্যান্ড

১২. বাংলাদেশের বার্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণকারী সংস্থা হচ্ছে?
ক. বিশ্বব্যাংক
খ. এইড-টু-প্যারিস কনসরটিয়াম বাংলাদেশ
গ. এশীয় উন্নয়ন বাংলাদেশ
ঘ. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

১৩. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা?
ক. জিকা খ. ইউ. এন. ডি. পি
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. আই. এম. এফ

১৪. কোন সংগঠনটির নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়?
ক. এডিবি খ. বিশ্বব্যাংক
গ. আইএমএফ ঘ. আইডিএ

১৫. বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য দানকারী দেশ কোনটি?
ক. জাপান খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

১৬. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ঋণদাতা দেশ?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. দক্ষিণ কোরিয়া
গ. জাপান ঘ. ইংল্যান্ড

১৭. বাংলাদেশে 'The Bay of Bengal Industrial Growth (BIG-B)' সহযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ কোনটি?
ক. চীন খ. ভারত
গ. জাপান ঘ. আমেরিকা

১৮. জাপানের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার নাম কী?
ক. জাইকা খ. ডিএফআইডি
গ. ডানিডা ঘ. ওসিডি

১৯. প্যালেস্টাইন সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি-
ক. নিরপেক্ষ খ. প্যালেস্টাইনদের পক্ষে
গ. বিশ্বরীয় নীতিবাদের পক্ষে ঘ. কোনোটিই নয়

২০. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?
ক. ইসরায়েল খ. মঙ্গোলিয়া
গ. ইরাক ঘ. আফগানিস্তান

২১. যে দেশের সাথে বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই?
ক. নামিবিয়া খ. আর্জেন্টিনা
গ. তাইওয়ান ঘ. তিউনিসিয়া

২২. যে দেশে বাংলাদেশি পাসপোর্ট দ্বারা ভ্রমণ করা যায় না?
ক. তাইওয়ান খ. লিবিয়া
গ. ইসরায়েল ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া

২৩. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?
ক. চীন খ. ভারত
গ. পাকিস্তান ঘ. ইসরায়েল

২৪. বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের ডাক যোগাযোগ নেই?
ক. মালাগাছি খ. পূর্ব তিমুর
গ. ইসরায়েল ঘ. লেবানন

উত্তরমাল

১	গ	২	খ	৩	ক	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	ক	১০	ক
১১	গ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক
২১	গ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	গ												

Class Exam

১. 'ম্যানিলা' কোন ফসলের উন্নত জাত?
ক. তুলা খ. তামাক
গ. পেয়ারা ঘ. তরমুজ

২. প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন কি পরিমাণ থাকে?
ক. ৪০-৫০ ভাগ খ. ৬০-৭০ ভাগ
গ. ৮০-৯০ ভাগ ঘ. ৩০-২৫ ভাগ

৩. সুন্দরবন-এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে?
ক. ৫০% খ. ৫৮%
গ. ৬২% ঘ. ৬৬%

৪. 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কিসের নাম?
ক. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ. উন্নত জাতের ধানের নাম
গ. উন্নত জাতের গমের নাম
ঘ. দুটি কৃষি বিষয়ক বেসরকারী সংস্থার নাম

৫. সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়-
ক. পাগ-মার্ক খ. ফুটমার্ক
গ. GIS ঘ. কোয়ার্ডবেট

৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. গাজীপুর খ. চাঁদপুর
গ. ফরিদপুর ঘ. বরিশাল

৭. বাংলাদেশের ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায়?
ক. ফরিদপুর খ. দিনাজপুর
গ. ঈশ্বরদী ঘ. ঢাকা

৮. বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে–
ক. পঞ্চগড়ে খ. রাজশাহীতে
গ. মৌলভীবাজারে ঘ. সিলেটে

৯. 'অগ্নিশ্বর', 'কানাইবাঁশী', 'মোহনবাঁশী', ও 'বীটজবা' কি জাতীয় ফলের নাম?
ক. পেয়ারা খ. কলা
গ. পেঁপে ঘ. জামরুল

১০. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা–
ক. ১৭টি খ. ১৮টি
গ. ২৩টি ঘ. ২৯টি

উত্তরমালা

১	খ
২	গ
৩	গ
৪	গ
৫	ক
৬	ক
৭	গ
৮	ক
৯	খ
১০	ঘ